উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৭৮,৪২৮.৯৫ (-২১০.০৮)
নিফটি : ২৪,৬১৪.৯০ (-১৫৯.৪০)

প্রয়াত বাংলার প্রাক্তন রাজ্যপাল ডঃ পাতিল ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
৩৩° সর্বোচ্চ / ৩০° সর্বনিম্ন	৩৩° সর্বোচ্চ / ২৮° সর্বনিম্ন	৩২° সর্বোচ্চ / ২৯° সর্বনিম্ন	৩৩° সর্বোচ্চ / ২৯° সর্বনিম্ন

চন্দ্রনাথ খুনে পাক যোগের ইঙ্গিত ৫

পদত্যাগ না করলে সমান্তরাল বিশ্বকাপ
ফিফাকে আইনি নোটিশ উয়েফার ১১

শিলিগুড়ি ১৯ শ্রাবণ ১৪৩৩ বুধবার ৫.০০ টাকা 5 August 2026 Wednesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 47 Issue No. 79

রাজনীতির রংবাজি

সুভাষের অপমান নিয়ে আন্দোলনের ডাক মমতার

অর্কজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ৪ অগাস্ট : নেতাজিকে নিয়ে এখন তোলপাড় সোশ্যাল মিডিয়া। বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ নগেন রায় সম্প্রতি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে নিয়ে যে মন্তব্য করেছেন, তাতে রুষ্ট পদ্ম নেতাদের একাংশই। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, দল এনিয়ে একেবারে 'স্পিকটি নট'। শুধু নগেন নন, বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যও অতি সম্প্রতি নেতাজিকে নিয়ে এমন কিছু কথা বলেছেন, যাতে অসন্তোষের বাতাবরণ তৈরি হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে নেতাজি ইস্যুকেই হাতিয়ার করে আন্দোলনের সলতে পাকাতে চাইছেন কালীঘাটের তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

মঙ্গলবার দুপুরে নয়াদিল্লিতে যখন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে বৈঠক করলেন তৃণমূলের 'ঘরছাড়া' এনসিপিআই সাংসদরা, তার কিছুক্ষণ বাদেই ফেসবুক লাইভে এসে একাধিক ইস্যুতে মুখ খুললেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। মূল নিশানায় অবশ্যই বিজেপি।

নিজের ঘরে থাকা মনীষীদের ছবি দেখিয়ে মমতা বলেন, 'আমি স্তম্ভিত, লজ্জিত, মর্মাহত। বিজেপির কয়েকজন নেতা, যাঁরা রাজনীতি, সংস্কৃতি বা সম্প্রীতি বোঝেন না, তাঁরা আজ দেশনায়ক নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে অপমান করছেন।' তাঁর দাবি, স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতাজির অবদানকে খাটো করার চেষ্টা চলছে। মমতা আরও বলেন, 'নেতাজি সম্প্রীতির প্রতীক ছিলেন। তাঁকে সাম্প্রদায়িক আখ্যা দেওয়া হচ্ছে, এমনকি দেশদ্রোহীও বলা হচ্ছে। এই অপমান শুধু বাংলার নয়, সারা দেশের। গান্ধিজি যেমন জাতির জনক, তেমনই নেতাজি দেশের নেতা, দেশনায়ক নেতাজির অপমান বাংলার মানুষ বরদাস্ত করবে না।'

ছাত্র-যুব-মহিলা সমাজের কাছে মমতার প্রশ্ন, 'যাঁদের এখনও বিবেক ও আবেগ আছে, তাঁরা এই অপমানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করুন। আর কতদিন চুপ করে থাকবেন?' নেতাজির অন্তর্ধান সংক্রান্ত ফাইল প্রকাশের প্রসঙ্গও তোলেন তিনি। পাশাপাশি দলের আইটি সেল ও যুব সংগঠনকে প্রতিবাদে পথে নামার নির্দেশ দেন। বিজেপিকে নিশানা করে তাঁর কটাক্ষ, 'আপনাদের না আছে কোনও অতীত, না আছে ভবিষ্যৎ। শুধু অত্যাচার আর বিদ্বেষের রাজনীতি করতে জানেন।'

শুধু নেতাজি ইস্যু নয়, এদিন মমতা প্রশ্ন তুলেছেন জাতীয় জনগণনা (সেনসাস) এবং সীমানা পুনর্নির্ধারণ (ডিলিমিটেশন) প্রক্রিয়া ইত্যাদি নিয়েও। এরপর দশের পাতায়

DESUN HOSPITAL
বড় হসপিটালের নিজের নার্সিং স্কুলে পড়ার সুবিধা
90 5171 5171
Desun Nursing School & College
Kolkata | Siliguri

বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে তৃণমূলত্যাগী এনসিপিআই সাংসদরা। মঙ্গলবার নয়াদিল্লিতে।

...আসল ছবি বাকি

শুভেন্দুর মন্তব্যে নতুন জল্পনা রাজধানীতে

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ৪ অগাস্ট : ওম শান্তি ওমে শাহরুখ খানের সেই ডায়লগটা মনে আছে নিশ্চয়ই! পিকচার আভি বাকি হ্যায় মেরে দোস্ত...

মঙ্গলবারের দুপুরে নয়াদিল্লিতে এনসিপিআই সাংসদদের সঙ্গে বৈঠকের পর বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে খানিক সেই ঢংয়েই বলতে শোনা গেল, 'দেখতে থাকুন। এ তো কেবল শুরু, আসল ছবিটা তো এখনও বাকি রয়েছে!'

গত জুনে তৃণমূল কংগ্রেসের সংসদীয় দলে ভাঙনের সময় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদবের বাসভবনে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন শুভেন্দু। কিন্তু এরপর সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল ছেড়ে ২০ জন সাংসদের ন্যাশনালিস্ট সিটিজেন্স পার্টি অফ ইন্ডিয়া (এনসিপিআই)-তে যোগদান এবং দলটির আনুষ্ঠানিকভাবে এনডিএ-তে শামিল হওয়ার পর মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁদের সম্মিলিত বৈঠক আর হয়নি। মঙ্গলবার দিল্লির বঙ্গ ভবনে সেই দীর্ঘ প্রতীক্ষিত বৈঠকেই বসেন শুভেন্দু ও এনসিপিআই-র সাংসদরা। প্রায় দেড় ঘণ্টার বৈঠকে উন্নয়ন, প্রশাসনিক সমন্বয়, সাংগঠনিক পরিস্থিতি এবং রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ সবই উঠে আসে আলোচনায়।

- মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর সঙ্গে বৈঠকে এনসিপিআই-এর ১৯ সাংসদ
- বিজেপিতে যোগ দেওয়া রাজ্যসভার তিন সাংসদ প্রকাশ, সুস্মিতা, সুখেন্দুও বৈঠকে
- উন্নয়নমূলক কাজে সবরকম সহযোগিতার আশ্বাস শুভেন্দুর
- নীচুতলার বিজেপিতে এনসিপিআই সাংসদদের নিয়ে অসন্তোষও মেটাবেন মুখ্যমন্ত্রী

কয়েকদিন ধরেই এনসিপিআই-তে ভাঙনের জল্পনা তীব্র হয়েছিল। এদিন অবশ্য সেই জল্পনা উড়িয়ে ১৯ এনসিপিআই সাংসদই উপস্থিত ছিলেন শুভেন্দুর বৈঠকে। অভিনেতা সাংসদ দেব শুটিংয়ে ব্যস্ত থাকায় বৈঠকে যোগ দেননি। সম্প্রতি বিজেপিতে যোগ দেওয়া রাজ্যসভার তিন সাংসদ প্রকাশ চিকবড়াইক, সুস্মিতা দেব ও সুখেন্দুশেখর রায়ও শুভেন্দুর ডাকা বৈঠকে হাজির হয়েছিলেন। এদিন সাংসদদের সঙ্গে বঙ্গ ভবনের মধ্যাহ্নভোজে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব এবং বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে।

বৈঠক শেষে দলীয় ভাঙনের জল্পনা নিয়ে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'অনেকেই বলছেন, এনসিপিআই থেকে অনেকে চলে যাবে। আমার হিসাবে তো সবাই এসেছে। সবাই কবজি ডুবিয়ে খেয়েছে।' সংখ্যালঘু সাংসদদের দলত্যাগের জল্পনার প্রসঙ্গ টেনে তিনি আরও বলেন, 'যাঁদের নিয়ে সবচেয়ে এরপর দশের পাতায়

অকুপেন্সি সার্টিফিকেটের পরিকাঠামোয় প্রশ্ন

লোক কই ফ্ল্যাটে নজরদারির

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৪ অগাস্ট : শহরের বিধায়ক তথা মন্ত্রী শংকর ঘোষ শিলিগুড়িতে ফ্ল্যাট কিনলে অবশ্যই অকুপেন্সি সার্টিফিকেট নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। অথচ শিলিগুড়ি পুরনিগমে বাস্তবে শহরের বহুতলগুলির অকুপেন্সি সার্টিফিকেট দেওয়ার মতো পরিকাঠামো নেই। পুরনিগমের আধিকারিক, কর্মীদের একাংশের বক্তব্য, মুড়িমুড়কির মতো নির্মাণ হচ্ছে। নিয়ম মেনে সেগুলির প্রত্যেকটিতে নজরদারি করতে গেলে যে পরিকাঠামো থাকা প্রয়োজন তার সিকিভাগও এখানে নেই। ফলে অনেক দিকই নজরদারির বাইরে থেকে যাচ্ছে। সেই সুযোগে অনেকে বেআইনি নির্মাণ করছেন। এমনকি অকুপেন্সি সার্টিফিকেট নেওয়ার হারও গত চার বছরে কমে ৫ শতাংশে ঠেকেছে। শিলিগুড়ির বিধায়ক তথা পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ বিষয়টি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন। পুরনিগমের প্রশাসক আর বিমলার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বিষয়টি নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

শিলিগুড়িতে অবৈধ নির্মাণ জ্বলন্ত সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অত্যন্ত ভূমিকম্পপ্রবণ এই শহরে যথেচ্ছভাবে নিয়ম লঙ্ঘন করে বহুতল নির্মাণ হচ্ছে। বিল্ডিং রুল ২০০৭ অনুযায়ী, কোনও বহুতল নির্মাণের জন্য বিল্ডিং প্ল্যান পাশ করার আগে সেই জমির ভার বহনক্ষমতা ভালোভাবে খতিয়ে দেখতে হবে। বিল্ডিং প্ল্যান পাশ হয়ে নির্মাণকাজ শুরু হওয়ার পরে প্রথম ছাদ ঢালাই হলে বিষয়টি পুরনিগমকে জানানো নির্মাণকারীর দায়িত্ব। এরপর পুরনিগমের বাস্তুকাররা এসে বিল্ডিং প্ল্যান অনুযায়ী সেই নির্মাণকাজ হচ্ছে কি না, কাজের গুণমান কেমন-সেসব মাপজোখ করে খতিয়ে দেখবেন। তাঁদের ছাড়পত্র পাওয়ার পরেই পরবর্তী নির্মাণকাজ শুরু হবে। আবার শেষ ছাদ ঢালাইয়ের পরেও একইভাবে পুরনিগমে খবর দিতে হবে। সেখান থেকে বাস্তুকাররা এসে সেই নির্মাণকাজ খতিয়ে দেখবেন। তাঁরা সন্তুষ্ট হলে সেই বহুতলের কাজ সম্পূর্ণ করা যাবে। এরপর অকুপেন্সি সার্টিফিকেট বা কমপ্লিশন সার্টিফিকেটের জন্য পুরনিগমে আবেদন করতে হবে। সেখানকার বাস্তুকাররা এসে বিল্ডিং প্ল্যানের সঙ্গে নির্মাণকাজ মিলিয়ে দেখে সবুজ সংকেত দিলে ওই নির্মাণকারী কাজ শেষের শংসাপত্র পাবেন।

- ৫ শতাংশের বেশি নির্মাণকারী অকুপেন্সি সার্টিফিকেট নিচ্ছেন না
- পুরনিগমে এসব খতিয়ে দেখার জন্য ২০-২২ জন বাস্তুকার থাকা দরকার
- বাস্তবে সংশ্লিষ্ট বিভাগে মোট ৭ জন বাস্তুকার রয়েছেন

শিলিগুড়ি শহরের ৪৭টি ওয়ার্ডে যে হারে বহুতল এবং ফ্ল্যাট তৈরি হচ্ছে তাতে প্রতিটি ক্ষেত্রে নিয়ম মেনে সবকিছু করতে গেলে অন্তত ২০-২২ জন বিভিন্ন স্তরের বাস্তুকার থাকা প্রয়োজন। কিন্তু বাস্তবে রয়েছেন ক'জন? পুরনিগম সূত্রে জানা গিয়েছে, বিল্ডিং বিভাগে বিল্ডিং প্ল্যান পরীক্ষা করার জন্য তিনজন বাস্তুকার রয়েছেন। বেআইনি নির্মাণে নজরদারির জন্য চারজন বাস্তুকার রয়েছেন। এই চারজনকে আবার বিল্ডিং প্ল্যানের প্রস্তাব জমা পড়ার পরে এলাকায় গিয়ে জমি পরিমাপ থেকে শুরু করে অন্যান্য দিকও খতিয়ে দেখতে হয়। যে হারে বিল্ডিং প্ল্যান জমা পড়ছে এবং বেআইনি নির্মাণের অভিযোগ আসছে তাতে এই গুটিকয়েক বাস্তুকার দিয়ে কোনওদিকই সামাল দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

পুরনিগম সূত্রে খবর, প্রশাসক বোর্ড বসার পরে আদালতের নির্দেশে পাঁচটি এবং অভিযোগের ভিত্তিতে ৪১ এবং ৪৭ নম্বর ওয়ার্ডে তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয় ভাঙা হয়েছে। বেআইনি নির্মাণ ভাঙার জন্য আদালতের প্রচুর নির্দেশ এখনও পুরনিগমে পড়ে রয়েছে।

প্রাক্তন মেয়র মুন্সি নুরুল ইসলাম বলেছেন, 'শিলিগুড়ি শহরে যেভাবে বহুতল, ফ্ল্যাট তৈরি হচ্ছে সেগুলিতে কঠোরভাবে নজরদারি করা, প্ল্যান অনুযায়ী নির্মাণ হচ্ছে কি না সেটা দেখার জন্য যে সংখ্যায় বাস্তুকার থাকা প্রয়োজন, সেটা নেই। তার পরেও আমাদের সময় অকুপেন্সি সার্টিফিকেট না নিলে ফ্ল্যাটে পানীয় জলের সংযোগ না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। ফলে সেই সময় বিল্ডার্স এবং প্রোমোটাররা অকুপেন্সি সার্টিফিকেট নিতে বাধ্য হচ্ছিলেন।' তাঁর বক্তব্য, 'গত চার বছরে তো সেসব উঠে গিয়েছে। অকুপেন্সি সার্টিফিকেট নেওয়ার ক্ষেত্রে কোনও কড়াকড়ি না থাকায় নির্মাণকারীরাও সুযোগ বুঝে যা ইচ্ছা তাই করেছেন। এসব দ্রুত বন্ধ হওয়া উচিত।'

টোটোর দাপট রুখতে রুট-কৌশল ফিরছে

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ৪ অগাস্ট : বহু চেষ্টাই হয়েছে। তবুও টোটোর দৌরাত্ম্যে রাশ টানতে গিয়ে পুলিশ-প্রশাসনের রীতিমতো নাভিশ্বাস ওঠার জো। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের তরফে সম্প্রতি একাধিক বিধিনিষেধ জারি হলেও শহরের গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাগুলিতে টোটোর দাপাদাপি কমেনি। উলটে নিয়মিত যানজটের সমস্যা বাড়ছে। এই পরিস্থিতিতে তৃণমূল কংগ্রেস জমানায় মেয়র গৌতম দেবের চালু করা রুট ভাগ এবং কিউআর কোড ব্যবস্থা নতুন করে ফিরিয়ে আনার কথা পুলিশ-প্রশাসন ভাবছে।

ব্যর্থ হয়েছিল গৌতমের ভাবনা

মঙ্গলবার শিলিগুড়ি পুরনিগমের অধিবেশন কক্ষে দীর্ঘ বৈঠকে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়। বৈঠকে পুর প্রশাসক আর বিমলা, শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ট্রাফিক) কাজি সামসুদ্দিন আহমেদ এবং পরিবহণ দপ্তরের আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠক সূত্রে খবর, শহরের প্রধান চারটি রাস্তা বাদ দিয়ে টোটো চলাচলের জন্য ছ'টি পৃথক রুট তৈরি করা হবে। নির্দিষ্ট রুটের টোটো চিহ্নিত করতে পৃথক রঙের পাশাপাশি কিউআর কোড ব্যবহার করা হবে। ডিসিপি (ট্রাফিক) বলেন, 'পুরোনো সিস্টেম আরও আধুনিক করে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে। রুট বাড়ানো হচ্ছে। এক্ষেত্রে পৃথক ছ'টি রুটের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।'

শহরে টোটোর বেপরোয়া চলাচল নতুন নয়। এরপর দশের পাতায়

বৃষ্টিভেজা জঙ্গল, পাহাড়ি পথ ও কু-ঝিকঝিক... দার্জিলিংয়ের পথে ঐতিহ্যের টয়ট্রেন। মঙ্গলবার। ছবি : সূত্রধর

অন্যরা যা ভাবে না
আমরা তা
করে দেখাই
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

চুল কামিয়ে জুতোর মালা প্রবীণ তৃণমূলিকে

তৃণমূল কর্মীকে জুতোর মালা পরিয়ে বাজার ঘোরানো হচ্ছে। নয়ারহাটের চাটামপাড়ায়। মঙ্গলবার।

বুল নমদাস

নয়ারহাট, ৪ অগাস্ট : রাজনৈতিক প্রতিহিংসা যেন মধ্যযুগীয় বর্বরতাকেও হার মানাচ্ছে। ৫০ হাজার টাকা জরিমানা দিতে না পারায় তৃণমূল কংগ্রেসের এক প্রাক্তন বুথ সভাপতিকে গলায় জুতোর মালা পরিয়ে, মাথার অর্ধেক ন্যাড়া করে কোমরে দড়ি বেঁধে বাজার ঘোরানোর অভিযোগ উঠল বিজেপির কর্মী-সমর্থকদের বিরুদ্ধে। অভিযুক্তদের হাতে বিজেপির ঝান্ডাও ছিল।

মঙ্গলবার কোচবিহারের মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের নয়ারহাট এমনই ন্যক্কারজনক ঘটনার সাক্ষী থাকল। ষাটোর্ধ্ব তৃণমূল কর্মী অতুলচন্দ্র বিশ্বাসকে জুতোর মালা পরিয়ে নয়ারহাটের চাটামপাড়া বাজারে ঘোরানোর ঘটনায় রাজনৈতিক ও সামাজিক মহলে তীব্র নিন্দার ঝড় উঠেছে। এ বিষয়ে বিজেপির শীতলকুচির বিধায়ক সাবিত্রী বর্মনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'অভিযোগের বিষয়টি সরেজমিনে খতিয়ে দেখার জন্য সংশ্লিষ্ট মণ্ডল সভাপতিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।'

বিজেপির কর্মী-সমর্থকদের বিরুদ্ধে কিছুদিন আগে পার্শ্ববর্তী কেদারহাট বাজারে দিলীপ বর্মন নামে এক তৃণমূল কর্মীকে কোমরে দড়ি বেঁধে মারতে মারতে বাজার ঘোরানোর অভিযোগ উঠেছিল। ওই ঘটনার ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পর চারদিকে নিন্দার ঝড় ওঠে। বিষয়টি নিয়ে রাজ্য রাজনীতিতেও তোলপাড় হয়। কিন্তু সেই 'শিক্ষা' বিজেপির লোকজন যে আদৌ নেননি, নয়ারহাটের ঘটনা তা ফের দেখাল। রাজনৈতিক পরিচয় যাই হোক, ৬৪ বছরের এক প্রবীণকে জুতোর মালা পরিয়ে, মাথার অর্ধেক কামিয়ে, কোমরে দড়ি বেঁধে প্রকাশ্যে বাজার ঘোরানোর ঘটনায় তাঁর সামাজিক সম্মান ধুলোয় মিশেছে বলেই অনেকে মনে করছেন।

ঘটনার পর থেকেই অতুল বাড়িতে চুপচাপ রয়েছেন। প্রসঙ্গ উঠতেই ভারাক্রান্ত প্রৌঢ় বলেন, এরপর দশের পাতায়

সাতকোশিয়া নয়, সরিস্কা থেকে শিখুক বক্সা

বাঘ-পুনর্বাসন মানে নিছক একটা প্রাণীকে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় স্থানান্তর করা নয়। এটি আসলে একটি গোটা বাস্তুতন্ত্রকে, একটা মৃতপ্রায় জঙ্গলকে পুনরুজ্জীবিত করার এক নিরলস ও ধারাবাহিক লড়াই। প্রস্তুতির ভিতটাকে পাথরের মতো মজবুত করাটাই এখন সবচেয়ে বেশি জরুরি।

আলিপুরদুয়ার, ৪ অগাস্ট : জঙ্গল মানে শুধু সারি সারি গাছ আর নাম না জানা পাখির কলকাকলি নয়। জঙ্গলের একটা নিজস্ব স্পন্দন থাকে, একটা বন্য সুবাস থাকে। আর বক্সার জঙ্গলে সেই স্পন্দনটাই যেন গত কয়েক বছর ধরে বড্ড ফিকে। কারণ, যে বাঘের জন্য এ জঙ্গল সেই বাঘই এখন বিবাগী। সেই শূন্যতা ঘোচাতেই এবার সাজোসাজো রব বক্সায়।

আগামী ২ অক্টোবর এখানে বাঘ ছাড়ার দিনক্ষণ চূড়ান্ত হয়েছে। চারদিকে একটা উৎসবের মেজাজ, যেন কোনও বহু প্রতীক্ষিত মেগা বাজেটের সিনেমার প্রিমিয়ার শো হতে চলেছে। নির্দিষ্ট দিনে ফিতে কাটা হবে, খাঁচার দরজা খুলবে, আর পর্দায় হুংকার দিয়ে উঠবে ডোরাকাটা আভিজাত্য। কিন্তু বাস্তবের জঙ্গল কোনও রুপোলি পর্দা নয়। বক্সার এই তড়িঘড়ি প্রস্তুতি তাই উত্তরবঙ্গের পরিবেশপ্রেমী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের মনে উচ্ছ্বাসের পাশাপাশি এক গভীর আশঙ্কার জন্ম দিচ্ছে। কারণ, একটি পূর্ণবয়স্ক বাঘকে ট্রাঙ্কুইলাইজ করে এক জঙ্গল থেকে অন্য জঙ্গলে নিয়ে আসাটা প্রশাসনিকভাবে হয়তো খুব সহজ একটা কাজ। কিন্তু সেই বাঘটিকে সম্পূর্ণ এক অচেনা, নতুন পরিবেশে বছরের পর বছর বাঁচিয়ে রাখাটা তার চেয়ে কয়েক হাজার গুণ কঠিন। আর এই কঠিন বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়েই বক্সার সামনে আজ এক বিরাট প্রশ্নবোধক চিহ্ন ঝুলছে। বক্সা কি রাজস্থানের 'সরিস্কা' হয়ে এক নতুন রূপকথা লিখবে, নাকি ওড়িশার 'সাতকোশিয়া'র মতো এক চরম মর্মান্তিক ব্যর্থতার অন্ধকারে তলিয়ে যাবে?

প্রতীকী ছবি

বক্সায় বাঘ ছাড়ার আগে ভারতের বাঘ-পুনর্বাসনের এই দুটি অতীত ইতিহাসের পাতা উলটে দেখাটা খুব জরুরি। প্রথমটি ওড়িশার সাতকোশিয়া ব্যাঘ্র-প্রকল্প। সালটা ২০১৮। মধ্যপ্রদেশের কানহা থেকে আনা হয়েছিল এক পেল্লায় বাঘ, নাম তার 'মহাবীর'। আর বান্ধবগড় থেকে আনা হয়েছিল এক বাঘিনী, নাম 'সুন্দরী'। বিপুল অর্থব্যয়, প্রবল জাঁকজমক আর ঢাকঢোল পিটিয়ে তাদের সাতকোশিয়ায় ছাড়া হয়েছিল। কিন্তু ফল কী হল? প্রশাসনের সেই জাঁকজমক কয়েক মাসের মধ্যেই এক বিষাদসিন্ধুতে পরিণত হল। চোরাশিকারিদের পাতা ফাঁদে পা দিয়ে চরম যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে প্রাণ হারাল মহাবীর। এরপর দশের পাতায়

পরিচর্যার অভাবে ধুঁকছে ভেষজ উদ্যান

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ৪ অগাস্ট : কুলিক পক্ষীনিবাস সংলগ্ন এলাকায় রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ক্যাম্পাস গড়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকারের দেওয়া ১১ একর জমিতে সীমানা প্রাচীর দেওয়ার জন্য উচ্চশিক্ষা দপ্তরের কাছে ৫ কোটি টাকা চাওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, তখন পরিচর্যা ও দেখভালের অভাবে চরম দৈন্যদশায় পড়েছে রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্যবাহী এএএসএম ভেষজ উদ্যানটি। উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে সাড়ে তিন বিঘা জমিতে তৈরি এই উদ্যানটি কার্যত ভুতুড়ে বাড়ির চেহারা নিয়েছে। সন্ধ্যা নামলেই গোটা সহ চারপাশ অন্ধকারে ডুবে যায়। একাধিক বৈদ্যুতিক বাতি থাকলেও সেগুলি দীর্ঘদিন ধরে বিকল হয়ে পড়েছে। সেই সুযোগ নিয়ে মেতে উঠছে বহিরাগতরা। উদ্যানের গেটে তালাবন্ধ থাকলেও সীমানা প্রাচীরের ওপর থাকা তার কেটে দিয়ে ভেতরে ঢোকার বেআইনি রাস্তা তৈরি করেছে দুষ্কৃতীরা। গত ২১ ফেব্রুয়ারি ভাষা দিবসে উদ্যানটির ৪২তম প্রতিষ্ঠা দিবস ঘটা করে পালিত হয়। অনুষ্ঠান ও তর্কবিতর্ক হলেও উদ্যানের সমস্যা মেটে না।

এবিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অর্ণব সেনের প্রতিক্রিয়া, 'ভেষজ উদ্যানের সমস্যাগুলি খতিয়ে দেখে সমাধানের চেষ্টা করব।'

১৯৮৪ সালে রায়গঞ্জ ইউনিভার্সিটি কলেজের প্রয়াত অধ্যাপক অজিতকুমার দাস, অধ্যাপক অমিয়কুমার ভট্টাচার্য, অধ্যাপক শর্মিলা ভট্টাচার্য ও অধ্যাপক মায়াবী ঘোষের স্মৃতি উদ্দেশ্যে তাঁদের পরিবার ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার্থে এই উদ্যানটি গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয়। এই কাজে বিশেষ ভূমিকা নেন কলেজপ্রাক্তন প্রয়াত শিক্ষক সৌরেন নাগ। গৌড়বঙ্গের অন্য কোনও বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজে এত বড় ভেষজ উদ্যান নেই বলে দাবি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের।

শুরুতে এই উদ্যানে প্রায় ৬৫০ প্রজাতির গাছগাছালি থাকলেও সঠিক যত্নের অভাবে তা কমে এখন ৩৫০-এ এসে দাঁড়িয়েছে। উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের পঠনপাঠনের জন্য দেশের নানা প্রান্ত থেকে গাছ সংগ্রহ করা হয়েছিল। উদ্যানে রয়েছে সর্পগন্ধা, ভেলা, অয়াপান, নিশিন্দা, গুরমার, শুষুনি, কুচি, বাসক, সাদা লজ্জাবতী, বিশল্যকরণী, পাইন, খয়ের, ত্রিফলা, অর্জুন, বয়রা, আমলকী, হরীতকী, অর্কিড সহ বহু বিরল গাছ। এছাড়া লেবু, মারোয়া, বাবু, বন, জোয়ান,

রাম, রাধা ও কৃষ্ণ সহ ১০ প্রজাতির তুলসী গাছ রয়েছে।

কিন্তু কর্মীর চরম অভাবে উদ্যানটি রক্ষণাবেক্ষণ করা যাচ্ছে না। আগে চারজন কর্মী থাকলেও বর্তমানে মাত্র দুজন কাজ সামলাচ্ছেন। উদ্যানে ২৪ ঘণ্টার নিরাপত্তাকর্মী থাকলেও বাতি বিকল থাকায় রাতে নজরদারি ব্যাহত হচ্ছে। চারদিক জঙ্গলাকীর্ণ হওয়ায় শিয়ালের উপদ্রব বেড়েছে। ফলে ল্যাবরেটরিতে বসেই শেখার প্রবণতা পড়ুয়াদের, কমেছে উদ্যানমুখী প্রবণতা। বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া শম্পা ওরাওঁ, সাহনী পাহান, আরিজ আশতারারা জানান, তাঁরা নিয়মিত এসে গাছগাছালির নাম ও গুণাগুণ সম্পর্কে শিখতে আসেন। তবে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের গাছপালার প্রতি ঝোঁক কমেছে।

উদ্যান পরিচালন কমিটির সদস্য অধ্যাপক তন্ময় চৌধুরীর কথায়, 'তুলসীর চাষ কমে যাচ্ছে। এই চাষকে ফিরিয়ে আনতে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।'

এই ভেষজ উদ্যান নিয়ে ভূপালচন্দ্র বিদ্যাপীঠের সহকারী প্রধান শিক্ষক কাঞ্চিরাম রায়ের বক্তব্য, '১৯৯১-১৯৯৪ সালে পড়ার সময় তাঁরা নিয়মিত এই উদ্যানে প্র্যাকটিকাল ক্লাস করতেন। কিন্তু এখন আর উদ্যানের সেই সৌন্দর্য নেই।' এবিষয়ে রেজিস্ট্রার দুর্লভ সরকার বলছেন, 'কমপক্ষে চারজন সর্বক্ষণের কর্মী প্রয়োজন। একটা গ্রিন হাউস তৈরি করে বেশ কিছু মেডিসিনাল প্ল্যান্ট রাখা হয়েছে। বহিরাগতদের বিষয়ে খোঁজ নিয়ে দেখব।'

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PHED TENDER NOTICE

The Driller-in-charge, Northern Mechanical Sub-Division [D], P.H.E. Dte., Siliguri on behalf of the Governor of West Bengal invites e-Tender "WBPHED/DIC/NMSDD/NIeT- 01 OF 2026-2027" having Tender ID: 2026_PHED_1035848_1, for 1 no works. Document download and submission from 04.08.2026 11:00 A.M. to 17.08.2026, 02:00 P.M. For details visit on "https://wbtenders.gov.in" The tender is also visible at departmental website: www.wbphed.gov.in Sd/- Driller-in-charge, NMSD (D), P.H.E. Dte. ICA-T14226(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD e-QUOTATION NOTICE

Publication of e-NIQ No.: WBPWD/ EE/ JED/ NIQ 15e/Q of 2026-27, Tender Id No.: 2026_WBPWD_5017842_1, Name of work: Temporary arrangement of Tricolour Lighting for Independence Day Celebration at Circuit Bench of Calcutta High Court premises at Paharpur, Jalpaiguri. The last date for submission of tender on 11-Aug-2026 at 02:00 PM. All details can be seen from the website- https://tenders.wb.gov.in or https://www.wbpwd.gov.in or office of the undersigned during office hours. Sd/- K Deb. EE/JED/JALPAIGURI. ICA-T14298(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
ABRIDGED QUOTATION NOTICE

Executive Engineer, Uttar Dinajpur Division, PWD invites online e-NIQ for 1 (one) No. work. e-NIQ No. 12 of 2026-27. Tender ID : 2026_WBPWD_5017840_1. Bid submission start date (online) 07/08/2026 from 12:00 p.m. Bid submission closing date (online) 14/08/2026 at 12:00 p.m. Corrigendum if any, will be published in website only. Details of N.I.Q. and Quotation documents may be downloaded from : http://tenders.wb.gov.in Sd/- Executive Engineer, Uttar Dinajpur Division, PWD. ICA-T14295(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE

Executive Engineer, Uttar Dinajpur Highway Division, P.W.(Roads) Directorate invites Electronic Tender Notice No.- 04 of 2026-27 of Executive Engineer, Uttar Dinajpur Highway Division. Name of Work: 1. Road Safety Work & Traffic Calming Measure at Islampur New Bus Terminus, Chowrangee More and Ashrampara More of Islampur Main Town Road (Old NH31) under Uttar Dinajpur Highway Division in the District of Uttar Dinajpur Tender ID: 2026_WBPWD_5017844_1. Estimated Amount: Rs. 6,92,876.00 Bid Submission start date (online) on 07.08.2026 from 10.00 AM Closing date of Bid Submission on 14.08.2026 up to 4.00 PM. Corrigendum, if any, will be published in website only. Details may be seen from the following website- http://etender.wb.nic.in Sd/- Executive Engineer, Uttar Dinajpur Highway Division, P.W.(Roads) Directorate. ICA-T14296(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE

e-Tender are invited by the Executive Engineer, Neorakhola W/S & Mtc. Division, P.H.E. Dte, on behalf of the Governor of West Bengal vide- NIeT No. eT/01/EE/NKWSMD OF 2026-27 (SL. NO. 01 TO 36) and ID: 2026_PHED_1034617_1 to 2026_PHED_1034617_36 for OPERATIONS AND MAINTENCE WORKS OF DIFFERENT NEORAKHOLA WATER SUPPLY SCHEME UNDER NEORAKHOLA WATER SUPPLY & MAINTENANCE DIVISION, PHE DTE. Details will be available in the website wbtenders.gov.in The Last date for submission of tender is 10.08.2026 at 2:00 P.M. Sd/- For Executive engineer, Neorakhola W/S & Mtc. Division, P.H.E Dte. ICA-T14227(4)/2026

কাটিহার ডিভিশনের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: KIR/Engg./34 of 2026, তারিখ: 29-07-2026। নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। ... টেন্ডার বন্ধ হবে ২১-০৮-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ ঘণ্টায় এবং খুলবে ২১-০৮-২০২৬ তারিখে ১৫:৩০ ঘণ্টায়। ... http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম (ওয়ার্কস), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE FOR INVITING E-TENDER

E-tenders are invited from Interested Bonafide bidders / Govt. contractors for one time Canal Cleaning works within Siliguri Municipal Corporation belonging Tender IDs: 2026_MAD_5017467_1 & 2, Last date of submission: 24.08.2026 upto 17:00 hrs. Interested Bonafide bidders are requested to visit https://tenders.wb.gov.in Sd/- EE, Siliguri Division, M.E.Dte. ICA-T14223(3)/2026

কাটিহার মণ্ডলে কোচসমূহে জল ভর্তি করা

ই-টেন্ডার নোটিস নং: ৩০-ডব্লিউটি-এনজেপি-২৬ তারিখ: ৩০-০৭-২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য "ই-টেন্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। ... www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
জোন্ট ডিএমই/আইসি/কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

আলিপুরদুয়ার জংশনে সংস্কারের কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: ... www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম/ইলেক্ট (টিআরডি), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

RAIGANJ UNIVERSITY
P.O. Raiganj,
Dist. Uttar Dinajpur
West Bengal,
PIN-733134

MBA Admission (2026-27)
Two year full time programme, AICTE approved

Online applications are invited from the eligible candidates for MBA admission w.e.f. 05/08/2026. For details visit the University website- **www.raiganjuniversity.ac.in.**
Admission Advt. No : R-201/2026
Date: 03.08.2026
Sd/-
Registrar
Raiganj University

পূর্ব রেলওয়ে

সিনিয়র ডিইই(জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, ... নিম্নলিখিত কাজের জন্য অভিজ্ঞ ও আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন ... ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ টেন্ডার নং ঃ ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-৪৪৭, তারিখ ঃ ৩০.০৭.২০২৬। ... মূল্যমান ঃ ১,২৭,০১,০২৯.৪০ টাকা। বায়নামূল্য ২,৫৫,০০০ টাকা। ... কোনো অবস্থাতেই ম্যানুয়াল প্রস্তাব গ্রাহ্য হবে না। (MLD-146/2026-27)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway easternrailwayheadquarter

TENDER

eTender for N.I.T. No. 01/COB-II/VB G RAM G/2026-27 Dt. 31/07/2026. is invited by the undersigned. Last date of submission of tender bid is 14/08/2026 upto 2.00 PM respectively. The details of the NIT may be viewed & downloaded from the website of Govt. of West Bengal https://wbtenders.gov.in and viewed from office notice board of the undersigned during office hours.
Sd/-
PO & BDO
Cooch Behar-II Dev. Block
Pundibari, Cooch Behar

বিস্তৃত বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণের ঠিকা

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ... ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজের জন্য "ই-টেন্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। ... www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
জোন্ট ডিএমই/ডিজেল/এলএমজি/মালদা টাউন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৩২০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৩৯০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৩৬৮০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২২০৪০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২২০৫০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা
পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE

WB/PWD/EE/NBD/SS/NIT No. 11 of 2026-2027. EE, NBD, SS, P.W. Dte. invites e-Tender for the works of :- Comprehensive operation and maintenance service of ETP, STP, WTP and Firefighting System of the Superspeciality Block at NBMC&H, Sushrutanagar, Darjeeling for 2026-27. Tender ID:- 2026_WBPWD_5017858_1. Bid submission start date (online) 05.08.2026 12.00 PM. Bid submission closing date (online)22.08.2026 4:00 PM. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIT & tender documents may be downloaded from https://tenders.wb.gov.in Sd/- EE, NBD, SS, P.W. Dte., Siliguri, Govt. of WB. ICA-T14317(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING OPEN QUOTATION/TENDER

WBHD/AE/ESD-III/eNIQ-06/2026-27, Assistant Engineer, Electrical Sub Division No-III, H.D on behalf of the Governor of West Bengal, invites open Quotation for the work- 1) SITC of two nos Feeder Piller Box at Khadimpore RHE, Dakshin Dinajpur & Supply and fixing of two nos 15 L Geyser to Berhampore Electrical Section attached under Electrical Subdivision No-III, Housing Directorate. (Tender Id- 2026_HSD_1035951_1) Last date of submission of Quotation (online) is upto 12/08/2026 up to 12.00 PM for (NIQ - 06 of 2026-27), & will be open on 14/08/2026 at 12:00 PM ICA-T14290(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE

e-Tender are invited by the Superintendent of Police, Kalimpong for - 1) Supply of Stationary articles, Printing of Forms and Registers, Furniture, Computer, Electronic parts for the Financial Year 2026 27 and any Election/Bye Election held during this period. 2) Supply of Miscellaneous articles for the Financial Year 2026-27 and any Bye Election held during this period for the Financial Year 2026 27 and any Election/Bye Election held during this period. 3) Tender Reference No. 11 of 2026-2027. Tender ID No. 2026_WBP_1035414_1. 4) Tender Reference No. 12 of 2026-2027. Tender ID No. 2026_WBP_1035565_1. For more information log on to: www.wbtenders.gov.in Sd/- Superintendent of Police, Kalimpong ICA-T14267(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Notice Inviting e-Auction

A Notice Inviting e-Auction No. WBIW/CTU/RFP-135(e)/2026-27 dated 03/08/2026 is invited by the Superintending Engineer, Central Tender Unit, I & W. Dte. for the work: "De-siltation of Teesta River Reach II (CH. 16.60 KM D/S of Coronation Bridge to CH.18.80 KM D/S of Coronation Bridge for a length of 2.20 Km and from CH. 24.20 KM from D/S of Coronation Bridge to CH. 32.40 KM D/S of Coronation Bridge for a length of 8.20 Km) for a total length of 10.40 Km G.P- Changmari, Rajadanga, Chapadanga, Baropatia Natunbos under Block- Kranti, Rajganj, P.S-Mal, Bhorer Aalo, Dist- Jalpaiguri" by adopting "Revenue Sharing" method under "No Cost to State Formula" (3rd Call). All details of e-Auction may be obtained from the Website https://eauction.gov.in from 05/08/2026 at 10.00 Hours. Last date of online bid submission is 19/08/2026 up to 16:00 Hours. Sd/- Superintending Engineer, Central Tender Unit, I & W Dte. ICA-T14254(3)/2026

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
कर वसूली अधिकारी का कार्यालय, सिलीगुड़ी
OFFICE OF THE TAX RECOVERY OFFICER, SILIGURI
आयकर भवन, परिवाहन नगर, माटीगरा, सिलीगुड़ी-734010, पश्चिम बंगाल
AAYAKAR BHAWAN, PARIBAHAN NAGAR, MATIGARA, SILIGURI-734010, WEST BENGAL

ATTACHMENT OF IMMOVABLE PROPERTY BY GOVERNMENT OF INDIA, INCOME TAX DEPARTMENT

The proportionate share of Smt. Sony Jaiswal (PAN: ACGPJ8450R) in Flat No. A, 13th Floor, Block No. 4 of Lumina Complex, Uttorayon, Siliguri, District Darjeeling, West Bengal, PIN 734010 has been attached by the Tax Recovery Officer, Siliguri, Aayakar Bhawan, Matigara, Siliguri vide DIN: ITBA/COM/F/17/2026-27/1091667615(1) dated 31.07.2026. All concerned to Note.

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
N.B.D.D NOTICE INVITING e-TENDER

Notice Inviting e-Tender by the E.E./NBDD Vide NIeT No. 16 (Sl-01 to 15) of 2026-27 & NIeT No. 17 (Sl-01 to 15) of 2026-27 of the E.E, NBDD. Details of works will be seen in the above mentioned NIeT in the website:- **www.wbtenders.gov.in** & **www.wbnorthbengaldev.gov.in.**

Executive Engineer
North Bengal Development Department

NOTICE

This is for information of all that one JHARNA BARUA, daughter of Late Subhash Chandra Barua, resident of 199 6/91, Meghlal Roy Road, Haider para, Ward No. 39 (S.M.C.), P.O. Rabindra Sarani, P.S. Bhaktinagar, Dist. Jalpaiguri, Pin-734006 has become the absolute owner in possession of all that 2 Katha or 0.033 Acre of land in part of R.S. Plot No. 324, recorded in R.S. Khatian No. 471/2, in Sheet No. 12, within Mouza-DABGRAM, Pargana Baikunthapur, J.L. No. 2, under P.S. Bhaktinagar, Dist. Jalpaiguri, by virtue of a Deed of Gift executed by her father namely Subhash Chandra Barua (now deceased) being document No. I- 00597 for the year 2013 registered at the office of the District Sub-Registrar, Jalpaiguri dated 25.02.2013 and previously her said father Subhash Chandra Barua had acquired the absolute ownership over the said piece or parcel of land measuring 2 Katha or 0.033 Acre by virtue of purchase through a Deed of Conveyance being document No. I-08144 for the year 1968 dated 09.12.1968 registered at the office of the District Sub-Registrar, Jalpaiguri.
But in recent past said Jharna Barua has lost from her custody the said original Deed of Gift being No. I- 00597 for the year 2013 and the said chain deed being No. I-08144 for the year 1968 in respect of the said concerned land and thereafter said Jharna Barua has already lodged a missing diary at Bhaktinagar Police Station to that effect vide G.D.E. No. 1609 dated 30.07.2026. If anyone is having any claim/objection or found the said original title deed and the chain deed then please contact the undersigned within 7(Seven) days.
DEBDIP DUTTA, Advocate, Siliguri
Mob. Nos. 9832011365/9474085938

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলে বৈদ্যুতিক টিআরডি কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং: ... টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ২৪-০৮-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবে: ১৫.৩০ ঘণ্টায় ডিআরএম/ইলেক্ট (টিআরডি)/আলিপুরদুয়ার জংশন কার্যালয়ে। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেন্ডার প্র-পত্র www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
জোন্ট ডিইই/টিআরডি, ওপি এন্ড ডিএস,
আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

কাটিহার ডিভিশনে পার্কিং চুক্তি প্রদান

কাটিহার ডিভিশনে পার্কিং চুক্তির জন্য ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। **ক্যাটালগ নং: আরএইচএমপি-পার্কিং। বিবরণ:** দুই চাকা, তিন চাকা এবং চার চাকার গাড়ির জন্য পার্কিং লট। **একক দর:** বার্ষিক লাইসেন্স ফি; **নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (সকল লট):** ১৯-০৮-২০২৬ তারিখ ১০:০০ টায়; দিন: ১০৯৬।

ক্রম নং	লট নং/ক্যাটাগরি
এএ/১	পার্কিং-কেআইআর-কেআইআর-এমএক্স-১৭৯-২৬-১ (পার্কিং-মিশ্র)
এএ/২	পার্কিং-কেআইআর-এফবিজি-এমএক্স-১৭৮-২৬-১ (পার্কিং-মিশ্র)
এএ/৩	পার্কিং-কেআইআর-কেডব্লিউপিআর-এমএক্স-১৮০-২৬-১ (পার্কিং-মিশ্র)
এএ/৪	পার্কিং-কেআইআর-কেএজিজে-এমএক্স-১৮৪-২৬-১ (পার্কিং-মিশ্র)
এএ/৫	পার্কিং-কেআইআর-বিআইজিজে-এমএক্স-১৮৫-২৬-১ (পার্কিং-মিশ্র)
এএ/৬	পার্কিং-কেআইআর-পিএকেআই-এমএক্স-১৮৬-২৬-১ (পার্কিং-মিশ্র)
এএ/৭	পার্কিং-কেআইআর-আরএইচএমপি-এমএক্স-১৮৩-২৬-১ (পার্কিং-মিশ্র)

ই-নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময় : ১৯-০৮-২০২৬ তারিখ ১১:৩০ টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ পিরিয়ড ৩০ মিনিট। পরবর্তী লটগুলো বন্ধের সময়ের ব্যবধান ১০ মিনিট। **দ্রষ্টব্য :** আগ্রহী দরদাতাদের বিস্তারিত তথ্যের জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** -এ 'ই-নিলাম লিজিং মডিউল' দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
সিনিয়র ডিসিএম, কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

আইআরআইএমইই-জামালপুরের জন্য অবসরপ্রাপ্ত স্টেনোগ্রাফারদের পুনর্নিয়োগ

বিজ্ঞপ্তি নং.আইএমইই/১০.০২/রি-এনগেজমেন্ট অফ স্টেনো, তারিখ ০৩.০৮.২০২৬

ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ইনস্টিটিউট অফ মেকানিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং (আইআরআইএমইই)/জামালপুরে লেভেল-০৪-এর শূন্য পদের নিরিখে পুনর্নিয়োগের উদ্দেশ্যে পূর্ব রেলওয়ে জোনের যেকোনো স্থান থেকে অবসরপ্রাপ্ত আগ্রহী নন-গেজেটেড রেলওয়ে কর্মীদের (স্টেনোগ্রাফার) থেকে আবেদন আহ্বান করা হচ্ছে।
● বয়সসীমা ঃ ২৫.০৯.২০২৬ তারিখে অনূর্ধ্ব ৬৪ বছর।
বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত শর্তাবলী পূরণকারী আগ্রহী অবসরপ্রাপ্ত নন-গেজেটেড রেলওয়ে স্টাফেরা নির্দিষ্ট বয়ান (অ্যানেক্সার-১) অনুযায়ী আবেদন করতে পারেন। যথাযথভাবে পূরণ করা আবেদনপত্রটি প্রয়োজনীয় নথিপত্রসহ একটি খামে ভরে ১০.০৯.২০২৬ তারিখ বিকাল ৫টার মধ্যে আইআরআইএমইই/জামালপুর অফিসে সাধারণ ডাক/রেজিস্টার্ড ডাকের মাধ্যমে পাঠাতে হবে অথবা সরাসরি উক্ত অফিসে জমা করতে হবে। ... "অ্যাপ্লিকেশন ফর রি-এনগেজমেন্ট ইন আইআরআইএমইই/জামালপুর" কথাটি স্পষ্টভাবে লেখা থাকতে হবে। বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি এবং আবেদনের বয়ানের জন্য রেলওয়ের ওয়েবসাইট দেখুন ঃ (i) https://er.indianrailways.gov.in/view_section.jsp?lang=0&id=0,1,265,447,629,639 (ii) https://irimee.indianrailways.gov.in/view_section.jsp?lang=1&id=0,297,310
ওয়ার্কশপ পার্সোনেল অফিসার, পূর্ব রেলওয়ে, জামালপুর
পূর্ব রেলওয়ে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

---

অ্যাফিডেভিট

আমি Sana Akhtar পিতা প্রেম শংকর পাণ্ডে এবং স্বামী Naseem Akhtar দলসিং পাড়া নিবাসী, আমার কিছু শংসাপত্রে নাম ও পদবী ভিন্ন থাকায় গত 3-8-26 APD E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Sana Akhtar ও Suchitra Pandey এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হলাম। (U/D)

●

গত 3/8/26 তারিখে ইসলামপুর কোর্টে LD. E.M. দ্বারা অ্যাফিডেভিট বলে, আমি Shambhu Debnath এবং Sambhu Debnath একই ব্যক্তি রূপে পরিচিত হলাম। (C/113873)

●

আধার কার্ডে ভুলবশত আমার নাম মুদ্রিত আছে Lilufar Jaha, গত 29.07.26 তারিখে ইসলামপুর কোর্টের জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট-এর কাছে অ্যাফিডেভিট করে আমি আমার আসল নাম Nilufar Jahan নামে পরিচিত হলাম। উল্লেখ্য, Lilufar Jaha এবং Nilufar Jahan একজনেরই নাম। (S/N)

●

I, Mamoni Ghatowal, D/o Jiban Ghatowal, W/o Pabitra Barman, Aadhar no- 5673 8719 7331, resi- Bara Maniram, P.O/P.S- Naxalbari, Dist- Darjeeling, Pin- 734429 Declares that Mamoni Ghatowal And Mamani Ghatowal Barman is single and one identical person, Affidavit No. 25AC 052897, dated 1st August 2026 before the Notary Public at Siliguri. (C/122947)

●

I, Ganesh Karmakar, Son of Nimai Karmakar, Vill- Parakaram, P.O.-Samsi, P.S.- Ratua, District-Malda, do hereby declare that,vide an affidavit sworn before the 1st Class JM. Court at Malda on 01/06/26, that Ganesh Karmakar and Ganesh Lohar are one and the same person, Minu Karmakar and Minu Kumari are one and the same person, Krishna Karmakar and Shri Krishna Chaitanya are one and the same person. (C/123226)

●

আমি, Pushinibala Roy, স্বামী ঃ প্রয়াত অনিল চন্দ্র রায়, গ্রাম+পোস্ট : খগেনহাট, থানা: ফালাকাটা, জেলা: আলিপুরদুয়ার, (WB)। আলিপুরদুয়ার এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের অ্যাফিডেভিট (dt. 18/06/2026) বলে আমি ঘোষণা করছি যে, আমার Postal Life Insurance Policy No : R-WB-EA 660335-এ আমার নাম ভুলবশত Puspa Rani Roy রয়েছে। কিন্তু আমার বর্তমান ভোটার কার্ডে (নম্বর : RIY 1573518) নাম রয়েছে Pushinibala Roy। উক্ত অ্যাফিডেভিট বলে Puspa Rani Roy এবং Pushinibala Roy একই ও অভিন্ন ব্যক্তি। ভবিষ্যতে আমি সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি নথিপত্রে Pushinibala Roy নামেই পরিচিত হব। (C/123220)

অ্যাফিডেভিট

আমি Rabi Roy আধার কার্ডে আমার কন্যার (Pramita Roy) নাম ভুল থাকায় গত ইং 14/7/26 তারিখে জলপাইগুড়ি E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Pamita Roy ও Pramita Roy উভয়ই এক ও একই ব্যক্তি বলে পরিচিত হইল। চরচরাবাড়ি, ভাণ্ডানী, ধূপগুড়ি। (A/B)

●

আমি Mahamuda Bibi, W/o Chaitu Sekh, গ্রাম-দুলালগঞ্জ, পোঃ জোত গোপাল কাগমারী, থানা-মোথাবাড়ি, মালদা। আমার মেয়ের জন্ম প্রমাণপত্রে (যার রেজি নং 6609, Dt. 06/11/2000) মেয়ের নাম ও আমার স্বামীর নাম ভুল থাকায় গত 26/02/26 তারিখে মালদা E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে মেয়ের নাম Moushumi Khatun থেকে Mousumi Khatun ও স্বামীর নাম Samsuddin Sk থেকে Chaitu Sekh করা হইল। (C/123221)

●

আমি Gopal Biswas পিতা Late Benimadhab Biswas ঠিকানা Vill : কুঠিরাপাড়া, P.O. জুরাপানি, P.S. ধূপগুড়ি Dt : জলপাইগুড়ি, পঃ বঃ ৭৩৫২১০ 1st জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট পঃ বঃ জলপাইগুড়ি এর Affidavit দ্বারা Gopal Chandra Biswas নামে পরিচিত হলাম Affidavit No. 24661 Dt : 03.08.2026 Gopal Biswas ও Gopal Chandra Biswas একই ব্যক্তি। (C/122494)

●

আমি Naseem Akhtar পিতা Late Md. Wasi Akhtar দলসিং পাড়া নিবাসী, আমার কিছু শংসাপত্রে নাম ভিন্ন থাকায় গত 3-8-26 APD E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Naseem Akhtar ও Md. Naseem Akhtar এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হলাম। (U/D)

পুনরায় যুগ্ম জ্যোতিষ বিচারে আসছেন
জলপাইগুড়িতে

৮ ৯ অগাস্ট
শনিবার ও রবিবার
হোটেল জেলা প্রীতম

অরিত্র ভট্টাচার্য্য
শ্রীমতী শাশ্বতী শাস্ত্রী
8910507467 / 9830667887

সংশোধনী নং.- ০১
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ KIR/ENGG./33 OF 2026
তারিখঃ 14-07-2026-এর বাতিলকরণ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ KIR/ENGG./33 OF 2026, তারিখঃ 14-07-2026 (টেন্ডার নং. ১) কাজের নাম - কাটিহার ডিভিশনেঃ জিপিএস ভিত্তিক ট্র্যাকিং ডিভাইসের জন্য সিম এবং সার্ভার/ট্র্যাকিং চার্জের নবীকরণের জন্য এএমসি (তিন বছরের জন্য) প্রশাসনিক কারণে বাতিল করা হচ্ছে।
ডিআরএম (ওয়ার্কস), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

আজ টিভিতে

খনার কাহিনী সন্ধে ৭.৩০ আকাশ আট

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ৯.৩০ ফুল আর পাথর, দুপুর ১.০০ পাগলু, বিকেল ৪.১৫ অশরীরী, সন্ধে ৬.৪৫ ভিলেন, রাত ৯.৩০ জামাইবাবু জিন্দাবাদ
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ দাদাঠাকুর, দুপুর ১.৩০ স্নেহের প্রতিদান, বিকেল ৫.০০ হীরক জয়ন্তী, রাত ৮.০০ পরিবার, ১১.৩০ চ্যালেঞ্জ-টু
জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ সৎ মা, দুপুর ১২.০০ একাই একশো, ২.৩০ স্বপ্ন, বিকেল ৫.০০ প্রতিশোধ, রাত ৮.০০ বউরানি, ১১.০০ মিলন তিথি
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ হইচই
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ ত্রিশূল
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ অবুঝ মন
সোনি ম্যাক্স ওয়ান : দুপুর ২.০০ হে বেবি, বিকেল ৪.৫৬ প্লেয়ার এক খিলাড়ি, সন্ধে ৭.৫৫ গোলিমার, রাত ১০.৩৬ অফিসার অন ডিউটি
সোনি ম্যাক্স টু : বেলা ১১.০৫ রাজ, দুপুর ১.৫৯ দুশমন, সন্ধে ৭.৫৫ শোলা অওর শবনম, রাত ১১.০০ ইলজাম

শোলা অওর শবনম সন্ধে ৭.৫৫ সোনি ম্যাক্স টু

হীরক জয়ন্তী বিকেল ৫.০০ কালার্স বাংলা সিনেমা

চিংড়ি আর ভেটকির অনন্য মেলবন্ধন। বিশেষ রেসিপি প্রন স্টাফড ভেটকি কাবাব। আজকের রান্না দুপুর ১.৩৫ ডিডি বাংলা

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : যে কোনও কাজ ধৈর্য ধরে চেষ্টা করুন, নইলে শ্রম বিফলে যেতে পারে। ব্যবসায় অভাবনীয় সাফল্য অপেক্ষা করছে। বৃষ : নিজের অসাবধানতার কারণে বহুমূল্য কোনও জিনিস হারিয়ে যেতে পারে। সংসারের প্রতি দায়িত্ব, কর্তব্যে সকলের মন জয় করতে পারবেন। মিথুন : অংশীদারি ব্যবসায় টাকাপয়সা নিয়ে একটু সমস্যা হতে পারে। নতুন জমি কেনার স্বপ্ন আজ সফল হবে। কর্কট : রাজনীতির ব্যক্তিরা নিজের দলে বড় পদ পেতে চলেছেন। বিদ্যুৎ, আগুন ব্যবহারে একটু সতর্ক থাকুন। প্রেমের সমস্যা কেটে যাবে। সিংহ : শত্রু মোকাবিলায় আইনি পথেই সমাধান হতে পারে। কোনও লোভনীয় প্রস্তাবে আজ পা দেবেন না। চোখের সমস্যায় ভোগান্তি। কন্যা : বাড়ি কেনার স্বপ্ন সফল হতে চলেছে। কম্পিউটারের কাজের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের শুভ সময়। উচ্চশিক্ষায় সাফল্য মিলবে। তুলা : বন্ধু মহলে কথাবার্তা খুব মেপে বলুন। প্রিয় বন্ধুর সহায়তায় ব্যবসায় মন্দা কাটবে। ধর্মচর্চায় শান্তি পাবেন। বৃশ্চিক : স্ত্রীর বুদ্ধিতে বড় সমস্যা থেকে মুক্তি পাবেন। বাবার স্বাস্থ্য নিয়ে একটু চিন্তা থাকবে। হিংস্র জন্তু থেকে সাবধান। ধনু : পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে চলা মামলার নিষ্পত্তি আজ হয়ে যাবে। সর্দি-জ্বরে ভোগান্তি বাড়বে। মকর : পরিবারের কোনও সদস্যের চিকিৎসার কারণে খরচ বাড়বে। অপ্রত্যাশিত কোনও খবর পেয়ে খুশি হবেন। কুম্ভ : অপ্রিয় সত্যি কথা বলে পরিবারের বিরাগভাজন হবেন। ব্যক্তিগত কারণে কর্মক্ষেত্র বদলের সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে। মীন : ভোগবিলাসে অর্থব্যয় বাড়বে। বাইরের খাবারদাবার থেকে সতর্ক থাকুন। প্রতিবেশীদের সঙ্গে বিবাদ-বিতর্ক এড়িয়ে চলুন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১৯ শ্রাবণ ১৪৩৩, ভাঃ ১৪ শ্রাবণ, ৫ অগাস্ট ২০২৬ , ১৯ শাওন, সংবৎ ৭ শ্রাবণ বদি, ২১ শফর। সূঃ উঃ ৫।১২, অঃ ৬।১৫। বুধবার, সপ্তমী অপরাহ্ণ ৫।৪২। অশ্বিনীনক্ষত্র রাত্রি ৭।২৮। শূলযোগ অপরাহ্ণ ৪।৪৪। বিষ্টিকরণ দিবা ৬।৩১ গতে ববকরণ অপরাহ্ণ ৫।৪২ গতে বালবকরণ শেষরাত্রি ৪।৪৩ গতে কৌলবকরণ। জন্মে- মেষরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী শুক্রের ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা, রাত্রি ৭।২৮ গতে নরগণ বিংশোত্তরী শুক্রের দশা। মৃতে- একপাদদোষ, অপরাহ্ণ ৫।৪২ গতে দোষ নাই। যোগিনী- বায়ুকোণে, অপরাহ্ণ ৫।৪২ গতে ঈশানে। কালবেলাদি ৮।২৮ গতে ১০।৬ মধ্যে ও ১১।৪৪ গতে ১।২১ মধ্যে। কালরাত্রি ২।২৮ গতে ৩।৫০ মধ্যে। যাত্রা-নাই, প্রাতঃ ৫।১৯ গতে যাত্রা শুভ উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ, দিবা ২।৬ গতে বায়ুকোণে নৈর্ঋতেও নিষেধ, অপরাহ্ণ ৫।৪২ গতে পুনঃ যাত্রা শুভ মাত্র উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ। শুভকর্ম-প্রাতঃ ৫।১৯ গতে অপরাহ্ণ ৪।৪৪ মধ্যে গাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন নামকরণ নববস্ত্রপরিধান দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য বিপণ্যারম্ভ পুণ্যাহ শান্তিস্বস্ত্যয়ন হলপ্রবাহ বীজবপন বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যস্থাপন ধান্যবৃদ্ধিদান কারখানারম্ভ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- সপ্তমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।০ মধ্যে ও ৯।৩২ গতে ১১।১৪ মধ্যে ও ৩।২৮ গতে ৫।১০ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।৪৬ গতে ৯।১ মধ্যে ও ১।৩২ গতে ৫।১৩ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ১।৪৬ গতে ৩।২৮ মধ্যে এবং রাত্রি ৯।১ গতে ১০।৩১ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

চা বাগানে ন্যূনতম মজুরির আশ্বাস মন্ত্রীর

স্টেট গেস্ট হাউসে মন্ত্রীর বৈঠক। মঙ্গলবার।

নথিহীন পুলকার বন্ধে জোর

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৪ অগাস্ট : নথিপত্রহীন স্কুলবাস বা পুলকার নিয়ে কড়া বার্তা পরিবহণমন্ত্রী অর্জুন সিংয়ের। মঙ্গলবার শিলিগুড়িতে পরিবহণ দপ্তরের উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলার আধিকারিকদের (আরটিও) নিয়ে বৈঠক করেন অর্জুন। সূত্রের খবর, বৈঠকে পুলকারের নথিপত্র নিয়ে কড়া হওয়ার পাশাপাশি জরিমানা থেকে রাজস্ব আদায় বাড়ানোর নির্দেশ দিয়েছেন মন্ত্রী। অর্থাৎ পরিবহণ দপ্তরকে রাস্তায় নেমে আরও বেশি মাত্রায় বেআইনি যানবাহন চলাচলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার পাশাপাশি জরিমানা আদায়ের পরিমাণ বাড়াতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

পুলকার নিয়ে শিলিগুড়ি সহ উত্তরবঙ্গের প্রায় প্রতিটি জেলায় একাধিক অভিযোগ রয়েছে। অতীতে একাধিক দুর্ঘটনার পরে পুলকারের নথিপত্র সঠিক না থাকা, অপ্রশিক্ষিত চালক দিয়ে গাড়ি চালানো, অনিয়ন্ত্রিতভাবে রাস্তায় চলাচল, এমনকি একটা পুলকারে যে পরিষেবাগুলি থাকার কথা সেগুলিও না থাকার অভিযোগ উঠেছে। দিনকয়েক আগেই শিলিগুড়িতে পুলকারের ধাক্কায় এক মহিলা গুরুতর জখম হয়েছেন।

এদিনের বৈঠক শেষে মন্ত্রী বলেন, 'স্কুলবাসগুলিতে বাচ্চা ছেলেমেয়েরা যাতায়াত করে। কিন্তু অধিকাংশ পুলকারের বৈধ নথি নেই। তাছাড়া অনেক স্কুলবাস ১৫ বছরের বেশি পুরোনো হয়ে গিয়েছে। এমন প্রচুর অভিযোগ আমাদের কাছে আসছে।' পড়ুয়াদের এভাবে ঝুঁকিপূর্ণ যাতায়াত মেনে নেওয়া যায় না বলেও মন্তব্য করেন মন্ত্রী। তাঁর কথায়, 'পরিবহণ দপ্তর এবং জেলা প্রশাসনের আধিকারিকদের বলা হয়েছে, স্কুলগুলিকে চিঠি দিয়ে ১৫ বছরের পুরোনো স্কুলবাস, পুলকার সহ ফিটনেস, পারমিট, বিমা সহ অন্য নথিপত্রহীন গাড়ি চালানো বন্ধ করতে বলতে হবে।'

অন্যদিকে, গত ৪৯ বছরে রাজ্যজুড়ে আরটিও-তে দালালচক্র তৈরি হয়েছে বলেও এদিন মন্তব্য করেন পরিবহণমন্ত্রী। তাঁর কথায়, 'এখন গাড়ির ফিটনেসে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। কোনও অসাধু শক্তির মাধ্যমে কাগজে-কলমে একটি গাড়ির ফিটনেস, রেজিস্ট্রেশন পুনর্নবীকরণ হয়ে যাচ্ছে, অথচ গাড়িটিতে সমস্যাও থাকছে। অর্থাৎ বাস্তবে সেই গাড়ি রাস্তায় চলাচলের যোগ্য নয়।' অর্জুন জানিয়েছেন, প্রতিটি গাড়ির ফিটনেসে বেশি নজরদারির জন্য বলা হয়েছে। জেলায় একটা করে ফিটনেস সেন্টার তৈরি করার আশ্বাসও দিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি বিভিন্ন গাড়িতে জরিমানা আদায় করে গত জুলাই মাসে রাজস্ব আদায় বেড়েছে প্রায় ১০ শতাংশ। গত তিন মাসে একটা গাড়িকেই ৩৬ বার জরিমানা করা হয়েছে এমন নজিরও রয়েছে বলে এদিন মন্ত্রী জানিয়েছেন।

লিজ বাতিলের হুঁশিয়ারি অর্জুনের

শিলিগুড়ি ও নাগরাকাটা, ৪ অগাস্ট : শ্রমিকদের প্রাপ্য বকেয়া না মেটালে চা বাগানের লিজ পুনর্নবীকরণ করা হবে না। মঙ্গলবার শিলিগুড়িতে রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং এমনই হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। মন্ত্রী বলেছেন, 'শীঘ্রই চা শিল্পে লেবার কোড চালু হবে। এই ব্যবস্থা চালু হলে শ্রমিকরা উপকৃত হবেন।' লেবার কোড চালু হওয়ার পরে শ্রমিকরা ন্যূনতম মজুরিও পাবেন বলে আশ্বস্ত করেছেন মন্ত্রী। এদিকে, লংভিউ চা বাগানের মালিকের নাম না নিয়ে মন্ত্রী এদিন বলেছেন, 'পিএফ, গ্রাচুইটি সময়মতো না দেওয়ায় একজন ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার হয়েছেন। আরও অনেকেই হবেন। চা বাগান শ্রমিকদের ঠকানোর মানসিকতা বরদাস্ত করা হবে না।'

মঙ্গলবার শিলিগুড়ির স্টেট গেস্টহাউসে উত্তরবঙ্গের চা বাগান ইস্যুতে বৈঠক করেন শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং। বৈঠকে দপ্তরের সচিব রচনা ভগত ছাড়াও শ্রম কমিশনার সহ বিভিন্ন জেলার শ্রম আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে মূলত বন্ধ চা বাগানগুলির পরিস্থিতি, সামগ্রিকভাবে পাহাড় ও সমতলের চা শিল্পের অবস্থা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। একাধিক চা বাগান বন্ধ থাকা, বহু বাগানে শ্রমিকদের প্রভিডেন্ট ফান্ড (পিএফ), গ্র্যাচুইটি সহ অন্য সুযোগসুবিধা দেওয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ পেয়েছেন মন্ত্রী। বৈঠক শেষে মন্ত্রীর বক্তব্য, 'এরকম সমস্যায় থাকা ৩৪টি চা বাগানকে চিহ্নিত করা হয়েছে। বন্ধ চা বাগানগুলিতে ঘুঘুর বাসা তৈরি হয়েছে। এই অনৈতিক কাজে দপ্তরের লোকজনও জড়িত কি না তা দেখা হচ্ছে।'

■ উত্তরবঙ্গের চা বাগান ইস্যুতে বৈঠক করেন শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং

■ বৈঠকে মূলত বন্ধ চা বাগানগুলির পরিস্থিতি, সামগ্রিকভাবে পাহাড় ও সমতলের চা শিল্পের অবস্থা নিয়ে আলোচনা হয়েছে

■ সমস্যায় থাকা ৩৪টি চা বাগানকে চিহ্নিত করা হয়েছে

> পিএফ, গ্র্যাচুইটি সময়মতো না দেওয়ায় একজন গ্রেপ্তার হয়েছেন। আরও অনেকেই হবেন। চা বাগান শ্রমিকদের ঠকানোর মানসিকতা বরদাস্ত করা হবে না।
>
> অর্জুন সিং, শ্রমমন্ত্রী

টি ট্যুরিজম প্রকল্পকে ঘুরিয়ে 'চা বাগানের জমি বিক্রির ধান্দা' বলে কটাক্ষ করেছেন মন্ত্রী। তাঁর কথায়, 'আগে সরকারি দলের ইউনিয়নই বাগান কীভাবে চলবে, বন্ধ চা বাগানে ফাওলই চালু হবে কি না, সেসব ঠিক করে দিত। ৩৪ বছরের বামফ্রন্ট এবং ১৫ বছরের তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার চা শিল্পের দিকে নজর না দেওয়ায় এই শিল্পের প্রচুর ক্ষতি হয়েছে।'

এখন শ্রম দপ্তরের কাজে স্বচ্ছতা আনতে দপ্তরের আধিকারিক ও কর্মীদের অনেক জায়গায় বদলিও করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি। মন্ত্রী এদিন জানিয়েছেন, শ্রমিকদের পিএফ, গ্র্যাচুইটি, ইএসআই, মজুরি বকেয়া রাখলে বাগানগুলির লিজ পুনর্নবীকরণ করা হবে না। তবে, কিছু বাগান মালিক ন্যাশনাল কোম্পানি ল' ট্রাইবিউনালে (এনসিএলটি) মামলা করে বসে থাকায় সমস্যা হচ্ছে।

তাঁর বক্তব্য, 'সেখানে শ্রমিকদের উপস্থিত না করিয়ে মালিকপক্ষ নিজেদের আত্মীয়স্বজনকে দাঁড় করাচ্ছে। এভাবেই উত্তরবঙ্গের বহু চা বাগানে কোথাও হোটেল, কোথাও রেস্তোরাঁ তৈরির নামে জমি বিক্রির ছক কষা হয়েছিল। আমাদের সরকার এসে টি ট্যুরিজম প্রকল্পে চা বাগানের জমির বরাদ্দ ৩০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১৫ শতাংশ করেছে। তবে, চা বাগানে এই প্রকল্পের জন্য জমি দেওয়ার আগে ভালোভাবে সমীক্ষা করতে বলা হয়েছে।' এনিয়ে কনসালটেটিভ কমিটি অফ প্ল্যান্টেশন অ্যাসোসিয়েশনের (সিসিপিএ) মহাসচিব অরিজিৎ রাহা বলেছেন, 'সরকার যা ভালো বুঝবে সেইমতো ব্যবস্থা নেবে। ভালোই হবে।'

অন্যদিকে চা শ্রমিকদের যৌথ মঞ্চ জয়েন্ট ফোরামের শীর্ষ নেতা জিয়াউল আলমের কটাক্ষ, 'ভালো কথা শুনতে ভালোই লাগে। তবে বাস্তব এটাই, চা শ্রমিক ও চা সমাজের সার্বিক দুর্দশা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। বিজেপিকে যে প্রত্যাশায় শ্রমিকরা ঢেলে ভোট দিয়েছিলেন, তার সিকিভাগেও ওরা পৌঁছাতে পারেনি। আশা করি, সরকার তার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করবে।'

ইসলামপুরে ১২৫ দিনের কাজ শুরু

ইসলামপুর, ৪ অগাস্ট : মঙ্গলবার থেকে ইসলামপুর ব্লকে শুরু হল ১২৫ দিনের কাজের প্রকল্প। ব্লকের কমলাগাঁও সুজালি অঞ্চলের কালুঘাট বুথে এদিন প্রকল্পের সূচনা করেন স্থানীয় বিডিও পিনাকী দেবনাথ। এদিনের সূচনা অনুষ্ঠানে বিডিও ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের দায়িত্বপ্রাপ্ত লতিফুল রহমান সহ অন্যরা।

বিডিও বলেছেন, 'আগে যে কর্মসূচি ১০০ দিনের কাজ নামে পরিচালিত হত। বর্তমানে সেই প্রখল্পই ভিবি-জি রাম জি প্রকল্প নামে বাস্তবায়িত হচ্ছে। কর্মদিবস বাড়িয়ে ১০০ দিনের পরিবর্তে ১২৫ দিন করা হয়েছে।

তিনি জানান, শ্রমিকদের মজুরি পেতে এখন আর এক মাস অপেক্ষা করতে হবে না। কাজের ছয়দিনের মধ্যেই তাঁদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে মজুরি পৌঁছে যাবে। প্রতিদিনের মজুরি ৩০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। ফের কাজ পেয়ে খুশি এলাকার বাসিন্দারা।

জঞ্জালে ক্ষোভ

ইসলামপুর, ৪ অগাস্ট : ইসলামপুর পুরসভা অফিসের পিছনে মূল রাস্তায় নিয়মিত আবর্জনা সাফাই হয় না বলে অভিযোগ। এলাকার বাসিন্দারা ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। পুর মার্কেটের সামনে দিনের পর দিন আবর্জনা পড়ে থাকছে বলে অভিযোগ উঠছে।

এমনকি এলাকাটি কার্যত শৌচাগারে পরিণত হয়েছে। ফলে তীব্র দুর্গন্ধে পথ চলা দায়। ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা বলছেন, জানি না, এই যন্ত্রণা কবে মিটবে। এই প্রসঙ্গে পুর চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগরওয়াল বলেছেন, 'বিষয়টি খতিয়ে দেখে উপযুক্ত পদক্ষেপ করব।'

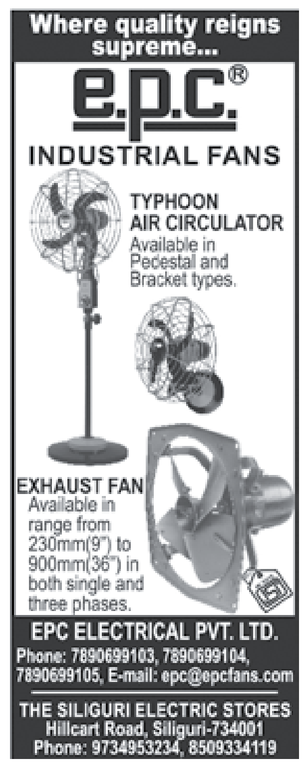

তোলাবাজদের বহিষ্কার দাবি শ্রমমন্ত্রীর

শিলিগুড়ি, ৪ অগাস্ট : তোলাবাজি, সিন্ডিকেটরাজে যুক্তদের অবিলম্বে দল থেকে বহিষ্কারের পক্ষে সওয়াল করলেন শ্রম ও পরিবহণমন্ত্রী অর্জুন সিং। তিনি মঙ্গলবার শিলিগুড়িতে বলেছেন, 'কেউ যদি তোলাবাজি করেন, সিন্ডিকেটরাজে যুক্ত থাকেন তাহলে দল একটা নির্দিষ্ট নীতি গ্রহণ করে এঁদের অবিলম্বে বহিষ্কার করুক। কেননা এঁরা দলের ক্ষতি করছেন।' কঠোরভাবে এর উপর নজরদারি করতে হবে বলেও অর্জুন মন্তব্য করেছেন।

রাজ্যে ক্ষমতায় আসতেই বিজেপির একাংশ যেভাবে তোলাবাজি, সিন্ডিকেটরাজে যুক্ত হয়ে গিয়েছে, তা নিয়ে দলের রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য সরব হয়েছেন। পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালও তোলাবাজিতে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার পক্ষে সওয়াল করেছেন। কোনও নেতা-মন্ত্রীর নাম করে কেউ টাকা চাইলে মুখ্যমন্ত্রীর দেওয়া হেল্পলাইন নম্বরে ফোন করে অভিযোগ জানানোর পরামর্শও দিয়েছেন অগ্নিমিত্রা।

মঙ্গলবার দার্জিলিং থেকে শিলিগুড়ি আসার পথে মকাইবাড়ি চা বাগানের কারখানা ঘুরে দেখেন অর্জুন সিং। সেখান থেকে তিনি পানিঘাটার একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যান। রোগী পরিষেবা খতিয়ে দেখেন। শিলিগুড়িতে এসে শ্রমিক ভবনের জমিতে গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ)-এর তৈরি নতুন ভবন ঘুরে দেখেন মন্ত্রী। পাহাড়ের বহু মানুষ বাইরে কাজ করেন। তাঁরা বাড়ি ফেরা অথবা বাড়ি থেকে কর্মক্ষেত্রে যাওয়ার সময় একরাত যাতে শিলিগুড়িতে থাকতে পারেন, সেজন্য ভবনটি তৈরি হয়েছে। দ্রুত সেটি চালুর আশ্বাস দিয়েছেন মন্ত্রী।

গাঁজা বাজেয়াপ্ত, ধৃত ২

শিলিগুড়ি, ৪ অগাস্ট : গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে বড়সড়ো সাফল্য পেল জিআরপি। সোমবার রাত ৯টা নাগাদ ডাউন রানি কমলাপতি এক্সপ্রেসে অভিযান চালিয়ে প্রায় ১৫ কেজি গাঁজা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এই ঘটনায় দুই পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। উদ্ধার হওয়া গাঁজা কোথায় পাচার করা হচ্ছিল এবং এর সঙ্গে কোনও বড় চক্র জড়িত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে জিআরপি।

কারখানা খুলতেই চায়ের দামে ধাক্কা

মনজুর আলম

চোপড়া, ৪ অগাস্ট : সপ্তাহখানেক বন্ধ থাকার পর সোমবার বটলিফ কারখানা খুলতেই কাঁচা চা পাতার দামে চোপড়া ব্লকের ক্ষুদ্র চা চাষিরা বড় ধাক্কা খেয়েছেন। এক সপ্তাহ আগেও যেখানে কেজিপ্রতি ২৫ থেকে ২৭ টাকা পর্যন্ত দাম মিলেছে, সেখানে কোথাও ১৬ টাকা, কোথাও তারও কম দামে পাতা বিক্রি করতে হয়েছে বলে অভিযোগ। অর্থাৎ কেজিতে ১০ থেকে ১২ টাকা পর্যন্ত দাম কমেছে। মঙ্গলবার পর্যন্ত এলাকার অধিকাংশ কারখানায় দাম ঘোষণা না হওয়ায় চাষিরা আরও দাম কমার আশঙ্কা করছেন। তাঁদের বক্তব্য, এভাবে দাম কমতে থাকলে উৎপাদন খরচ তোলাই কঠিন হবে।

নিষিদ্ধ কীটনাশক ও ক্ষতিকর রাসায়নিকের ব্যবহার বন্ধ এবং চায়ের গুণমান বজায় রাখতে নর্থবেঙ্গল টি প্রোডিউসার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন গত ২৭ জুলাই থেকে উত্তরবঙ্গের বটলিফ কারখানাগুলিতে কাঁচা চা পাতা কেনা বন্ধ রেখেছিল। এনএবিএল অনুমোদিত পরীক্ষাগারের রিপোর্ট ছাড়া পাতা না কেনার সিদ্ধান্তে চাষিদের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়। বিভিন্ন চাষি সংগঠনের দফায় দফায় প্রশাসনিক আলোচনার পর ৩ অগাস্ট ফের কারখানা খুললেও দামের তারতম্যে সেই স্বস্তি স্থায়ী হয়নি। অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান সঞ্জয় ধানুটি অবশ্য বলছেন, 'সবাইকে একসঙ্গে নিষিদ্ধ রাসায়নিক ব্যবহার না করার বিষয়ে সচেতনতা বাড়াতে হবে। শিল্প বাঁচাতে চাষিদেরও এগিয়ে আসতে হবে। চায়ের মান ভালো হলে অবশ্যই ভালো দাম মিলবে।'

ক্ষুদ্র চা চাষি রতন সাহার অভিযোগ, কারখানা মালিকরা বর্তমানে মর্জিমতো পাতা কিনছেন। ওজনে কারচুপি এবং জলের অজুহাতে অতিরিক্ত শতাংশ কাটা হচ্ছে। মূলত দাম কমানোর জন্যই এসব করা হচ্ছে বলে তাঁর দাবি। চাষিদের অনেকের প্রশ্ন, বটলিফ এক সপ্তাহ বন্ধ রেখে লাভ কী হল? শেষপর্যন্ত তো সেই পাতাই কিনতে হচ্ছে। তাঁদের আরও অভিযোগ, নিষিদ্ধ কীটনাশক ব্যবহারের দায় চাপিয়ে চক্রান্ত করে দাম নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। দ্রুত দাম না বাড়লে ক্ষুদ্র চা চাষে টিকে থাকাই কঠিন হবে। যতীন সিংহ জানান, সোমবার ১৫ টাকা কেজি দরে পাতা বিক্রি করতে হয়েছে। রণজিৎ মণ্ডলের অভিযোগ, এক সপ্তাহ কারখানা বন্ধ থাকায় শ্রমিকসংকটের পাশাপাশি উৎপাদন খরচও বেড়েছে। জলের অজুহাতে এক কুইন্টাল কাঁচা পাতায় ২২ থেকে ২৫ কেজি পর্যন্ত কেটে নেওয়া হচ্ছে। চোপড়া স্মল টি প্ল্যান্টার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক পার্থ ভৌমিক বলেন, 'এভাবে চাষিরাই বারবার শোষণের শিকার হচ্ছেন। আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ করছি। পাতার গুণমান অনুযায়ী চাষিদের ন্যায্য ও সঠিক দাম দিতে হবে।'

বিপাকে ক্ষুদ্র চাষিরা

যদিও এলাকার কারখানা মালিকদের একাংশের দাবি, কাঁচা পাতার মানের তারতম্যের কারণেই দামে ফারাক তৈরি হয়েছে। কয়েকদিনের মধ্যে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে। শুক্রবার কাঁচা পাতার দাম নিয়ে চা পর্ষদের ইসলামপুর আঞ্চলিক দপ্তরে বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে।

বালিবোঝাই ট্র্যাক্টর আটক

নকশালবাড়ি ও ফাঁসিদেওয়া, ৪ অগাস্ট : নকশালবাড়ির বুধকরণজোতে মঙ্গলবার পানিঘাটা-নকশালবাড়িগামী রাজ্য সড়কে পুলিশের অভিযানে বালিবোঝাই ট্র্যাক্টর সহ একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতের নাম সুজিত গোয়ালা। তিনি নকশালবাড়ির জাবরা এলাকার বাসিন্দা। পুলিশের টহলদারি চলার সময় বালিবোঝাই ট্র্যাক্টরটি আটক করে পুলিশ।

চালক কোনও বৈধ নথিপত্র দেখাতে পারেননি। ঘটনায় চালককে গ্রেপ্তার এবং বালিবোঝাই ট্র্যাক্টরটি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, চেঙ্গা নদী থেকে বালি তুলে তা নকশালবাড়িতে আনা হচ্ছিল।

অন্যদিকে, এদিনই বিধাননগর থেকে একটি আর্থমুভার এবং বালিবোঝাই ডাম্পার বাজেয়াপ্ত করল পুলিশ। ঘটনায় আর্থমুভারের চালককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সেসময় একটি বালিবোঝাই ডাম্পার ও একটি আর্থমুভার এলাকা ছেড়ে পালানোর চেষ্টা করে। ধাওয়া করে শুভঙ্কর সরকার (২৪) নামে আর্থমুভারের চালককে ধরে ফেলে পুলিশ। ডাম্পারের চালক চম্পট দেন। ধৃত চালক পুলিশি কোনও বৈধ নথি দেখাতে পারেননি। এরপরই বালিবোঝাই ডাম্পার ও আর্থমুভারটি বাজেয়াপ্ত করে, চালককে গ্রেপ্তার করে বিধাননগর তদন্ত কেন্দ্রের পুলিশ।

গ্রেপ্তার গাড়িচালক

শিলিগুড়ি, ৪ অগাস্ট : মদ্যপ অবস্থায় পুলকার চালানোর অভিযোগে গাড়ির চালককে গ্রেপ্তার করল এনজেপি থানার পুলিশ। ধৃত স্বপন দে, ডিএস কলোনির বাসিন্দা। মঙ্গলবার দুপুরে নৌকাঘাট এলাকা থেকে পুলিশ চালক সহ গাড়িটি আটক করে। গাড়িতে সেসময় খুদে পড়ুয়ারা ছিল। নৌকাঘাট এলাকায় এক ছাত্রকে পুলকারটি ছাড়তে এসেছিল। কিন্তু চালকের পা টলতে দেখে এবং কথাবার্তায় অসংলগ্নতা লক্ষ করে বাসিন্দারা গাড়িটিকে আটকান। পাশাপাশি পুলিশে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ এসে খুদে পড়ুয়াদের নিরাপদে থানায় নিয়ে যায়। ওই চালককে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে। অভিভাবকদের বিষয়টি জানানো হয়। এরপর পুলিশ ওই বাচ্চাদের বাড়িতে ছেড়ে দিয়ে আসে। ধৃতকে বুধবার জলপাইগুড়ি আদালতে তোলা হবে।

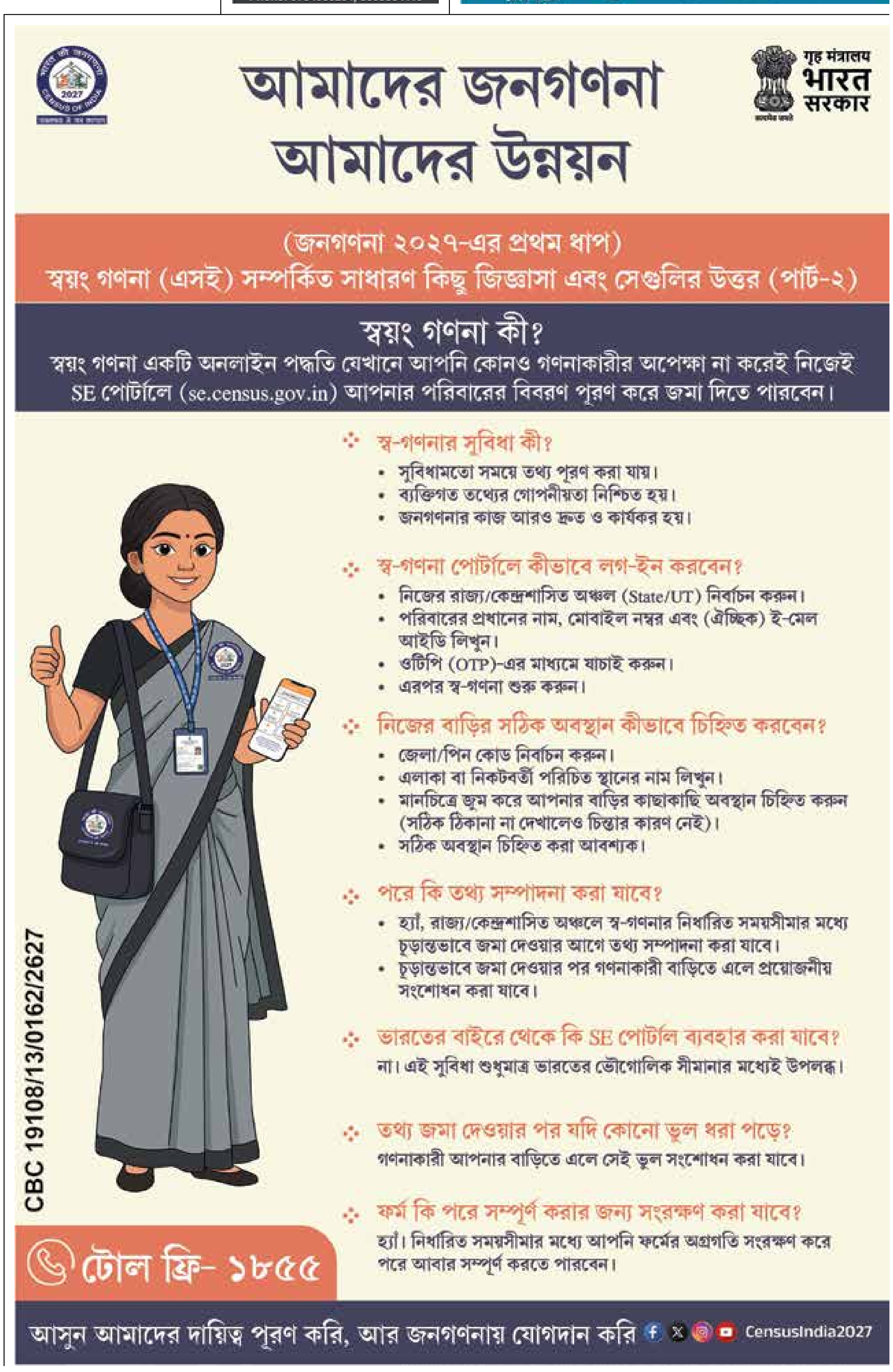

বদলি রুখতে আন্দোলন

ইসলামপুর, ৪ অগাস্ট : প্রিয় শিক্ষকের বদলির প্রস্তাব উঠতেই সরব হল পড়ুয়া থেকে শুরু করে অভিভাবকরা। বদলির সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার দাবিতে মঙ্গলবার বিদ্যালয় পরিদর্শকের (প্রাইমারি) কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে। ইসলামপুর দক্ষিণ চক্রের অন্তর্গত মাটিকুন্ডা কলোনি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক অরূপ সাহার বদলি রুখতে বিদ্যালয় পরিদর্শকের অফিসে রীতিমতো বিক্ষোভ দেখালেন অভিভাবক, ছাত্রছাত্রী ও এলাকাবাসী।

স্মারকলিপিতে দাবি করা হয়েছে, গত দুই বছরে অরূপ ও অপর এক শিক্ষকের চেষ্টায় স্কুলে শিক্ষার পরিবেশে উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে। আগে যেখানে প্রতিদিন ৫ থেকে ৮ জন পড়ুয়া উপস্থিত থাকত, বর্তমানে সেই সংখ্যা বেড়ে ৩০ থেকে ৪০ জনে পৌঁছেছে। বর্তমানে স্কুলে প্রায় ৫৫ জন ছাত্রছাত্রী রয়েছে।

অভিভাবক সহ পড়ুয়াদের দাবি, এই সময়ে শিক্ষককে বদলি করা হলে স্কুলের উন্নয়ন ব্যাহত হবে এবং শিক্ষার মান পড়ে যাবে। তাই অরূপের বদলির প্রস্তাব পুনর্বিবেচনার আবেদন জানানো হয়েছে। এই প্রসঙ্গে ইসলামপুর দক্ষিণ চক্রের বিদ্যালয় পরিদর্শক বিলাল হোসেন বলছেন, 'শিক্ষক যুক্তিকরণ নীতির আওতায় অতিরিক্ত শিক্ষক থাকা স্কুল থেকে যেখানে পড়ুয়ার অনুপাতে শিক্ষক কম রয়েছে, সেখানে বদলির নির্দেশ এসেছে। অরূপ সাহার বদলির প্রস্তাব থাকলেও এখনও কোনও লিখিত নির্দেশ জারি হয়নি। বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।'

প্রিয় শিক্ষকের বদলি রুখতে পড়ুয়ারা যেভাবে পথে নেমেছে, তা চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছে। খোদ বিদ্যালয় পরিদর্শকও জানিয়েছেন, অরূপ শিক্ষক হিসেবে বর্তমান স্কুলের শিক্ষার মানোন্নয়নে অনেক কাজ করেছেন। ফলে পড়ুয়াদের সঙ্গে তাঁর নিবিড় সম্পর্ক তৈরি হয়েছে।

শিক্ষকের বদলি রোখার দাবি পড়ুয়াদের। মঙ্গলবার ইসলামপুরে।

হেপাজতে

শিলিগুড়ি, ৪ অগাস্ট : শ্যামল মণ্ডল নামে এক ব্রাউন সুগার কারবারিকে হেপাজতে নিল এসটিএফ। তিনি মালদার কালিয়াচকের বাসিন্দা। মঙ্গলবার ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে ৬ দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। এসটিএফ সূত্রে খবর, প্রায় দু'মাস আগে ব্রাউন সুগার সহ দুই মহিলাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। ধৃতদের জেরা করে এসটিএফ আধিকারিকরা শ্যামলের নাম জানতে পারেন। তাঁর খোঁজ শুরু হতেই আধিকারিকরা জানতে পারেন, শ্যামল মালদার সংশোধনাগারে বন্দি রয়েছেন। এরপর এসটিএফ আদালতের দ্বারস্থ হয়। এদিন তাঁকে ব্রাউন সুগার পাচার কাণ্ডে নিজেদের হেপাজতে নেয় এসটিএফ।

প্রতিবাদ মিছিল

ফাঁসিদেওয়া ও চোপড়া, ৪ অগাস্ট : বাঁকুড়ায় এক আশাকর্মীর রহস্যমৃত্যুর ঘটনায় সুবিচারের দাবিতে ফাঁসিদেওয়া ও চোপড়ায় মিছিলে করলেন আশাকর্মীরা। মঙ্গলবার পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়নের ফাঁসিদেওয়া ব্লক কমিটির উদ্যোগে এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এদিকে, চোপড়ার দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে মিছিলটি বিডিও অফিস পর্যন্ত পরিক্রমা করে। আশাকর্মীদের অভিযোগ, মূলত কাজের চাপের জেরে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে সোমবার ওই সহকর্মীর অকালমৃত্যু হয়।

বর্গা আইন সংশোধনের দাবি উঠছে

কবিতা গুহ রায়

শিবমন্দির, ৪ অগাস্ট : দ্রুত সময় বদলাচ্ছে। আর তার সঙ্গে সঙ্গেই বদলে যাচ্ছে মানুষের জীবনধারা। গ্রামীণ এলাকার বহু বর্গাদার এখন আর চাষাবাদই করেন না। অথচ তাঁদের নামে নথিভুক্ত বর্গা জমির চরিত্র বদল সম্ভব হয়নি বর্গা আইনের গেরোয়। এই পরিস্থিতিতে ওইসব বর্গা জমি পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। তবু জমির মালিক তা বেচতে বা অন্য কাজে ব্যবহার করতে পারছেন না। এই পরিস্থিতিতে শিলিগুড়ি মহকুমার চারটি পঞ্চায়েত সমিতি এলাকাতেই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'ভূমি রাজস্ব আইন'-এর বর্গাদার সংক্রান্ত ধারাগুলি সংশোধনের দাবি জোরালো হচ্ছে। দ্রুত নগরায়ণ ও আধুনিকীকরণের ফলে মহকুমার বিস্তীর্ণ এলাকায় গত কয়েক দশকে কৃষিকাজ পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেলেও, সরকারি রেকর্ডে জমিগুলি এখনও 'কৃষিজমি' ও 'বর্গা' হিসেবেই নথিভুক্ত। তবে বর্গা আইনে সংশোধন এলে তার অপব্যবহার হতে পারে বলেও আশঙ্কা করছেন অনেকে।

বর্গা আইন অনুযায়ী, বর্গাদাররা জমির মালিককে উৎপন্ন ফসলের ৫০ শতাংশ ভাগ দিতে বাধ্য। তবে মালিক যদি কৃষি সরঞ্জামের ব্যবস্থা না করেন, সে ক্ষেত্রে বর্গাদার ২৫ শতাংশ ভাগ দেবেন। মূলত ভূমিহীন দরিদ্র কৃষকদের অধিকার সুরক্ষায় অতীতে এই আইন প্রণয়ন করা হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে মাটিগাড়া সহ বিভিন্ন পঞ্চায়েত সমিতির বড় অংশ শহরের অন্তর্ভুক্ত হয়ে উঠেছে, এমনকি কিছু এলাকাকে সম্প্রতি পুরসভার অন্তর্ভুক্ত করার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। বহু বর্গাজমিতে প্রায় ৪০-৫০ বছর ধরে কোনও চাষবাস হয় না। অথচ সরকারি খতিয়ানে শ্রেণি পরিবর্তন না থাকায় জমিগুলি অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। একদিকে কৃষিজমি হিসেবে কর মকুব থাকায় সরকারি কোষাগারের রাজস্ব ক্ষতি হচ্ছে, অন্যদিকে জমির মালিকরাও জমি বিক্রি বা জমিকে অন্য কাজে ব্যবহার করতে পারছেন না।

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের শিক্ষক নীলম লেপচা বলছেন, 'সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এই আইনের সংশোধন প্রয়োজন।'

একই বিভাগের শিক্ষক চন্দ্রাণী চট্টোপাধ্যায়ের মতে, 'বর্গানথিভুক্ত জমি বর্তমানে আদৌ চাষের উপযুক্ত কি না এবং বর্গাদার বা তাঁর উত্তরাধিকারীরা জমিটির সঙ্গে যুক্ত আছেন কি না, তার পুনর্মূল্যায়ন করা জরুরি। অনুন্নত থেকে উন্নত হওয়া এলাকাগুলিতে পড়ে থাকা বর্গা জমির শ্রেণি পরিবর্তনের জন্য আইনের ধারা সংশোধন অত্যন্ত প্রয়োজন।'

তবে এক্ষেত্রে আইনি জটিলতার বিষয়টি তুলে ধরে শিলিগুড়ি শহরের আইনজীবী বিজয় সাহা বলছেন, 'ভূমি রাজস্ব দপ্তরের বর্গাদার অধ্যায়ের (অধ্যায় ৩) সংশ্লিষ্ট সেকশন ও সাব-সেকশনগুলির দ্রুত সংশোধনী (অ্যামেন্ডমেন্ট) আনা উচিত। গ্রামীণ এলাকা পুরসভায় রূপান্তরিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যাতে সেখানকার নথিভুক্ত বর্গা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বা সহজ প্রক্রিয়ায় রদ হয়, তার স্পষ্ট নিয়ম থাকা দরকার।'

নিউ চামটার বাসিন্দা রামপ্রসাদ দাসের কথায়, 'শহরের কাছে অত্যন্ত মূল্যবান স্থানে আমাদের পারিবারিক জমি থাকা সত্ত্বেও তা বর্গা হিসেবে নথিভুক্ত। অথচ বর্গাদারের কোনও খোঁজ না থাকায় বছরের পর বছর সেই জমি ফেলে রাখতে হচ্ছে।'

ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের আধিকারিকদের মতে, বর্তমান প্রজন্মের অনেক জমি মালিকই

রাজস্ব ক্ষতি ঘিরে উদ্বেগ

জানেন না যে বর্গাদার ফসলের ভাগ না দিলে কী আইনি পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব। ফাঁসিদেওয়া ব্লকের ভূমি রাজস্ব আধিকারিক বিপুল রায় বলছেন, 'ন্যায্য ভাগ না পেলে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে ভাগচাষ মামলা করার সুযোগ রয়েছে। কিন্তু সঠিক আইনি ধারণার অভাবে অনেকে অধিকার বঞ্চিত হচ্ছেন।' তিনি বলছেন, 'শিল্প বা পরিকাঠামোগত উন্নয়নের স্বার্থে নির্দিষ্ট আইনি প্রক্রিয়া মেনে বর্গাদারদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিয়ে জমি অধিগ্রহণ বা রূপান্তর করা সম্ভব।'

এদিকে খড়িবাড়ি ব্লকের ভূমি রাজস্ব আধিকারিক প্রতিমা সুব্বার বক্তব্য, 'বর্গাদার দীর্ঘদিন ধরে চাষ না করলে বা নিজের অধিকার প্রয়োগ না করলে, মালিকের আবেদনের ভিত্তিতে বিভাগীয় তদন্তের পর জেলা ভূমি রাজস্ব দপ্তর বিশেষ অনুমোদন দিতে পারে। তবে আইন সংশোধনের মূল বিষয়টির এক্তিয়ার সম্পূর্ণভাবে রাজ্য বিধানসভার অধীন।'

আসছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী

শিলিগুড়ি, ৪ অগাস্ট : ১৬ অগাস্ট উত্তরবঙ্গে আসতে পারেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঃ শারদ্বত মুখোপাধ্যায়। স্বাস্থ্য দপ্তরের দায়িত্ব নেওয়ার পর এটাই স্বাস্থ্যমন্ত্রীর প্রথম উত্তরবঙ্গ সফর। এই সফরে তিনি উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালেও বৈঠক করতে পারেন। এদিকে এবারই উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে ডাক্তারিতে (এমবিবিএস) আসন সংখ্যা বেড়ে ২৫০ জন হয়েছে। এই ভর্তি প্রক্রিয়া নিয়ে মঙ্গলবার মেডিকেলে একটি বৈঠক হয়। সেখানে কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ সুজয় মিস্ত্রি, হাসপাতাল সুপার ডাঃ কৌশিক ঈশোর সহ বিভিন্ন বিভাগের প্রধানরা ছিলেন। সিদ্ধান্ত হয়েছে, ১৩-১৫ অগাস্ট প্রার্থীদের নথিপত্র পরীক্ষা শুরু হবে। ১৬ অগাস্ট থেকে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হবে।

রাজ্যপালকে চিঠি

বাগডোগরা, ৪ অগাস্ট : দ্রুত উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগের দাবিতে রাজ্যের উচ্চশিক্ষামন্ত্রী এবং রাজ্যপালকে চিঠি দিল উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় প্রাক্তনী সমিতি। সমিতির দাবি, স্থায়ী উপাচার্য না থাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক কাজকর্ম ব্যাহত হচ্ছে। ফলে চরম দুর্ভোগে পড়ছেন বিশ্ববিদ্যালয় এবং অধীনস্থ বিভিন্ন কলেজের ছাত্রছাত্রীরা। এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী রেজিস্ট্রার, কন্ট্রোলার অফ এগজামিনেশন, অর্থ আধিকারিক, সিকিউরিটি অফিসার, ইনস্পেকটর অফ কলেজ সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদেও নিয়োগের দাবি জানানো হয়েছে।

১০ নম্বর জাতীয় সড়কে ধস, পাহাড়ে আহত ২

বৃষ্টিতে ভাসল শিলিগুড়ি

রণজিৎ ঘোষ

জল থইথই শিলিগুড়ি গার্লস হাইস্কুলের সামনের রাস্তা। (ডানদিকে) ধস নেমেছে মিরিকের গয়াবাড়িতে। মঙ্গলবার।

শিলিগুড়ি, ৪ অগাস্ট : মঙ্গলবার সাতসকালের বৃষ্টিতে শিলিগুড়ির বহু এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়ে। এদিন শহরের বিভিন্ন এলাকায় নিকাশিনালা উপচে রাস্তায় প্রায় হাঁটুজল দাঁড়িয়ে যায়। যার জেরে স্কুল পড়ুয়া থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষকে চরম ভোগান্তির শিকার হতে হয়। দেশবন্ধুপাড়ায় একটি গাছ উপড়ে পড়ে রাস্তায়। এর ফলে ওই পথ দিয়ে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থাও বিঘ্নিত হয়। পুরনিগমের কর্মীরা গিয়ে গাছটি কেটে সরানোর পর যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

অন্যদিকে, সোমবার রাত থেকে প্রবল বর্ষণের জেরে কালিম্পং ও সিকিমের লাইফলাইন ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক সহ পাহাড়ের বেশ কিছু রাস্তায় ছোট ছোট ধস নেমেছে। মিরিকের গয়াবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের পুড়ুং চা বাগান এলাকায় একটি বাড়িতে পাথর পড়ে দুজন গুরুতর জখম হয়েছেন। রাস্তায় ধস নামায় রিম্বিক লোধামা থেকে ফেন্সিটার সহ ছ'টি গ্রামের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। এই পরিস্থিতিতে গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের তরফে দ্রুত রাস্তা সংস্কারের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

মঙ্গলবার দার্জিলিং এবং কালিম্পং জেলায় ভারী বৃষ্টির পুর্বাভাস ছিলই। সকালে আকাশ কালো করে মুষলধারে বৃষ্টি নামে। প্রায় ৩০ মিনিটের বৃষ্টিতে শিলিগুড়ি শহরের বিভিন্ন এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়ে। শিলিগুড়ি গার্লস হাইস্কুলের সামনের রাস্তা, হায়দরপাড়া মেইন রোড, চিলড্রেন পার্ক থেকে জেলা হাসপাতালের পাশের রাস্তা, স্বামীজি মোড়, বিদ্যাচক্র কলোনি সহ শহরের বিভিন্ন রাস্তায় জল দাঁড়িয়ে যায়। নিকাশিনালার জল ও আবর্জনা রাস্তায় জমা জলে মিশে যায়। স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের সেই নোংরা জল পেরিয়েই যাতায়াত করতে দেখা যায়। হায়দরপাড়া বাজারের মুখে দাঁড়িয়ে স্থানীয় ব্যবসায়ী রতন দাস বলছিলেন, 'নিকাশিনালাগুলি দীর্ঘদিন সাফাই হয় না। বেশিরভাগই তৈরি হয়েছে অপরিকল্পিতভাবে। ফলে সামান্য বৃষ্টিতেই জল উপচে রাস্তায় চলে আসে।' শিলিগুড়ি গার্লস হাইস্কুলে এদিন পরীক্ষা ছিল। মেয়েকে স্কুলে দিতে এসে অনিল পাল দেখেন যে, স্কুলের সামনের পুরো রাস্তাই জলের তলায়। তিনি মেয়েকে বাইক থেকে নামিয়ে কোলে করে স্কুলের ভেতরে দিয়ে যান। পরে বললেন, 'নালার জল আর বৃষ্টির জল এক হয়ে গিয়েছে। এই নোংরা জলে হেঁটে বাচ্চারা স্কুলে যাচ্ছে। ফলে বাচ্চাদের অসুখ হতে পারে।' তবে বৃষ্টি কমে যাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই জল নেমে যায়।

রাতভর বৃষ্টিতে মিরিকের পুড়ুং চা বাগান সংলগ্ন এলাকায় একটি বাড়ি ধসে গিয়েছে। সেই পরিবারের মা ও মেয়ে গুরুতর আহত হয়েছেন। তাঁদের মিরিক মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। কালিম্পং-সিকিমগামী ১০ নম্বর জাতীয় সড়কে রম্ভি এলাকায় রাস্তার কিছুটা অংশ ধসে তিস্তা নদীতে চলে গিয়েছে।

বৃষ্টির সকালে দার্জিলিংয়ের ম্যাল থেকে রাজভবনগামী রাস্তায় একটি বিরাট গাছ ভেঙে পড়ে। এর ফলে ওই রাস্তা পুরোপুরি অবরুদ্ধ হয়ে যায়। খবর পেয়ে জেলা প্রশাসনের কুইক রেসপন্স টিমের সদস্যরা এলাকায় পৌঁছে গাছ কেটে সরিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করেন। শিলিগুড়ি থেকে মিরিকগামী ১২ নম্বর জাতীয় সড়কেও সকালের দিকে ধস নামে। পরে সেই ধস সরিয়ে রাস্তা যান চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হয়।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

মধুচোর।। ইসলামপুরে ছবিটি তুলেছেন আরিফ আলম।

অন্নপূর্ণার টাকা না পেয়ে প্রধানদের দরজায়

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ৪ অগাস্ট : এখনও অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা প্রাপকদের তালিকায় নাম নেই ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভার বহু মহিলার। ফলে এখনও পর্যন্ত মাসে তিন হাজার টাকা পাননি তাঁরা। তাঁদের মতে, লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা কখনও রান্নাঘরের মাসিক খরচ, কখনও ওষুধ বাবদ, আবার কখনও ছেলেমেয়েদের টিউশন, খাতা-কলম বাবদ খরচ হত। অন্নপূর্ণা যোজনায় ৩০০০ টাকা পাবেন জেনে বেশ খুশি হয়েছিলেন। তবে সেই টাকা এখনও অধরাই।

এদিন ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে এসে অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা ঢুকবে কি না, তার খোঁজখবর করছিলেন সন্ধ্যা সাহা। বলছিলেন, 'নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম যে হারে বাড়ছে, তাতে সংসার চালানোই মুশকিল। এই টাকা ক'টা পেলে একটু উপকার হত। আমরা তো তেমন আর্থিকভাবে সচ্ছল নই, তবুও কেন টাকা ঢুকছে না জানি না। পঞ্চায়েত অফিস থেকে জানানো হল, ভেরিফিকেশন চলছে।'

এখন সেই মহিলারা প্রায় প্রতিদিনই স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত দপ্তর এবং প্রধানের দপ্তরে দপ্তরে ছুটছেন। তবে সেখান থেকে মিলছে তথ্য যাচাইয়ের অজুহাত। ফলে অসন্তোষও বাড়ছে।

ফুলবাড়ির ভোলা মোড়ের রত্না বর্মনের কথায়, 'এখনও একবারও টাকা পেলাম না। খুব সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। ছেলের টিউশন ও

> নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম যে হারে বাড়ছে, তাতে সংসার চালানোই মুশকিল। এই টাকা ক'টা পেলে একটু উপকার হত।
>
> **সন্ধ্যা সাহা,** ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা

স্কুলের আনুষঙ্গিক খরচ বাবদ এবং ঘরের আরও কিছু খরচ বাবদ এই টাকাটা খরচ করা হবে বলে ভেবে রেখেছিলাম। কিন্তু এখন তো দেখছি, সে গুড়ে বালি। আদৌ কি পাব, সেই চিন্তাই হচ্ছে। স্থানীয় নেতাদের সঙ্গে দেখা হলেই জিজ্ঞেস করছি টাকার বিষয়ে, তাঁরাও সঠিক বলতে পারছেন না কবে টাকা পাব।'

এই এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য দয়াল রায় বলছিলেন, 'অনেকেই আমাকে জিজ্ঞেস করছেন অন্নপূর্ণা যোজনার কথা। আমি ওঁদের বলেছি, ভেরিফিকেশন চলছে। হয়তো খুব তাড়াতাড়ি টাকা ঢুকে যাবে।'

ডাবগ্রাম-১ গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে কয়েকদিন আগে গিয়েছিলেন বাসন্তী ঘোষ। খোঁজখবর চালিয়েছিলেন এই বিষয়েই। তবে কোনও সদুত্তর পাননি। তাঁর কথায়, 'বাড়িতে স্বামীর শারীরিক অবস্থা অতটা ভালো নয়, তাঁর ওপরই সংসারের ভার। স্বামীর ডাক্তার, ওষুধের খরচটা উঠে যেত টাকাটা পেলে। এখন সব সামলানো কঠিন হয়ে পড়েছে। ধার করতে হচ্ছে।'

ফুলবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান রফিকুল ইসলাম বলছেন, 'প্রতিদিনই অনেকে আসছেন অন্নপূর্ণা যোজনার খোঁজখবর নিতে। তবে অপেক্ষা করা ছাড়া কী-ই বা বলতে পারি।'

ডাবগ্রাম-১ ও ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান যথাক্রমে আরতি রায় ও মিতালি মালাকার জানিয়েছেন, ভেরিফিকেশন চলছে, সব ঠিক থাকলে টাকা ঢুকে যাবে বলে বোঝানো হচ্ছে মানুষকে।

পিএসি'র চেয়ারম্যান কানাইয়া

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ৪ অগাস্ট : বিধানসভার পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি (পিএসি)-র চেয়ারম্যান হলেন ঋতব্রতপন্থী তৃণমূল বিধায়ক কানাইয়ালাল আগরওয়াল। ইসলামপুরের বিধায়ক কানাইয়া জানিয়েছেন, মঙ্গলবার দুপুর একটা পর্যন্ত তাঁর এ বিষয়ে কিছু জানা ছিল না। তবে চেয়ারম্যান পদে নিজের নাম ঘোষণায় খুশি। এজন্য মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। ২০ জনের কমিটির চেয়ারম্যান পদে তৃণমূল কংগ্রেসের ছয় বিধায়ক মনোনয়নপত্র জমা করেছিলেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত কানাইয়ার কপালে 'বিশেষ প্রাপ্তিযোগ' ঘটেছে।

রাজনৈতিক মহলে গুঞ্জন, ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবিরে গিয়ে কানাইয়া কার্যত 'বিজেপির বি টিমে' নাম লিখিয়েছেন। বিধায়ক হওয়ার পর থেকে শাসকদল বা সরকারের বিরুদ্ধে একটি শব্দও খরচ করেননি। সেই আনুগত্যের পুরস্কার তিনি পেয়েছেন। বিজেপির উত্তর দিনাজপুর জেলা সহ সভাপতি সুরজিৎ সেন এলাকার বিধায়ককে নয়া পদে স্বাগত জানিয়েছেন। সুরজিৎ বলেন, 'এই প্রথম ইসলামপুরের কোনও বিধায়ক এত বড় পদ পেলেন। এই পদ বিরোধীদেরই প্রাপ্য। যা তৃণমূল আমলে হয়নি। এলাকার বিধায়কের এই প্রাপ্তিকে স্বাগত। এতে প্রমাণ হয়, রাজ্যে আইনের সরকার বা শাসন চলছে।'

বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে কানাইয়াপন্থীরা ইসলামপুরে রীতিমতো কোণঠাসা। সামনে পুরভোট। পুর এলাকায় উন্নয়নের ইস্যুতে নাগরিকরা কানাইয়ার ভূমিকায় ক্ষুব্ধ। তার আগে বিধায়কের পদপ্রাপ্তিতে তাঁর অনুগামীরা বাড়তি অক্সিজেন পেলেন। তাঁদের পাশাপাশি স্থানীয় বিজেপি নেতারাও যেভাবে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন তা নয়া রাজনৈতিক সমীকরণের জল্পনা উসকে দিয়েছে। কানাইয়ার প্রতিক্রিয়া, 'এই পদ বিরোধীদের প্রাপ্য। আমরা ছয়জন বিধায়ক এই পদের জন্য মনোনয়নপত্র জমা করেছিলাম। ২০ জনের কমিটি, যার মধ্যে ১৪ জন বিজেপি বিধায়ক। সকলেই আমার নাম চেয়ারম্যান হিসেবে মনোনীত করেছেন।'

পিএসি চেয়ারম্যান পদটি বিধানসভার বিরোধী দলেরই প্রাপ্য। যদিও তৃণমূল আমলে এনিয়ে কম জলঘোলা হয়নি। সাধারণত, সরকারি খরচের হিসেবনিকেশ পরীক্ষা ও স্বচ্ছতা বজায় রাখতে পিএসি-র মাথায় বিরোধী শিবিরের কোনও বিধায়ককে বসানোই দীর্ঘদিনের সংসদীয় ঐতিহ্য। তবে তৃণমূল সরকারের আমলে খাতায়-কলমে বিজেপি বিধায়ক থাকা

সত্ত্বেও দল বদল করা মুকুল রায় এবং পরবর্তীতে সুমন কাঞ্জিলালকে এই পদে আনা হয়েছিল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জমানায় সেই 'মুকুল তত্ত্ব' নিয়ে ঘাসফুল শিবিরকে তোপ দেগেছিলেন বিজেপি নেতারা। রাজ্যে পালাবদলের পর যেভাবে বাকি বিরোধী বিধায়কদের পাশ কাটিয়ে পিএসি-র চেয়ারম্যান হিসেবে কানাইয়ালালকে মনোনীত করা হল, তা 'মুকুল তত্ত্ব'-কেই যেন মনে করাচ্ছে। পার্থক্য শুধু, মুকুল বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিয়েছিলেন। আর ইসলামপুরের বিধায়ক তৃণমূলেই রয়েছেন, তবে তিনি ঋতপন্থী। সমালোচকদের মতে, বিজেপি ঘেঁষা শিবিরে থাকার পুরস্কার পেলেন কানাইয়া।

রাস্তায় দাঁড়িয়ে ট্রাক, স্বপ্নের দেশে চালক

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৪ অগাস্ট : গাড়ি খারাপ হয়নি, তেল ফুরোয়নি বা চাকা পাংচারও হয়নি। তবু জাতীয় সড়কের মাঝখানে ১৬ চাকার ট্রাক দিব্যি দাঁড়িয়ে। পিছনে একের পর এক ট্রাকের লম্বা লাইন। রাস্তার অবস্থা দেখে মনে হতে পারে, বিরাট কোনও বিপত্তি ঘটেছে। পুলিশও প্রথমে সেটাই ভেবেছিল। পরে জানা গেল, বিপত্তি ট্রাকে নয়, চালকের চোখে। তিনি দিব্যি ঘুমোচ্ছেন। আর তাতেই এত্ত সব!

মঙ্গলবার ভোর থেকে সকাল প্রায় সাড়ে ৯টা পর্যন্ত ফুলবাড়ি থেকে জটিয়াকালীর মাঝখানে ৩১ডি জাতীয় সড়কে এমনই কাণ্ড চলল। যানজটে অ্যাম্বুল্যান্স, স্কুলবাস, যাত্রীবাহী গাড়ি থেকে শুরু করে একের পর এক ট্রাক আটকে কেলেঙ্কারি কাণ্ড। শেষপর্যন্ত খবর পেয়ে ফুলবাড়ি ট্রাফিক গার্ডের পুলিশ ক্রেন নিয়ে হাজির হল। ভাবা হয়েছিল, যান্ত্রিক গোলযোগে ট্রাকটি বিকল হয়েছে। কিন্তু ঘটনাস্থলে গিয়ে পুলিশের চোখ কপালে ওঠার জোগাড়।

ট্রাকের জানলা দিয়ে উঁকিঝুঁকি করে দেখা গেল, নিজের আসন হেলিয়ে চালক দিব্যি ঘুমোচ্ছেন। এমন নিশ্চিন্ত ঘুম যে বাইরে কয়েক ঘণ্টা ধরে যানজট চলছে, ক্রেন এসে দাঁড়িয়ে গিয়েছে, পুলিশ ডাকাডাকি করছে, সেসবের কিছুই তাঁর জানা নেই। পুলিশের ডাকাডাকিতে শেষপর্যন্ত ঘুম ভাঙে। পুলিশকর্মীদের দেখে তিনি কার্যত হতবাক। ধমক খেয়ে অবশ্য তড়িঘড়ি ট্রাক সরিয়ে নেন। তারপর কয়েক ঘণ্টার চেষ্টায় যান চলাচল স্বাভাবিক হল।

মালবোঝাই ট্রাকটি এদিন ফুলবাড়ি থেকে জলপাইগুড়ির দিকে যাচ্ছিল। জটিয়াকালীর কাছে সেটি দাঁড়িয়ে পড়ে। ফুলবাড়ি থেকে জটিয়াকালীর মাঝের রাস্তা 'সিঙ্গল রোড'। ফলে সেখানে যানজটের সমস্যা এমনিতেই রয়েছে। তার মধ্যে রাস্তার মাঝখানে ট্রাক রেখে চালক ঘুমিয়ে পড়েছেন, এটা অবশ্য কারও মাথায় আসেনি। পিছনে থাকা ট্রাকের চালক ও খালাসিরা ভেবেছিলেন, গাড়িটি হয়তো যান্ত্রিক গোলযোগে আটকে গিয়েছে। সময় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির চাপ বাড়তেই পরিস্থিতি আরও জটিল হয়। ফুলবাড়ির বাসিন্দা পেশায় চালক রহমত আলি বললেন, 'ট্রাক চালানোর সময় ঘুমিয়ে পড়লে বড় বিপদ হতে পারে। ঘুমিয়ে পড়ার কারণে এই রাস্তাতে অনেক দুর্ঘটনা ঘটেছে। তবে এদিন চালক যে ট্রাক দাঁড় করিয়ে রেখে ভেতরে ঘুমিয়ে রয়েছে, তা কেউ বুঝতে পারেনি।'

ফুলবাড়ির রাস্তায় যানজট। মঙ্গলবার।

ট্রাফিকের দায়িত্বে থাকা এক পুলিশকর্মী জানান, সারা রাত ট্রাক চালালে চালকরা অনেক সময় ক্লান্ত হয়ে পড়েন। পুলিশের অনুমান, ভোরের দিকে সামনের কয়েকটি ট্রাক কিছুক্ষণের জন্য দাঁড়িয়ে পড়েছিল। রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই ওই চালক ঘুমিয়ে পড়েন। ট্রাকে কোনও খালাসি না থাকায় তাঁকে জাগানোরও কেউ ছিলেন না। পুলিশ জানাচ্ছে, গত বছরও একইভাবে এক ট্রাকচালক ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। অর্থাৎ ঘটনাটি একেবারে নতুন নয়।

শুধু এদিন একটা প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল না। রাস্তায় ট্রাক দাঁড় করিয়ে ঘুমোনো চালকের স্বপ্নে তখন কী চলছিল? রসিক একজন চালককে অবশ্য সেই প্রশ্নটা করেছিলেন বটে, কিন্তু তখন লজ্জায় নুইয়ে পড়া চালক কোনও উত্তর দিতে চাননি।

ষাঁড় চুরি করতে গিয়ে পাকড়াও

নকশালবাড়ি, ৪ অগাস্ট : বেশ কয়েকদিন ধরেই নকশালবাড়ির বিভিন্ন এলাকা থেকে রাতের অন্ধকারে একে একে গায়েব হচ্ছিল ষাঁড়। এলাকার একটি সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজে বিষয়টি নজরে আসতেই হইচই পড়ে গিয়েছে। পুলিশ প্রশাসনের নজরদারি নিয়েও নানা প্রশ্ন উঠছে। বিভিন্ন জায়গা থেকে একাধিক বাসিন্দা এই নিয়ে নকশালবাড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। সোমবার রাতে ফের ষাঁড় চুরি করতে এসে পুলিশের জালে ধরা পড়ে যায় চারজন।

সোমবার রাতে নকশালবাড়ির ২ নম্বর এশিয়ান হাইওয়েতে টহলদারি চলাকালীন সন্দেহজনক একটি পিকআপ ভ্যান আটক করে পুলিশ। তল্লাশি চালালে ষাঁড়কে কাবু করার একাধিক সামগ্রী দেখতে পায় পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদে ওই পিকআপ ভ্যানে থাকা চারজন ষাঁড় চুরির বিষয়টি স্বীকার করে নেয়। এই ঘটনায় গ্রেপ্তার হয়েছে নুর আলম, মহম্মদ রফিক, মহম্মদ সিদ্দিক আলি ও মহম্মদ রফিকুল। এরা সকলেই বাগডোগরা থানার কেষ্টপুরের হালালবস্তির বাসিন্দা।

গ্রেপ্তার তরুণ

নকশালবাড়ি, ৪ অগাস্ট : নকশালবাড়ির ১৭ বছরের এক নাবালিকাকে অপহরণের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হল কোচবিহারের এক তরুণকে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতের নাম সুজন বর্মন। তিনি সিতাইয়ের বাসিন্দা। অভিযোগ, কোচবিহারের ওই তরুণ নাবালিকাকে প্রেমের ফাঁদে ফাঁসিয়ে শুক্রবার রাতে কোচবিহার নিয়ে যান। শনিবার নাবালিকার মা নকশালবাড়ি থানায় নিখোঁজের অভিযোগ দায়ের করেন। সোমবার পুলিশ নাবালিকাকে উদ্ধার করে হোমে পাঠিয়েছে।

নোটিশ

জোকা-এসপ্ল্যানেড মেট্রো প্রকল্পের জন্য ময়দান মার্কেটের ৫২৮ জন ব্যবসায়ীকে ২৬ অগাস্টের মধ্যে সাময়িকভাবে দোকান স্থানান্তর করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ব্যবসায়ীদের কাছে নোটিশ পাঠিয়েছে রেল বিকাশ নিগম লিমিটেড।

তরুণের কীর্তি

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে কথা বলতে চেয়ে টালা সেতুর বাতিস্তম্ভে উঠে বসলেন এক তরুণ। পুলিশ ও দমকলকর্মীদের সহায়তায় প্রায় ৪০ মিনিট পর পুরসভার গাছ কাটার গাড়ি গিয়ে তাঁকে উদ্ধার করে। এই ঘটনায় কিছুক্ষণের জন্য যানজট হয়।

শ্লীলতাহানি

ফের শিরোনামে বারুইপুর। নাবালিকাকে শ্লীলতাহানির অভিযোগে নাম জড়িয়েছে স্থানীয় এক তৃণমূল সদস্যের ভাইপোর। মঙ্গলবার বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগে এই কাণ্ড ঘটান তিনি।

ধর্নায় স্ত্রী

চিকিৎসক স্বামীর সঙ্গে দেখা করার দাবিতে আরামবাগ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের বাইরে ধর্নায় বসলেন পশ্চিম মেদিনীপুরের বাসিন্দা মামণি দে। স্বামী ইদানীং তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ করেছেন বলে অভিযোগ।

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর আপ্তসহায়ক খুনে সরাসরি পাকিস্তান-যোগের ইঙ্গিত। ইডি'র দাবি, ধৃত তরুণ আদিত্য সিংয়ের অ্যাকাউন্টে মিলেছে ৩০ লক্ষ টাকা। এদিকে, এসটিএফের তদন্তে প্রকাশ, মুখ্যমন্ত্রীর চিনার পার্কের বাড়ি ও কনভয়ের রুট রেইকি করেছিল জঙ্গিরা। রাজ্যের পুর প্রতিমন্ত্রী উমেশ রাইকেও হুমকি দেওয়া হয়েছে।

চাঞ্চল্যকর তথ্য দাবি পুর প্রতিমন্ত্রীর

চন্দ্রনাথ খুনে পাক যোগের ইঙ্গিত

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ৪ অগাস্ট : মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর প্রয়াত আপ্তসহায়ক চন্দ্রনাথ রথের খুনের ঘটনায় এবার সরাসরি উঠে এল পাকিস্তান-যোগের তথ্য। শুধু তা-ই নয়, এই মামলার তদন্তে নেমে ধৃত তরুণ আদিত্য সিংয়ের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে প্রায় ৩০ লক্ষ টাকার সন্ধান পেয়েছে ইডি।

মঙ্গলবার হাওড়া পুরসভায় এক সাংবাদিক বৈঠকে এই চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ করেন রাজ্যের পুর প্রতিমন্ত্রী উমেশ রাই। তিনি জানান, সম্প্রতি পাকিস্তান থেকে এক অজ্ঞাতপরিচয় জঙ্গি তাঁকে ফোন করে ৫ কোটি টাকা দাবি করে। টাকা না দিলে মুখ্যমন্ত্রীর আপ্তসহায়কের মতোই তাঁকে উড়িয়ে দেওয়ার হুমকিও দেওয়া হয়। প্রমাণ হিসেবে ওই ব্যক্তি মন্ত্রীকে তাঁর অফিস ও ব্যক্তিগত গাড়ির গোপন ভিডিও পাঠায়। বিষয়টি তিনি প্রাথমিকভাবে খুব একটা গুরুত্ব না দিলেও মুখ্যমন্ত্রী প্রসঙ্গ জড়িত থাকায় শেষপর্যন্ত পুলিশ ও এসটিএফ-কে পুরো ঘটনা জানান।

পুলিশি তদন্তে প্রকাশ পেয়েছে, এই জঙ্গিচক্রে শাহজাদ ভাট্টি মডিউলের হাত রয়েছে। এই ঘটনায় ইতিপূর্বে হামিম মণ্ডল ও অর্পিতা সরকারের পাশাপাশি আদিত্য সিং নামের এক যুবকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারের সন্তান হিসেবে পরিচিত আদিত্যর অ্যাকাউন্টে কীভাবে ৩০ লক্ষ টাকা

এল, তা নিয়ে তৈরি হয়েছে বড় প্রশ্নচিহ্ন। পুর প্রতিমন্ত্রীর মতে, টাকার লোভ দেখিয়ে এভাবেই দেশের তরুণ সমাজকে নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডে ফাঁদে ফেলছে বিদেশি জঙ্গি গোষ্ঠীগুলো।

ঘটনার খবর পাওয়া মাত্রই নবান্নে প্রতিমন্ত্রীর নিরাপত্তার বন্দোবস্ত বাড়িয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তবে এত বড় হুমকি ফোন পাওয়া সত্ত্বেও সম্পূর্ণ উদ্বেগহীন দেখা গিয়েছে উমেশ রাইকে। তিনি জানান, 'আমি ঈশ্বরে বিশ্বাসী, তাই অহেতুক ভয় পাই না। ভাগ্যে থাকলে ৫০০ গুলি চললেও আমার কিছু হবে না।' তবে এই ঘটনার পেছনে থাকা ঘরশত্রু বিভীষণদের চিহ্নিত করতে সাধারণ মানুষকে সতর্ক ও সচেতন থাকার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। আপাতত ঘটনার মূল শিকড়ে পৌঁছাতে তদন্তের পরিধি আরও বাড়িয়েছে গোয়েন্দা সংস্থা।

টিম হামিমের নজরে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ি

রিমি শীল

কলকাতা, ৪ অগাস্ট : জঙ্গি-যোগে ধৃত হামিম মণ্ডল, অর্পিতা সরকার ও আদিত্য সিংকে স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ) ও এনআইএ'র জেরায় একাধিক চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, প্রতিমন্ত্রী উমেশ রাই এবং প্রভাবশালীদের গতিবিধির ওপর নজর রাখছিল জঙ্গিরা। তদন্তে উঠে এসেছে, মুখ্যমন্ত্রীর চিনার পার্কের বাড়ির আশপাশে বেশ কয়েকবার রেইকিও করে হামিমরা। দূর থেকেই বাড়িটির ওপর নজর রাখছিল তারা। এমনকি নিরাপত্তার ঘেরাটোপে মোড়া বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ছবি তোলার চেষ্টাও করেছিল হামিম। তবে গোটা চত্বর সিসিটিভি ক্যামেরার নজরদারিতে থাকায় সতর্ক ছিল জঙ্গিরা।

ইতিমধ্যেই তিনজনের মোবাইল ফোন ও বেশ কয়েকটি ডিজিটাল ডিভাইস বাজেয়াপ্ত করেছে এসটিএফ। সেগুলি খতিয়ে দেখে এবং হামিমের মোবাইল টাওয়ারের লোকেশন দেখে গোয়েন্দারা নিশ্চিত যে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির সামনে বেশ কয়েকবার গিয়েছিল সে। যে পথ ধরে শুভেন্দু যাতায়াত করতেন তাও হামিমের নখদর্পণে ছিল। মুখ্যমন্ত্রীর কনভয়ের রুট রেইকিতে ব্যক্তিগতভাবে যুক্ত ছিল হামিম। মূলত যে এলাকায় সিসি ক্যামেরা নেই, তেমন জায়গা বেছে নিত সে। সূত্রের খবর, তদন্তে উঠে এসেছে স্লিপার সেল মডিউলে কাজ করত হামিমরা। বিধানসভা ভোটের পরেই মুখ্যমন্ত্রী সহ প্রভাবশালীদের ওপর নজরদারির নির্দেশ এসেছিল হামিমদের কাছে। সেইমতো টিম তৈরির কাজ চলছিল। জেন জেড প্রজন্মের মগজধোলাই করে দলে টানা হচ্ছিল। গেমিং অ্যাপের মাধ্যমে মগজধোলাই চলত। আদিত্যকেও গেমিং অ্যাপের মাধ্যমেই দলে টেনেছিল হামিম। যেহেতু রিয়েল টাইম গেম তাই ভয়েস ও বিভিন্ন ধরনের টেক্সট চ্যাট করা যেত। আর তা নিজেদের মধ্যে সমন্বয়ের কাজে লাগাত তারা।

হানিট্র্যাপের জন্য অর্পিতাকে কাজে লাগানো হত। আরও মহিলাকে নিয়োগের পরিকল্পনা ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। হামিমের সঙ্গে অর্পিতার যোগাযোগের যাবতীয় রেকর্ডও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

কলকাতা কুমোরটুলির একটি দৃশ্য দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়ের ক্যামেরায়। মঙ্গলবার।

নতুন পাঠক্রম হবে রাজনীতিমুক্ত : দীপক

সুমিত চক্রবর্তী

কলকাতা, ৪ অগাস্ট : সমাজকে বাদ দিয়ে পাঠক্রম তৈরি করা যায় না। এবার সমাজের চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যেই তৈরি হবে নয়া পাঠক্রম। মঙ্গলবার সল্টলেকের বিদ্যাসাগর ভবনে পাঠ্যক্রম পুনর্গঠন কমিটি গঠনের অনুষ্ঠানে একথা জানিয়েছেন রাজ্যের স্কুল শিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মন। জাতীয় শিক্ষা নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ২০২৮ শিক্ষাবর্ষের জন্য শুরু হয়েছে পাঠক্রম পুনর্গঠনের কাজ। এদিন শিক্ষামন্ত্রীর স্পষ্ট বার্তা, নতুন পাঠক্রম হবে সম্পূর্ণভাবে রাজনীতিমুক্ত। অন্যদিকে, ২০২৭ সালের ক্ষেত্রে শুধু বর্তমান পাঠক্রম 'রিভিউ' করা হবে। প্রয়োজনে সামান্য রদবদলও করা হতে পারে। এতদিন ছাত্রছাত্রীদের যেসব বই দেওয়া হত ও কিনতে হত সেগুলিই থাকবে। পাশ-ফেল ও উচ্চমাধ্যমিকে সিমেস্টার ব্যবস্থা নিয়ে সিদ্ধান্ত নতুন পাঠক্রমে স্পষ্ট করা হবে। এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে স্কুল শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী কল্যাণ চক্রবর্তী, শিক্ষা দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী কৌশিক চৌধুরী সহ বিভাগীয় আধিকারিকরা।

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক দেবাশিস চট্টোপাধ্যায়কে কমিটির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এদিন ২০২৮-এ পাঠ্যক্রমে কী ধরনের পরিবর্তন আনা হবে, সেবিষয়ে স্কুল শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'আজ কমিটি তৈরি করা হল। প্রাথমিকভাবে আজকের দিনে বিজ্ঞানকে সামনে রেখে ভয়মুক্ত, তোষণমুক্ত সমাজ গড়ে তুলতে যে ধরনের পাঠক্রম প্রয়োজন সেই ধরনের পাঠক্রমই বানানো হবে।' তিনি জানান, কমিটির সদস্যদের কাছে ইতিমধ্যে বইপত্র পৌঁছে গিয়েছে। তাঁরা সেগুলি মূল্যায়ন করছেন।

তবে পাঠক্রম বদলের বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই এর রাজনীতিকরণ হতে পারে বলে অভিযোগ করেছে বিরোধীরা। যদিও মন্ত্রী দীপক বর্মনের আশ্বাস, 'আমি বিশেষজ্ঞ নই। তবে সিলেবাস কমিটিকে স্বাধীনভাবে কাজ করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আজকের পড়ুয়াদের জন্য প্রাসঙ্গিক এমন বিষয়বস্তুই পাঠক্রমে স্থান পাবে।' পাশাপাশি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে ইঙ্গিত করে তিনি বলেন, 'আগের সরকারের মাননীয়ার মতো কোনও সিদ্ধান্ত আমি চাপিয়ে দিতে চাই না।' ২০২৮-এর পাঠক্রমের খসড়া তৈরির কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার পর, সেটি জনসমক্ষে প্রকাশ করা হবে।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

Home and Hill Affairs Department

Commissions of Inquiry Cell

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Commission of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952), the Governor is pleased to constitute the **West Bengal State Commission on Atrocities and Crime against Women and Children** headed by Hon'ble Justice Smt. Samapti Chatterjee, Retired Judge of Hon'ble High Court at Calcutta to look into and examine offences relating to atrocities and crime against women and children during the last 5 (Five) years occurred throughout the State of West Bengal.

In this context the citizens across the State of West Bengal are hereby requested to submit their complaints with supporting documents, if any, in the following e-mail ID: atrocities.women-wb@bangla.gov.in for necessary redressal of their grievances.

ICA-N197(8)/2026

পুজোর আগে ৩৮ শতাংশ ডিএ

কলকাতা, ৪ অগাস্ট : মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর আশ্বাসমতোই পুজোর আগে সরকারি কর্মচারীরা ৩৮ শতাংশ ডিএ পাবেন। পেনশনভোগীদেরও এই সুযোগ মিলবে। মঙ্গলবার নবান্নে এ বিষয়ে সরকারি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে।

সংশোধিত মূল বেতনে ৩৮ শতাংশ হারে মহার্ঘভাতা (ডিএ), ডিয়ারনেস রিলিফ (ডিআর)-এর নতুন বর্ধিত হার ১ অক্টোবর থেকে চালু হবে। নবান্নে অর্থ দপ্তরের অডিট শাখা বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। সরকারি কর্মচারীদের পাশাপাশি সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত ও সরকার পোষিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, অশিক্ষক কর্মচারী, পঞ্চায়েত, পুরনিগম, পুরসভা, সরকার অধিগৃহীত সংস্থাগুলির কর্মচারীরা এই সুবিধা পাবেন।

কর্মচারীদের সংশোধিত মূল বেতনে ৩৮ শতাংশ হারে এই ডিএ দেওয়ার পাশাপাশি ননপ্র্যাকটিসিং অ্যালায়েন্স যাঁরা পেয়ে থাকেন তাঁদের বেসিকের সঙ্গে এই বর্ধিত ডিএ যুক্ত হবে।

মমতার মামলায় শুভেন্দুকে সময়

কলকাতা, ৪ অগাস্ট : ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রে নির্বাচনি ফলাফলকে চ্যালেঞ্জ করে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দায়ের করা মামলায় বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে বক্তব্য জানানোর সময় দিল কলকাতা হাইকোর্ট। মুখ্যমন্ত্রী তথা ভবানীপুরের বিজেপি বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারীর আইনজীবী জয়দীপ কর লিখিত জবাব দেওয়ার জন্য ৪ সপ্তাহ সময় চান। তা নিয়ে মঙ্গলবার আপত্তি তোলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। যদিও বিচারপতি গৌরাঙ্গ কান্ত শুভেন্দুর আইনজীবীর আর্জি মঞ্জুর করেছেন। পাশাপাশি এই ইলেকশন পিটিশন যাতে দ্রুত নিষ্পত্তি হয় সেই আবেদন করেছেন কল্যাণ।

একপ্রকার ক্ষোভপ্রকাশ করে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর আইনজীবী কল্যাণ বলেন, 'এর আগেও বহু ইলেকশন পিটিশন হয়েছে। ৫ বছরেও তা নিষ্পত্তি হয় না। কলকাতা হাইকোর্টের অলিখিত নিয়মই হয়ে দাঁড়িয়েছে বিষয়টি।'

শুভেন্দুর আইনজীবী এদিন জানান, এই মামলার সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য সংরক্ষণ করা হয়েছে। ফলে মামলায় বিলম্ব হওয়ার কোনও যুক্তিসংগত কারণ নেই।

রোগীপিছু বরাদ্দ বৃদ্ধিতে স্বস্তি

কলকাতা, ৪ অগাস্ট : সরকারি হাসপাতালে ভর্তি থাকা রোগীদের জন্য খাবারের বরাদ্দ বৃদ্ধিতে সরকারের সিদ্ধান্তই বহাল রইল। রোগীপিছু ৫৭ টাকার খাবারের বরাদ্দ বাড়িয়ে ১১২ টাকা করার প্রাইসচার্ট ঘোষণা করে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সরকার। তবে এই সংক্রান্ত বিষয়ে আগে থেকে মামলা বিচারাধীন থাকায় কীভাবে নতুন টেন্ডার ডাকা হয়েছে তা নিয়ে মামলা করে একটি সংস্থা। তাই রাজ্যের ২৩ জুলাইয়ের বিজ্ঞপ্তিতে স্থগিতাদেশ দিয়েছিল হাইকোর্টের একক বেঞ্চ। আপাতত নতুন টেন্ডার কার্যকর হবে না বলে জানিয়ে দেয় রাজ্যের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর। মঙ্গলবার একক বেঞ্চের স্থগিতাদেশের নির্দেশ খারিজ করেছে বিচারপতি শম্পা সরকার ও বিচারপতি অজয়কুমার গুপ্তার ডিভিশন বেঞ্চ। ফলে রোগীর খাবারে বরাদ্দ বৃদ্ধিতে বাধা রইল না নতুন সরকারের। ডিভিশন বেঞ্চ এদিন মন্তব্য করে, 'মামলার জন্য সরকারি হাসপাতালের রোগীদের খাদ্য পরিষেবায় ব্যাঘাত ঘটানো যায় না।' টেন্ডার সংক্রান্ত জটিলতা না মেটা পর্যন্ত পুরোনো সংস্থাই নতুন নির্ধারিত মূল্যে খাবার সরবরাহ চালিয়ে যাবে।

তৃণমূল সরকারের আমলে হাসপাতালে রোগীদের খাবারের মূল্য নির্ধারণের জন্য একটি ব্রড বেসড কমিটি গঠনের নির্দেশ দিয়েছিল হাইকোর্ট। ওই কমিটি খাবারের মূল্য সংক্রান্ত তালিকা তৈরির পর নতুন টেন্ডার ডাকা যাবে বলে জানিয়ে দিয়েছিল আদালত। কিন্তু নতুন সরকারের আমলে ওই কমিটির রিপোর্ট জমা পড়ার আগে টেন্ডার ডাকা হয়। রোগী পিছু বরাদ্দ বৃদ্ধি করে ২৩ জুলাই বিজ্ঞপ্তি জারি করে শুভেন্দুর সরকার। ফলে রীতিমতো ক্ষোভপ্রকাশ করে টেন্ডারের ওপর অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দেওয়া হয়েছিল। একক বেঞ্চের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হয়েছে রাজ্য সরকার। এদিন রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল সুরজিৎ নাথ মিত্র সওয়াল করেন, আদালতের নির্দেশ মতো কমিটি গঠন করা হয়েছিল। তারা খাবারের তালিকা, গুণগত মান, উপযুক্ত মূল্য সহ সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কিন্তু মামলা আদালতের বিচারাধীন থাকায় টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করে নতুন সরবরাহকারী সংস্থাকে নির্বাচন করা সম্ভব হচ্ছে না। তার মধ্যে একক বেঞ্চ অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দিয়েছে। ডিভিশন বেঞ্চ প্রশ্ন তোলে, 'প্রাইস ইন্ডেক্স বেড়েছে তাতে এক মত, কিন্তু এভাবে চললে কীভাবে নতুন সিদ্ধান্ত নেবে রাজ্য সরকার?' তারপরেই একক বেঞ্চের এই নির্দেশ খারিজ করে দেওয়া হয়েছে। তবে পূর্বের টেন্ডার সহ বাকি মামলার শুনানি একক বেঞ্চেই নিষ্পত্তি হবে।

শ্রদ্ধাজ্ঞাপন

পানিহাটি, ৪ অগাস্ট : প্রায় দু'দশকের নির্বাসন কাটিয়ে কলকাতায় ফিরে মঙ্গলবার পানিহাটিতে 'বাঙালি নারী জাগরণের পথিকৃৎ' বেগম রোকেয়ার সমাধিতে শ্রদ্ধা জানালেন তসলিমা নাসরিন। পাশাপাশি বাংলাদেশের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি প্রসঙ্গে তসলিমার অভিমত, 'শেখ হাসিনার দলের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে তাঁকে রাজনীতিতে ফেরার সুযোগ দেওয়া উচিত।'

পরীক্ষাই মাপকাঠি

কলকাতা, ৪ অগাস্ট : রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে পিএইচডি-তে ভর্তির ক্ষেত্রে একমাত্র মাপকাঠি হবে জাতীয় স্তরের প্রবেশিকা পরীক্ষা। রাজ্যের উচ্চশিক্ষা দপ্তরের জারি করা এক নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে ভর্তির জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলি আর নিজেদের মতো করে প্রবেশিকা পরীক্ষা নিতে পারবে না। ইউজিসি-নেট, সিএসআইআর-নেট, গেট, সিইইডি বা সমমানের সর্বভারতীয় পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতেই প্রাথমিক নির্বাচন হবে। এরপর ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে নির্বাচিত প্রার্থীদের বেছে নেওয়ার এক্তিয়ার থাকবে প্রতিষ্ঠানগুলির হাতে। উচ্চশিক্ষা দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে, সরকারি, সরকারপোষিত, অনুদানপ্রাপ্ত ও বেসরকারি, সব বিশ্ববিদ্যালের ক্ষেত্রেই এই শর্ত প্রযোজ্য হবে।

বন্দে মাতরম মামলা

কলকাতা, ৪ অগাস্ট : জাতিধর্মবর্ণনির্বিশেষে বন্দে মাতরম গাওয়া বাধ্যতামূলক কি না, তা নিয়ে কেন্দ্রের বক্তব্য জানতে চাইল কলকাতা হাইকোর্ট। রাজ্যের মাদ্রাসাগুলিতে বন্দে মাতরম গাওয়া বাধ্যতামূলক সংক্রান্ত রাজ্যের বিজ্ঞপ্তিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছে। এর ফলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ব্যাঘাত ঘটার আশঙ্কা করছেন আবেদনকারী। মঙ্গলবার এই মামলাতে ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি পার্থসারথি চট্টোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ মন্তব্য করে, 'এখানে হাজারেরও বেশি কনভেনশন স্কুল রয়েছে। খ্রিস্টান স্কুলগুলিতে 'গড'-এর উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করতে বলা হয়। যে কোনও প্রতিষ্ঠানে এটা হতে পারে। তাতে কি নির্দিষ্ট কোনও গোষ্ঠী বা ধর্মের নির্দিষ্ট কিছু ছাত্র যদি বলতে পারে যে, বিষয়টি কেন বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে? এতে কি মাথায় আকাশ ভেঙে পড়বে? যদি এমন কোনও কোর্স থাকে যেটা নিজস্ব ধর্মসম্মত নয়, তাতে সমস্যার কী আছে?'

এনআইএ কোর্ট

কলকাতা, ৪ অগাস্ট : সন্ত্রাসবাদ দমন ও জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত মামলার বিচারে গতি আনতে মঙ্গলবার আনুষ্ঠানিকভাবে দুটি এনআইএ কোর্টের উদ্বোধন হল। কলকাতা সহ মোট ১৯টি জেলার এনআইএ সংক্রান্ত মামলার শুনানি হবে এই দুটি আদালতে। শিলিগুড়ির অতিরিক্ত জেলা বিচারকের প্রথম আদালতে শুধুমাত্র দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ারের এনআইএ মামলার বিচারের দায়িত্ব থাকবে।

আজ রাজ্যে মহিলা কমিশন

কলকাতা, ৪ অগাস্ট : নারী সুরক্ষা ও ক্ষমতায়নে জোর দিয়ে তিন দিনের সফরে কলকাতায় পৌঁছাচ্ছে জাতীয় মহিলা কমিশনের প্রতিনিধি দল। কমিশনের অধ্যক্ষ বিজয়া রহাটকারের নেতৃত্বে আসা এই প্রতিনিধিদলটি বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার পর্যালোচনা করবে। সফরে রয়েছে বিশেষ দুটি জনশুনানি, যা মহিলাদের অভিযোগ জানানোর সুযোগ করে দেবে।

শুনানি আজ

কলকাতা, ৪ অগাস্ট : সুপ্রিম কোর্টের অনুরোধের পরই দ্রুত তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিদেশযাত্রা সংক্রান্ত মামলা শুনতে প্রস্তুত কলকাতা হাইকোর্ট। মঙ্গলবার অভিষেকের আইনজীবী বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের এজলাসের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিচারপতিও রাজ্যের অতিরিক্ত অ্যাডভোকেট জেনারেল রাজদীপ মজুমদারকে ডেকে জানিয়ে দেন, বুধবার দিনের শুরুতেই মামলার শুনানি হবে।

Government of West Bengal

Office of the District Magistrate & Collector

(Land Acquisition Section) Uttar Dinajpur, Raiganj at Karnajora

Memo No : 275/LA Date : 31/07/2026

Notice

Applications are invited from the retired Government Employees for engagement on purely contractual basis for the purpose of acquisition of land in connection with projects "Aluabari Road-New Jalpaiguri 3rd & 4th Railway line Project" in the district of Uttar Dinajpur.

The engagement is purely on contractual basis for 12 (Twelve) months and if needed the contract period may be extended only upto the completion of the above mentioned projects.

Sl No.	Name of the Post	No of Post	Eligibility	Remuneration per Month
1	Additional Land Acquistion Officer	1	Working experience as Additional LAO/SRO-I in L.A. or L.R. Setup.	Last pay drawn minus pension, (in terms of No. 1704-LA-3M-07/06 dated 06.06.2006 of L&LR Department, LA Branch)
2	Assistant Land Acquistion Officer	2	Working experience as Assistant LAO/SRO-II in L.A. or L.R. Setup.	Last pay drawn minus pension, (in terms of No. 1704-LA-3M-07/06 dated 06.06.2006 of L&LR Department, LA Branch)
3	Surveyor	2	Working experience as Surveyor in L.A. Setup or any other State Government Department	Last pay drawn minus pension, (in terms of No. 1704-LA-3M-07/06 dated 06.06.2006 of L&LR Department, LA Branch)
4	Clerical Staff	4	Working experience as LDC/UDC/HC in any State Government Department	Last pay drawn minus pension, (in terms of No. 1704-LA-3M-07/06 dated 06.06.2006 of L&LR Department, LA Branch)
5	Chainman	2	Working experience as Amin in L.R. Setup.	Last pay drawn minus pension, (in terms of No. 1704-LA-3M-07/06 dated 06.06.2006 of L&LR Department, LA Branch)
6	Process Serving Peon-Messenger Peon	4	Working experience as Peon in any State Government Department.	Last pay drawn minus pension, (in terms of No. 1704-LA-3M-07/06 dated 06.06.2006 of L&LR Department, LA Branch)

SCHEDULE

1. Last date of submission of application : 10/08/2026
2. Upper age limit : 64 years as on 01.08.2026.
3. Application to be submitted to the : Office of the District Magistrate, (Land Acquisition Section), Raiganj at Karnajora, Uttar Dinajpur, Pin : 733130, in format enclosed.
4. After scrutiny of papers, a list of candidates for walk-in-interview will be published in District website and Office Notice Board with schedule of walk-in-interview (date, time and place).

*** No T.A./D.A. will be allowed with attending the interview.

Sd/-
District Magistrate
Uttar Dinajpur

APPLICATION FORMAT

To
The District Magistrate & Collector,
(Land Acquisition Section)
Uttar Dinajpur.

Affix passport Size Photograph duly signed by the applicant

01. Name in full (in block letter) :
02. P.P.O. No. (Photo copy to be enclosed) :
Last final release order issued by the Head of Office
03. Last pay Drawn (attach last pay slip) :
04. Amount of pension drawn :

Basic pension	Dearness relief	Medical Allowance	Gross pension

05. Postal Address :
(Attached self address envelop 10cm x 25 cm affixing postage stamp of Rs 5/-)
06. Educational qualification (Testimonial to be enclosed) :
07. Date of Birth (Supporting documents to be attached) :
08. Age as on 01.08.2026 :
09. Date of retirement :
10. Experience :
11. Last place of posting with designation :
12. Post applied for :
13. Knowledge of computer operation (Yes/No) :
14. Contact No :

I do hereby undertake that the particulars furnished above are true to the best of my knowledge and belief. If any of the particulars supplied is found wrong at any stage of engagement, my candidature will be cancelled forthwith without assigning any reason thereof. I also undertake that, I understand the application is against a contractual engagement and the same can be terminated at any stage without assigning any reason.

Date:
Place:

Signature of the applicant

■ ৪৭ বর্ষ ■ ৭৯ সংখ্যা, বুধবার, ১৯ শ্রাবণ ১৪৩৩

বাঁকিপুরের ঝাঁকি

নয়াদিল্লির যন্তরমন্তরে জেন জেড আন্দোলনের সময় আলোচনায় উঠে এসেছিল, দেশের তরুণ প্রজন্মের অর্ধেক যদি শাসকদলের বিরুদ্ধে ভোট দেয়, তাহলে ঘটি উলটে যাবে। বিহারের বাঁকিপুর বুঝিয়ে দিল, আলোচনাটির সারবত্তা আছে। বিজেপির খোদ সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীনের দীর্ঘদিনের গড় ধসে গেল বাঁকিপুরে। শুধু বিজেপি প্রার্থীর পরাজয় হয়নি, দলের প্রাপ্ত ভোটের হারে বিরাট ধাক্কা লেগেছে। বাঁকিপুরের ১৮০ ডিগ্রি মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার তাৎপর্য গভীর।

গোটা দেশের প্রেক্ষাপটে এই পরিস্থিতিকে 'ইয়ে সির্ফ ঝাঁকি হ্যায়, বাঁকিপুর আভি বাকি হ্যায়' বলা যায় কি না, তা ভবিষ্যৎ ঠিক করবে। কিন্তু সন্দেহ নেই যে, বিরোধীদের দশা যতই ছন্নছাড়া হোক, মানুষ বিরূপ হলে শাসক শিবিরকে উচিত শিক্ষা দিয়ে দিতে পারে। নীতীশ কুমারকে সরিয়ে সম্রাট চৌধুরীকে মুখ্যমন্ত্রী করার সিদ্ধান্ত বিহারবাসী ভালো মনে মেনে নিতে পারেননি বলে প্রাথমিকভাবে মনে হচ্ছে।

বিজেপি নেতাদের অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস এই শোচনীয় পরাজয়ের আরেক কারণ। এখন বিহারে শাসকদলের অনেক নেতা বলতে শুরু করেছেন, তাঁদের মধ্যে ধারণা তৈরি হয়েছিল যে, বিজেপি যা বলবে বা করবে, তা-ই মানুষ বিনা বাক্যব্যয়ে মেনে নিতে পারে। বিশেষ করে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রবিশংকর প্রসাদের বক্তব্য মানুষ প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি বলেছিলেন, কুকুর, বেড়ালকে প্রার্থী করলেও বাঁকিপুর জিতে যাবে।

নীতিন নবীনের গড় সম্পর্কে এই আত্মম্ভরিতা বিজেপিতে তৈরি হয়েছিল। ফলে বাঁকিপুরে প্রশান্ত কিশোরের এই জয়ে বিজেপি প্রার্থীর চেয়েও বেশি পরাজয় হয় বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতির। ওই কেন্দ্রে ভোটের হারে ধাক্কা হিসেবে সেটা স্পষ্ট। এই শতাব্দীতে বাঁকিপুরে বিজেপি কখনও ৫০ শতাংশের কম ভোট পায়নি। ২০০০ সালে ওই হার ছিল ৫৪.৯ শতাংশ। সেই হার বাড়তে বাড়তে ২০০৬ সালের উপনির্বাচনে হয় ৮২.৩ শতাংশ। ২০১০-এর নির্বাচনে ছিল ৭২.১ শতাংশ।

২০২৫-এও ছিল ৬২.৭ শতাংশ। আর প্রশান্ত কিশোর জেতায় ২০২৬-এ ওই হার একধাক্কায় নেমে হল ৩৪.৫ শতাংশ। অর্থাৎ এক বছরে কমেছে ২৮ শতাংশের কাছাকাছি। অন্যদিকে, জন সুরজ পার্টির প্রাপ্ত ভোট দাঁড়াল ৪৯.৪ শতাংশে। এটা নিঃসন্দেহে বিজেপির দুর্ভেদ্য গড়ে বিরাট ফাটল। যন্তরমন্তরের আন্দোলনের জেরে তরুণসমাজ যে বিজেপিকে বাঁকিপুরে ভোট দেয়নি, তা নিয়ে কোনও সংশয় নেই। আগামীদিনের জন্য যা অশনিসংকেত।

বিহারে বিজেপি নেতাদের একাংশের বক্তব্য সঠিক যে, দলের কমিটেড ভোটারদের কেউ কেউ মত বদলেছেন। কমিটেড হলেই মুখ বুজে দলের সব কথা মেনে নাও নিতে পারেন। সর্বভারতীয় শাসকদলের কাছে বড় বার্তা হল, শক্তপোক্ত বিরোধী নেই বলে যা খুশি করা যাবে না। তাহলে পরিণাম হতে পারে বাঁকিপুরের মতো। দেশে বিজেপির শাসন যে দলের লোকদের সবাইকে খুশি করতে পারছে না- সেই বার্তাও দিয়ে গেল বাঁকিপুর।

অথচ তরুণ প্রজন্ম শুধু নয়, বিজেপির কট্টর সমর্থকরাও সবাই পদ্ম চিহ্নে ভোট দেননি। উচ্চবর্ণ, দলিত ও অন্য অনগ্রসর সম্প্রদায়কে একসূত্রে গেঁথে নীতীশ কুমার মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন বিহারের রাজনীতিতে জাতপাতকে একসূত্রে গেঁথে রেখেছিলেন। সেই ঐক্য তৈরি করতে ব্যর্থ হয়েছেন নতুন মুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরী। তাছাড়া তাঁর অপরাধের অতীত ও দলবদলের রেকর্ড ভোটারদের একাংশকে নিশ্চিতভাবে বিরূপ করেছিল।

বাঁকিপুর তাই একসঙ্গে অনেক শিক্ষা দিয়ে গেল যে কোনও শাসকদলকে। বিরোধীরা শক্তিশালী না হলেও মানুষ দৃঢ়ভাবে নিজের মত প্রকাশ করতে পারে। সেক্ষেত্রে তুলনায় দুর্বল বিরোধীকেই বেছে নিতে পারে সাধারণ জনতা। বিশেষ করে আকাশছোঁয়া দ্রব্যমূল্য, জ্বালানির দাম বৃদ্ধি, চরম বেকারত্ব, কর্মসংস্থানের অভাব ইত্যাদি এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে, মানুষ অন্ধের মতো আর বিজেপিকে সমর্থন করতে চাইছে না। বিভিন্ন রাজ্যে আসন্ন বিধানসভা ও ২০২৯-এর লোকসভা নির্বাচন বিজেপির কাছে অগ্নিপরীক্ষা।

অমৃতধারা

সাধারণত চেতনা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে- এদিকে ওদিকে ছুটে বেড়ায়, এ বিষয় বা ও বিষয়ের ওপর ঘুরে ফেরে। যখন স্বভাবতে ভালো কিছু করতে হয় তখন প্রথম কাজ যা তুমি করবে তা হচ্ছে এইসব ছড়িয়ে পড়া চেতনাকে জড়ো করে এনে একাগ্র করে ধরা। তখন যদি তুমি ঠিকভাবে লক্ষ কর তাহলে দেখবে যে তখন চেতনা একস্থানে ও এক বিষয়ের ওপর একাগ্র হয়েছে- যেমন হয় যখন তুমি কোনও কবিতা লেখ বা কোনও উদ্ভিদবিদ কোনও ফুলের স্বরূপ সম্বন্ধে পরীক্ষা করে। যদি তুমি কোনও চিন্তাতে একাগ্র হও তাহলে মস্তিষ্কের কোনও একস্থানে হবে, যদি তুমি কোনওভাবে একাগ্র হও, তাহলে হৃদয়ে হবে। যৌগিক একাগ্রতাও সাধারণভাবে সেই একই জিনিস- কেবল তা আরও বিস্তৃত ও গভীর হবে।

-শ্রীঅরবিন্দ

ইভিএমে যুব-বিদ্রোহ : সতর্কবার্তা

নিট দুর্নীতি ও দিল্লির ছাত্র আন্দোলনের জমানো ক্ষোভ আছড়ে পড়ল ইভিএমে; তিন দশকের গেরুয়া দুর্গ বাঁকিপুরের পতন যেমন মোদি সরকারের অহংকারে বড়সড়ো ধাক্কা, তেমনই বিকল্প হিসেবে পুরোনো দলের বদলে নতুন মুখ বেছে নেওয়াটা বিরোধীদের জন্যও এক গভীর সতর্কবার্তা।

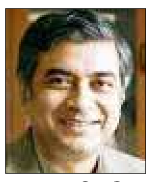

জয়জিৎ বণিক

বাঁকিপুরে জয়ের পর অনুরাগীদের সঙ্গে প্রশান্ত কিশোর। -ফাইল চিত্র

রাজনীতিতে একটা কথা খুব প্রচলিত আছে— দেওয়ালের লিখন পড়তে না পারলে তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়তে সময় লাগে না। সোমবার দেশের তিনটি বিধানসভা উপনির্বাচনের ফলাফল যেন সেই প্রবাদেরই এক নিখুঁত বাস্তব চিত্র। গুজরাটের মাঞ্জলপুরে গেরুয়া শিবির নিজেদের একচ্ছত্র আধিপত্য কোনওমতে ধরে রাখতে পারলেও, বিহারের বাঁকিপুর এবং মধ্যপ্রদেশের দতিয়ার ফলাফল জাতীয় রাজনীতিতে রীতিমতো ভূমিকম্প তৈরি করেছে। গত ৩০ বছর ধরে ভারতীয় জনতা পার্টির 'অভেদ্য দুর্গ' বলে পরিচিত বাঁকিপুর আসনের পতন শুধু বিরোধীদেরই উল্লসিত করেনি, বরং খোদ বিজেপির অন্দরে জমে থাকা ক্ষোভ আর দলের কট্টর ভোটব্যাংকে ধরে যাওয়া ফাটলটাকে একেবারে রাস্তার মোড়ে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। 'ব্র্যান্ড মোদি' আর জাতপাতের পুরোনো পাটিগণিত দিয়ে যে সাধারণ মানুষের ক্ষোভকে আর ধামাচাপা দেওয়া যাচ্ছে না, এদিনের ইভিএম যেন সেটাই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল।

এই বদলের সবচেয়ে জোরালো হাওয়াটা উঠেছে বিহারের বাঁকিপুরে। ১৯৯৫ সাল থেকে টানা তিন দশক ধরে এই আসনটি ছিল বিজেপির খাসতালুক। কিন্তু সেই দুর্গে এবার প্রথমবার পা রেখেই ইতিহাস তৈরি করলেন ভোটকুশলী থেকে নেতায় পরিণত হওয়া প্রশান্ত কিশোর এবং তাঁর 'জন সুরাজ পার্টি'। নির্বাচন কমিশনের পরিসংখ্যান বলছে, বিজেপি প্রার্থী নীরজকুমার সিনহাকে প্রায় কুড়ি হাজারের বিপুল ভোটের ব্যবধানে হারিয়েছেন পিকে। জয়ের পর তাঁর সেই তির্যক মন্তব্য— '৩০ বছরের দুর্গ মাত্র ৩০ দিনে ভেঙে পড়ল'— দিল্লির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে একেবারে সপাটে থাপ্পড় মারার মতোই।

ক্ষমতার অন্ধ অহংকার যে পতনের সবচেয়ে বড় কারণ, তা এখন দিনের আলোর মতোই পরিষ্কার। প্রচারের সময় খোদ বিজেপির এক সাংসদ চরম দাম্ভিকতার সঙ্গে বলেছিলেন, 'বাঁকিপুরে বিজেপির টিকিটে একটা কুকুর বা বেড়াল দাঁড়ালেও জিতবে!' সাধারণ ভোটারদের প্রতি এই চরম অবজ্ঞা যে বুমেরাং হতে পারে, তা হয়তো তাঁরা ভাবেনওনি। লজ্জাজনক এই হারের পর আজ এনডিএ শরিক লোক জনশক্তি পার্টির এক সাংসদই ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলছেন, 'দলের একজন প্রবীণ নেতা কী করে ভোটারদের এমন অপমান করতে পারেন?' খোদ শরিক নেতারাই আজ আড়ালে মানছেন, এই হার আসলে ক্ষমতার দাম্ভিকতারই কড়া শাস্তি।

এই বিপর্যয় বিজেপির ভেতরের সমীকরণকেও একেবারে ঘেঁটে দিয়েছে। নীতিন নবীন, যাঁর হাতে এই বাঁকিপুর কেন্দ্রটি দীর্ঘকাল ধরে সুরক্ষিত ছিল এবং গত বছরও যিনি এখান থেকে ৫০ হাজার ভোটে জিতেছিলেন, এই হার তাঁর কাছে এক মারাত্মক ধাক্কা। জেপি নাড্ডার পর দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে দলের বহু প্রবীণ ও হেভিওয়েট দাবিদারকে টপকে আচমকাই নীতিন নবীনকে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি পদে বসানো হয়েছিল। দলের এক প্রবীণ নেতার মতে, পুরোনোদের সরিয়ে হঠাৎ করে এই নতুন প্রজন্মকে শীর্ষ পদে আনার সিদ্ধান্ত দলের অন্দরে বহু প্রতিষ্ঠিত নেতাকে ক্ষুব্ধ করেছিল। নবীন সভাপতি হওয়ার পর এই বাঁকিপুরে নিজের হাতে প্রার্থী বাছাই করেছিলেন। ফলে এই হারের সম্পূর্ণ দায়ভার এখন সরাসরি তাঁরই ঘাড়ে এসে পড়েছে।

পাশাপাশি, এই উপনির্বাচন ছিল বিহারের নতুন মুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরীর কাছেও প্রথম বড় অগ্নিপরীক্ষা। মাত্র চার মাস আগে নীতীশ কুমারকে সরিয়ে তাঁকে মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে বসায় বিজেপি। জেডিইউ-এর এক শীর্ষ নেতার কথায়, 'আট মাস আগের বিপুল জয়ের পর এবং সম্রাটকে মুখ্যমন্ত্রী করার পর এটাই ছিল আমাদের প্রথম নির্বাচন। এই হার বিজেপি এবং এনডিএ জোট— উভয়ের জন্যই এক মারাত্মক সতর্কবার্তা।' প্রশান্ত কিশোর অত্যন্ত সুকৌশলে এই নির্বাচনটিকে সরাসরি সম্রাট চৌধুরীর বিরুদ্ধে এক 'গণভোট'-এ পরিণত করেছিলেন। প্রচারে গিয়ে তিনি সাধারণ মানুষকে খোলাখুলি বলেছিলেন, সম্রাটকে মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে সরাতে চাইলে বিজেপিকে হারিয়ে সরাসরি মোদিজিকে বার্তা দিন। আজ বিজেপির নেতারাই আড়ালে মানছেন, পিকে তাঁর কৌশলে পুরোপুরি সফল।

বিজেপির এই রক্তক্ষরণ দেখে স্বভাবতই দারুণ উচ্ছ্বসিত বিরোধী শিবির। দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা আপ সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়াল এক্স হ্যান্ডেলে প্রশান্ত কিশোরকে অভিনন্দন জানিয়ে লিখেছেন, 'বিজেপি তাদের সর্বভারতীয় সভাপতির আসনটুকুও ধরে রাখতে পারল না! বাঁকিপুরে বিপুল ব্যবধানে জয়ী হওয়ার জন্য প্রশান্ত কিশোরজিকে অনেক অভিনন্দন।' একইসঙ্গে মোদি সরকারকে তীব্র আক্রমণ করে কেজরিওয়াল তোপ দেগেছেন, 'বিজেপির পায়ের তলার মাটি সম্পূর্ণ সরে গিয়েছে। ফান্ড চুরি, প্রশ্নপত্র ফাঁস, ই-২০ নীতি... সাধারণ মানুষের মনে মোদি সরকারের প্রতি গভীর ক্ষোভ জমেছে। ওদের অহংকার আজ ভেঙে চুরমার। দেশের মানুষ পরিবর্তনের স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়ে দিল।'

বিজেপির একাংশ ভেবেছিলেন বাঁকিপুরে দলের টিকিটে 'কুকুর-বেড়াল' দাঁড়ালেও জিতবে, কিন্তু ক্ষমতার সেই দাম্ভিক ফানুস ফুটো করে দিয়েছে তরুণ প্রজন্মের ক্ষোভ। নীতিন নবীন বা সম্রাট চৌধুরীর মতো নেতাদের ব্যর্থতা প্রমাণ করছে, শুধু কট্টর ভোটব্যাংকের ভরসায় আর পার পাওয়া যাবে না। পাশাপাশি, সিজেপি-র আন্দোলন মূলধারার বিরোধীদেরও বুঝিয়ে দিল, যুবসমাজের নাড়ির স্পন্দন বুঝতে ব্যর্থ হলে আরজেডি-র মতোই তাদেরও রাজনৈতিক প্রাসঙ্গিকতা হারাতে হবে।

কেজরিওয়াল যে প্রশ্নপত্র ফাঁসের প্রসঙ্গটি তুলেছেন, তা পরিস্থিতি বিচারের ক্ষেত্রে একেবারে নিখুঁত। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, উপনির্বাচনের ফলকে দিল্লির যন্তরমন্তরে গত কয়েক সপ্তাহ ধরে চলা জেন জেড প্রজন্মের 'ককরোচ জনতা পার্টি'-র ছাত্র আন্দোলন থেকে আলাদা করে দেখার কোনও জায়গাই নেই। নিটে নজিরবিহীন দুর্নীতি, লাখ লাখ ছেলেমেয়ের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ এবং বেকারত্ব নিয়ে করা 'আরশোলা' মন্তব্যের জেরে গোটা দেশের তরুণদের মনে যে ক্ষোভ জমেছিল, তা আজ যন্তরমন্তরের সীমানা ছাড়িয়ে সোজাসুজি ইভিএমে। বিজেপির এক সাংসদ অকপটে স্বীকার করেছেন, 'মানুষ আমাদের সব মেনে নেবে কারণ কোনও যোগ্য বিকল্প নেই— এই ধারণাটা একেবারেই ভুল। সিজেপি-র ছাত্র আন্দোলনের মতোই আজ তরুণ প্রজন্ম এবং আমাদের নিজেদের ভোটব্যাংকও আমাদের দিকে প্রশ্ন ছুড়ে দিচ্ছে।'

একই তীব্রতার ধাক্কা এসেছে মধ্যপ্রদেশের দতিয়া আসন থেকেও। রাজকীয় মেজাজে প্রচার এবং সিনিয়ার নেতা নরোত্তম মিশ্রকে সরিয়ে আশুতোষ তিওয়ারিকে টিকিট দেওয়া সত্ত্বেও বিজেপিকে সেখানে হারের মুখ দেখতে হয়েছে। কংগ্রেসের ঘনশ্যাম সিং সেখানে জয় ছিনিয়ে নিয়েছেন। মধ্যপ্রদেশ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা উমঙ্গ সিংঘারের মতে, এই নির্বাচন শুধু বিজেপির প্রার্থীদের বিরুদ্ধে ছিল না, এটি ছিল খোদ সরকারের দমনমূলক আচরণের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ। এই প্রবল ঝোড়ো হাওয়ার মধ্যেও বিজেপির একমাত্র স্বস্তির জায়গা গুজরাটের মাঞ্জলপুর আসনটি। ২০০৮ সালে তৈরি হওয়ার পর থেকে কোনওদিন সেখানে ৬৫.৫ শতাংশের নীচে ভোট পায়নি বিজেপি। এবারও দলের প্রার্থী সত্যেন্দ্রভাই প্যাটেল কংগ্রেসের ভিখাভাই রাবারির চেয়ে ৩০ হাজারেরও বেশি ভোটে এগিয়ে জয় সুনিশ্চিত করেছেন। কিন্তু একটিমাত্র আসন দিয়ে বাঁকিপুর বা দতিয়ার মতো হেভিওয়েট কেন্দ্রের ক্ষত ঢাকা বিজেপির পক্ষে একেবারেই অসম্ভব।

তবে পুরো বিষয়টার সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক হল— বিজেপির এই বিপর্যয় মূলধারার বিরোধী দলগুলোর জন্যও কিন্তু কোনও খুশির খবর বয়ে আনেনি। কেজরিওয়াল বা অন্য বিরোধী নেতারা যতই হাততালি দিন না কেন, বাঁকিপুরের একটু গভীরে গেলেই এক মারাত্মক সত্যি সামনে চলে আসে। বিজেপির প্রতি ক্ষুব্ধ ভোটাররা কিন্তু বিহারের প্রধান বিরোধী দল আরজেডি-র দিকে একবারও ফিরে তাকাননি। গত বিধানসভা নির্বাচনে যেখানে আরজেডি প্রায় ৩০ শতাংশ ভোট পেয়েছিল, এবার তা অবিশ্বাস্যভাবে ধসে গিয়ে দাঁড়িয়েছে মাত্র ১১ শতাংশের সামান্য বেশিতে! অর্থাৎ, সাধারণ মানুষ বিজেপির বিকল্প হিসেবে পুরোনো বিরোধী দলগুলোকে না বেছে, প্রশান্ত কিশোরের মতো এক নতুন ও বিশ্বাসযোগ্য মুখের ওপর ভরসা রেখেছে।

একেবারে একই ছবি দেখা গিয়েছে দতিয়াতেও। সেখানে কংগ্রেস জিতলেও, চন্দ্রশেখর আজাদের 'আজাদ সমাজ পার্টি' প্রায় ১৩ হাজার ভোট নিজেদের পকেটে পুরে নিয়েছে। এর অঙ্কটা খুব পরিষ্কার— বিজেপি-বিরোধী ভোট আজও মারাত্মকভাবে ভাগ হয়ে আছে। মোদি সরকারের নীতি বা পরিচালনায় সাধারণ মানুষ চরম বিরক্ত হলেও, তারা চোখ বন্ধ করে কংগ্রেস বা আরজেডি-কে ক্ষমতায় বসাতে রাজি নয়। বিকল্প যদি মেকি বা পুরোনো ধাঁচের হয়, তবে মানুষ সেখানেও নতুন মুখের খোঁজ করছে।

সব মিলিয়ে, এই রায় বিরোধী শিবিরের জন্য এক চরম শিক্ষণীয় মুহূর্ত। শুধু মোদি-বিরোধিতা আর সরকারের সমালোচনা করে যে ভোট জেতা যায় না, তার জ্বলন্ত প্রমাণ এই বাঁকিপুর। যুবসমাজ আজ এমন এক বিরোধী শক্তি চাইছে যা সস্তা রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে শিক্ষা, কর্মসংস্থান এবং শাসনব্যবস্থার স্থায়ী সংস্কারের একটা স্পষ্ট রূপরেখা দিতে পারবে। মূলধারার বিরোধী দলগুলো যদি তরুণ প্রজন্মের এই ক্ষোভ বা নতুন জনজোয়ারকে এক ছাতার তলায় এনে একটা বিশ্বাসযোগ্য জোট তৈরি করতে না পারে, তবে ভোট কাটাকাটির এই খেলায় নতুন নতুন আঞ্চলিক শক্তির উদ্ভব হতেই থাকবে। আর সে ক্ষেত্রে, বিরোধীদের দিল্লির মসনদ দখলের স্বপ্নটা স্বপ্নই থেকে যাবে।

(লেখক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক)

আজ

১৯৩১

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন অভিনেত্রী গীতা দে।

১৯৭৪

অভিনেত্রী কাজলের জন্ম আজকের দিনে।

আলোচিত

ধর্মীয় রাজনীতি নারীবিদ্বেষী এবং সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর। বাংলাদেশে জামায়াতে ইসলামির রাজনীতি নিষিদ্ধ হলে আমার আপত্তি থাকবে না। কারণ, দলটি শরিয়ত আইন ও নারীবিরোধী নীতির পক্ষে অবস্থান নেয়। যা সংখ্যালঘু ও নারীদের অধিকারের জন্য বিপজ্জনক হতে পারে। তবে শেখ হাসিনার দলের ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা উচিত। ওই দলটিকেও রাজনীতিতে অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হোক।

- তসলিমা নাসরিন

ভাইরাল/১

স্কুলে ঢুকে শিক্ষিকাকে ৩০ সেকেন্ডে ৩০ বার ছুরিকাঘাত! হরিয়ানার ফরিদাবাদে নৃশংস খুনের ভিডিও ভাইরাল। এক মুখোশধারী তরুণ ওই শিক্ষিকাকে অনবরত ছুরি মারতে থাকে। তারপর সেখান থেকে পালিয়ে যায়। সেখানেই লুটিয়ে পড়েন শিক্ষিকা।

ভাইরাল/২

স্কুলে ক্লাস চলাকালীন টেবিলের ওপর ঘুমিয়ে কাদা শিক্ষক। পাশে বসে খুদে পড়ুয়ারা মোবাইলে গেম খেলায় ব্যস্ত। উত্তরপ্রদেশের কনৌজে সরকারি স্কুলের ক্লাসরুমে ঘুমন্ত শিক্ষক এবং মোবাইলে মগ্ন পড়ুয়াদের ভিডিওটি সামাজিক মাধ্যমে ঝড় তুলেছে।

জনমন
জনমত

অটুট থাকুক সোনালি বন্ধুত্ব

জীবন এক দীর্ঘ পথচলা। এই পথে কখনও রোদ্দুর ঝলমলে সকাল, কখনও ঝড়-বৃষ্টিতে ভেজা বিকেল, আবার কখনও গভীর অন্ধকার রাত। পথের প্রতিটি বাঁকে আমরা অনেক মানুষের সঙ্গে পরিচিত হই। কেউ আসে, কিছুটা পথ হেঁটে চলে যায়। কিন্তু কিছু মানুষ থেকে যায় আজীবন- পরিচয়ের গণ্ডি ছাড়িয়ে, আত্মীয়তার সংজ্ঞা ছাপিয়ে, হৃদয়ের সবচেয়ে আপন মানুষ হয়ে। তারাই বন্ধু। বহু বছর পর কোনও পুরোনো বন্ধুর ফোন কিংবা হঠাৎ সাক্ষাৎ যেন মুহূর্তেই ফিরিয়ে নিয়ে যায় সেই স্বর্ণালি দিনগুলোয়।

কিন্তু আজকের পৃথিবী বদলেছে। প্রযুক্তি আমাদের হাতের মুঠোয় এনে দিয়েছে গোটা বিশ্বকে। হাজার হাজার ফলোয়ার, শত শত ফ্রেন্ড লিস্ট সবই আছে। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে হয়তো ইমোজি হাসছে, কিন্তু মানুষের মুখে হাসি কমছে, ইনবক্স ভরে উঠছে, অথচ হৃদয়ের দূরত্ব বাড়ছে। এই একাকিত্বের মাঝে বন্ধুত্বের গুরুত্ব আরও বেড়ে গিয়েছে। আসলে প্রকৃত বন্ধু একটি বৃক্ষের মতো। তাকে যত্ন, বিশ্বাস, সময় ও ভালোবাসা দিয়ে লালন করতে হয়। অভিমান হবে, মতের অমিল হবে, দূরত্বও আসতে পারে, কিন্তু যদি সম্পর্কের শিকড় বিশ্বাসে বাঁধা থাকে, তবে কোনও ঝড়ই সেই বৃক্ষকে উপড়ে ফেলতে পারে না। তাই আধুনিকতার ঝলকানিতে, ব্যস্ততার অজুহাতে কিংবা প্রযুক্তির কোলাহলে যেন বন্ধুত্ব হারিয়ে না যায়!

প্রযুক্তা দাস
হিলি, দক্ষিণ দিনাজপুর।

তসলিমা ও গণতন্ত্র

দীর্ঘ প্রায় দুই দশক পর তসলিমা নাসরিনের কলকাতায় ফেরা শুধু একজন লেখকের প্রত্যাবর্তন নয়, এটি মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও সহনশীলতার এক নতুন বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। ২০০৭ সালে তাঁকে কলকাতা ছাড়তে হয়েছিল। প্রশ্ন হল, মতের অমিল হলেই কি কারও কথা বলার অধিকার কেড়ে নেওয়া যায়? গণতন্ত্রে এর উত্তর অবশ্যই না। স্বাধীন মতপ্রকাশ মানে অপছন্দের মতকেও আইনি সীমার মধ্যে প্রকাশের সুযোগ দেওয়া।

তসলিমাকে ঘিরে এখন রাজনৈতিক তর্জাও চলছে। তবে তাঁকে কোনও দলের রাজনৈতিক প্রতীক না বানিয়ে, একজন স্বাধীন লেখক হিসেবেই দেখা উচিত। মতপ্রকাশের অধিকার সব লেখকের ক্ষেত্রেই সমান হওয়া জরুরি। বেছে বেছে কারও পক্ষে বা বিপক্ষে দাঁড়ানোটা আদতে সুবিধাবাদী রাজনীতি। তসলিমার এই ফেরা তাঁর জনপ্রিয়তার মাপকাঠি নয়, বরং কলকাতার সহনশীলতা ও গণতান্ত্রিক উদারতার পরীক্ষা। তাঁর লেখার তীব্র সমালোচনা বা মতপার্থক্য থাকতেই পারে, কিন্তু সেই বিতর্ক যেন যুক্তির মধ্যে থাকে, বিদ্বেষে নয়।

স্বপনকুমার রায়
ঘোকসাডাঙ্গা, কোচবিহার।

পত্রলেখকদের প্রতি

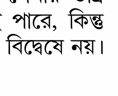

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

বাঁধের পাশে বনেরও প্রহরা

প্রকৃতির নীরব ব্যবস্থাকেও গুরুত্ব না দিলে বন্যা মোকাবিলা কখনও সম্পূর্ণ হবে না।

শমিত বিশ্বাস

জলমগ্ন গুয়াহাটি। - ফাইল চিত্র

অসমে বন্যা নতুন কোনও খবর নয়। বর্ষার ক্যালেন্ডারে যেন তারও একটি নির্দিষ্ট দিনক্ষণ লেখা থাকে। তবু প্রতি বছর প্লাবিত গ্রাম, ভেসে যাওয়া ফসল, ভাঙা রাস্তা কিংবা আশ্রয়হীন মানুষের ছবি দেখে একই প্রশ্ন ফিরে আসে। এত বাঁধ, এত প্রকল্প, এত প্রযুক্তি সত্ত্বেও এই দুর্দশা কেন কমে না? কারণ, অসমের বন্যাকে শুধু দুর্যোগ হিসেবে দেখলে তার অর্ধেকই দেখা হয়। হিমালয় থেকে নেমে আসা ব্রহ্মপুত্র বিপুল পলি বহন করে। বর্ষায় পাহাড়ি ঢল, প্রবল বৃষ্টিপাত এবং অসংখ্য উপনদীর জল মিলিয়ে নদী তার স্বাভাবিক বিস্তার খোঁজে। এই ভূপ্রকৃতিতে বন্যা অস্বাভাবিক নয়। অস্বাভাবিক তখনই হয়, যখন প্রকৃতির সেই স্বাভাবিক ছন্দকে আমরা উপেক্ষা করি।

সাম্প্রতিক দশকগুলোতে সেই উপেক্ষাই বেড়েছে। বনভূমি সংকুচিত হয়েছে, জলাভূমি হারিয়েছে, নদীর স্বাভাবিক বন্যাপ্রবাহের জমিতে গড়ে উঠেছে বসতি ও নির্মাণ। বাঁধ অনেক ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়, কিন্তু বাঁধ কখনও একমাত্র সমাধান নয়। নদীকে কেবল আটকে রাখার চেষ্টা করলে সে অন্য কোথাও নিজের পথ তৈরি করে। তাই বন্যার বিরুদ্ধে লড়াই মানে শুধু কংক্রিটের পরিকাঠামো গড়ে তোলা নয়। নদী, বন, জলাভূমি এবং মানুষের সম্পর্ককে একসঙ্গে বোঝার মধ্যেই লুকিয়ে আছে দীর্ঘমেয়াদি নিরাপত্তার সূত্র। প্রকৃতির সঙ্গে প্রতিযোগিতা নয়, সহাবস্থানই এখানে বড় শিক্ষা।

এই কথাই অন্যভাবে মনে করিয়ে দেয় হলং। অসমের রাজ্য বৃক্ষ এই বিশাল বর্ষাবনের গাছ পঞ্চাশ মিটার পর্যন্ত উঁচু হয়। আপার অসম, অরুণাচলপ্রদেশ এবং নাগাল্যান্ডের কিছু অংশে তার স্বাভাবিক বিস্তার। বছরে প্রায় তিন হাজার মিলিমিটার বৃষ্টিপাতের পরিবেশে টিকে থাকার জন্যই যেন তার জন্ম। গভীর শিকড় ভেজা মাটিতে তাকে স্থির রাখে। মোটা পাতায় জল জমে থাকে না, দ্রুত নেমে যায়। বর্ষা শেষে ডানাওয়ালা বীজ বাতাসে ভেসে নতুন আশ্রয় খুঁজে নেয়। কোনও গাছ একা বন্যা থামাতে পারে না, হলংও পারে না। কিন্তু হলং-প্রধান দেশীয় বনভূমি বৃষ্টির জলকে ধীরে মাটিতে পৌঁছাতে সাহায্য করে, মাটিক্ষয় কমায়, অতিবৃষ্টির অভিঘাত কিছুটা শোষণ করে এবং বিপুল পরিমাণ কার্বন ধরে রেখে জলবায়ুর ভারসাম্য রক্ষায়ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বন আসলে শুধু গাছের সমষ্টি নয়, প্রকৃতির নিজের তৈরি এক নীরব পরিকাঠামো।

সেই পরিকাঠামোই আজ দুর্বল হয়ে পড়ছে। দীর্ঘদিনের বননিধন, আবাসস্থল নষ্ট হওয়া, একফসলি বনায়ন এবং অবৈধ গাছ কাটার ফলে হলংয়ের সংখ্যা গত কয়েক শতকে প্রায় অর্ধেকেরও বেশি কমে গিয়েছে। আন্তর্জাতিক প্রকৃতি সংরক্ষণ সংঘ, আইইউসিএন, তাই তাকে বিপন্ন প্রজাতির তালিকায় রেখেছে। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে তিনসুকিয়ার নালানি সংরক্ষিত বনে বনায়ন প্রকল্পে লাগানো প্রায় পঁচানব্বই শতাংশ হলং চারা নষ্ট হয়ে যাওয়ার অভিযোগ নতুন করে উদ্বেগ বাড়িয়েছে। দিহিং পাটকাইয়ের মতো বনাঞ্চল নিয়েও পরিবেশবিদেরা দীর্ঘদিন ধরে সতর্ক করে আসছেন। একটি বন ভাঙতে খুব বেশি সময় লাগে না। কিন্তু একটি পরিণত বর্ষাবন গড়ে উঠতে লেগে যায় বহু প্রজন্ম।

অসমের বন্যা তাই শুধু নদীর গল্প নয়, মানুষেরও গল্প। আমরা উন্নয়নের ভাষায় বাঁধ, সেতু আর রাস্তার কথা বলি। কিন্তু প্রকৃতির সবচেয়ে বড় পরিকাঠামো বন, অনেক সময় আলোচনার বাইরেই থেকে যায়। তার উদ্বোধন হয় না, ফলক বসে না, তবু প্রতিটি বর্ষায় সে নীরবে নিজের কাজ করে যায়। স্থায়ী সমাধান চাইলে তাই নতুন বাঁধের পাশাপাশি নতুন বন নিয়েও ভাবতে হবে। নদীকে কেবল নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা নয়, তাকে বোঝার চেষ্টাও জরুরি। অসমের এই শিক্ষা উত্তরবঙ্গের কাছেও সমান প্রাসঙ্গিক। তিস্তা, তোর্ষা, মহানন্দা কিংবা জলঢাকার পাড়ে দাঁড়িয়েও একই সত্য শোনা যায়— নদীকে বাঁচাতে হলে তার বনকেও বাঁচাতে হবে।

(লেখক অক্ষরকর্মী। শিলিগুড়ির বাসিন্দা।)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ওয়ার্ড ফাইলে লেখা পাঠান। ইমেল : ubsedit@gmail.com

বিন্দুবিসর্গ

শব্দরঙ্গ ■ ৪৫১৫

পাশাপাশি : ২। পড়াশোনার জন্য যে বাড়িতে পড়ুয়ারা থাকে ৫। বড়া খাওয়ার উপযুক্ত পটলের পাতা ৬। ধর্মাচরণের আড়ালে ভক্ত ব্যক্তি ৮। গণিতের অনুপাত, দুর্গও হতে পারে ৯। স্ত্রী বা পত্নী, সহ ধর্মিণী ১১। গোরু তাড়াবার মোটা লাঠি ১৩। যে মালভূমি পৃথিবী ছাদ ১৪। খুব বিপদে বা সংকটে পড়া।

উপর-নীচ : ১। অতিরিক্ত তৈলাক্ত ২। মাথার ওপর থাকে ৩। অতিরিক্ত ঝোঁক ৪। চড়াই পাখি ৬। ছোট নয় ৭। ধ্রুপদ গানের তাল ৮। ঘাড় সমেত মাথা ৯। চোয়াল ও চিবুকের লোম ১০। কর্ণের পালক পিতা ১১। পা রাখার জায়গা ১২। রেশম ও তুলো মেশানো বস্ত্র ১৩। নদীর কিনারা।

সমাধান ■ ৪৫১৪

পাশাপাশি : ১। অস্থাবর ৩। বিবেচ্য ৫। অবয়বহীন ৬। মহিমা ৭। সিংহ ৯। প্রকৃতিবিরুদ্ধ ১২। তারক ১৩। নড়বড়ে।

উপর-নীচ : ১। অক্ষিভ্রম ২। রবাব ৩। বিভাব ৪। চ্যবন ৫। অমা ৭। সিদ্ধ ৮। হড়হড়ে ৯। প্রচেতা ১০। তির্যক ১১। রুটিন।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : ৮৩৭৩০৯৭৯৯১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

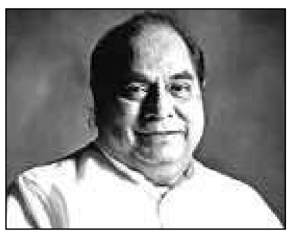

বাংলার প্রাক্তন রাজ্যপাল ডঃ পাতিল প্রয়াত

মুম্বই, ৪ অগাস্ট : চলে গেলেন পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও ত্রিপুরা-সহ একাধিক রাজ্যের প্রাক্তন রাজ্যপাল ড. ধ্যানদেও যশবন্তরাও (ডিওয়াই) পাতিল। বার্ধক্যজনিত অসুস্থতার কারণে কোলাপুরে নিজের বাসভবনে ৯১ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। প্রখ্যাত এই শিক্ষাবিদ ও পদ্মশ্রীপ্রাপ্ত মৃত্যুকালে তাঁর তিন পুত্রকে রেখে গিয়েছেন।

১৯৩৫ সালের ২২ অক্টোবর মহারাষ্ট্রের হাটকাঙ্গল তালুকের প্রান্তিক গ্রাম আমবাপে জন্ম হয় তাঁর। কঠোর পরিশ্রম ও অদম্য ইচ্ছাশক্তিতে গ্রামীণ প্রতিকূলতা পেরিয়ে তিনি আইনের ডিগ্রি লাভ করেন। পরে দেশের একাধিক রাজ্যের রাজ্যপাল পদ সামলেছেন তিনি। তাঁর জীবনের সংগ্রাম আজও অসংখ্য শিক্ষার্থীর কাছে এক বড় অনুপ্রেরণা। আটের দশকে দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় বিপ্লব এনে তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'ডি ওয়াই পাতিল গ্রুপ'-এর অধীনে গড়ে ওঠে ১৮০টিরও বেশি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও ৭টি ডিমড বিশ্ববিদ্যালয়।

মুম্বই, নভি মুম্বই, পুনে ও কোলাপুরে তাঁর তৈরি মেডিকেল ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলি আজ দেশের প্রথম সারির শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে খ্যাত।

দীর্ঘ ৬০ বছরেরও বেশি সময় কংগ্রেসে থেকে দু'বার বিধায়ক নির্বাচিত হন। পরবর্তীতে ২০১৮ সালে তিনি শরদ পাওয়ারের এনসিপিতে যোগ দেন। দেশের শিক্ষা ও সমাজসেবায় তাঁর অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। বিশিষ্ট এই ব্যক্তিত্বের প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি, শরদ পাওয়ার, সুরেশ প্রভু এবং বিহারের মুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরী।

সহকর্মীদের গুলি করে আত্মঘাতী জওয়ান

গুয়াহাটি, ৪ অগাস্ট : অসমের নওগাঁও জেলার কাটিমারিতে সিআরপিএফ-এর ৩৪ ব্যাটালিয়নের ক্যাম্পে নিজের ইনসাস রাইফেল থেকে এলোপাতাড়ি গুলি চালিয়ে দুই সহকর্মীকে হত্যা করার পর নিজেকে গুলি করে আত্মঘাতী হলেন এক জওয়ান।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত জওয়ানের নাম বলানি প্রেমাম্বরম, এএসআই পদে কর্মরত ছিলেন। মঙ্গলবার সকাল সাতটা নাগাদ শিবিরের মূল ফটকে ডিউটি করার সময় আচমকাই তিনি গুলি চালাতে শুরু করেন। তাঁর গুলিতে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় হেড কনস্টেবল বিষ্ণুপ্রসাদ বাঘেল এবং সদ্য শিবিরে আসা এসআই রামনাওয়াল সিং যাদবের। গুলির শব্দ শুনে ছুটে আসা এএসআই গোবিন্দ শ্রীপুল গুরুতর আহত হন। তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। অন্ধ্রপ্রদেশের বাসিন্দা বলানি ঠিক কী কারণে এই চরম পদক্ষেপ করলেন, তা এখনও অস্পষ্ট।

বিশ্বে সর্বকনিষ্ঠ অধ্যাপক নাথান

ওয়াশিংটন, ৪ অগাস্ট : মেধা-বিস্ময় কিশোর নাথান থমাস মাত্র ১৮তেই মায়ামি ডেড কলেজের অধ্যাপক হয়েছেন। বিশ্বের সর্বকনিষ্ঠ অধ্যাপক হিসেবে তাঁর নাম উঠেছে গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে। নাথান কলেজে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ান। চাকরিতে যোগ দিয়েছেন ২০২৩-এর অগাস্টে।

নাথান থমাসের জন্ম ২০০৪-এর ৯ সেপ্টেম্বর। পড়ুয়ারা যখন স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে কলেজের চৌকাঠে পা রাখেন, নাথান ততদিনে স্কুল, কলেজ পেরিয়ে মাস্টার্স ডিগ্রি শেষ করে ফেলেছেন। কলেজে ঢোকেন ১০ বছর বয়সে। তার চার বছর পর ফ্লোরিডা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হন।

মায়ামি ডেড কলেজে সমবয়সি শিক্ষার্থীদের নাথান সি ফর ইঞ্জিনিয়ার্স ও অ্যাডভান্স প্রোগ্রামিং পড়াচ্ছেন। নাথান বলেন, 'ক্লাসরুমে ঢোকার পর প্রত্যেক মানুষের লক্ষ্য একটাই থাকে তা হল শেখা। এই জায়গায় বয়স কোনও বাধা হয়ে দাঁড়ায় না।' তিনি জানিয়েছেন, কেউ যদি শেখার চেষ্টা করে, সেটাই তাঁর কাছে সবচেয়ে গুরুত্ব পায়। একজন শিক্ষক হিসেবে তাঁর দায়িত্ব জটিল কমপিউটিং ও প্রোগ্রামিং-এর ধারণাগুলো সহজভাবে পড়ানো। অধ্যাপনার পাশাপাশি আইন নিয়ে পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছেন নাথান।

হাসিনার বক্তব্যের দায় নেবে না দিল্লি

পিওকের নির্বাচন 'প্রহসন'

নয়াদিল্লি, ৪ অগাস্ট : ভারতে বসে বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাংবাদিক সম্মেলন আয়োজনের থেকে পুরোপুরি দূরত্ব বজায় রাখল কেন্দ্র। মঙ্গলবার বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল স্পষ্ট জানিয়েছেন, এই ভার্চুয়াল সাংবাদিক সম্মেলনের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের কোনও সম্পর্ক নেই। এটি একটি বেসরকারি সংস্থার উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠান এবং এখানে বলা কোনও বক্তব্যকে ভারত সরকার সমর্থন করে না।

২০২৪-এর গণঅভ্যুত্থানের পর ভারতে আশ্রয় নেওয়া শেখ হাসিনার আগামী ৫ অগাস্ট 'ফরেন করেসপন্ডেন্টস ক্লাব অফ সাউথ এশিয়া'-র ব্যানারে নিজের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও দেশে ফেরা নিয়ে বক্তব্য রাখার কথা রয়েছে। এর একদিন আগেই বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের বিদেশ বিষয়ক উপদেষ্টা হুমায়ুন কবীর ভারতীয় হাই কমিশনারের কাছে আবেদন জানান, ভারত যেন তাদের মাটি ব্যবহার করে কোনও রাজনৈতিক বিবৃতি বা বাংলাদেশবিরোধী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে না দেয়। সেই প্রেক্ষাপটেই ভারতের বিদেশমন্ত্রক স্পষ্ট করল, এটি একটি বেসরকারি অনুষ্ঠান এবং এর যাবতীয় দায়িত্ব আয়োজকদেরই। জয়সওয়াল বলেন, 'যে সম্মেলনের কথা বলা হচ্ছে, তা একটি বেসরকারি মিডিয়া সংস্থা আয়োজন করছে। সরকারের এর সঙ্গে বিন্দুমাত্র যোগ নেই। ওই মঞ্চে যা-ই বলা হোক না কেন, ভারত সরকার তাকে সমর্থন বা অনুমোদন করে না।'

> সরকারের এর সঙ্গে বিন্দুমাত্র যোগ নেই। ওই মঞ্চে যা-ই বলা হোক না কেন, ভারত সরকার তাকে সমর্থন বা অনুমোদন করে না।
> -রণধীর জয়সওয়াল

এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে বিদেশমন্ত্রকের পক্ষ থেকে আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানানো হয়েছে। পাক অধিকৃত কাশ্মীরে চলমান সাম্প্রতিক স্থানীয় নির্বাচনকে তীব্র আক্রমণ করে জয়সওয়াল বলেন, 'পাক অধিকৃত কাশ্মীরে তথাকথিত স্থানীয় নির্বাচন হল প্রহসন। আসল সত্যিটা হল সেখানকার সাধারণ মানুষের তীব্র প্রতিবাদ এবং পাক বাহিনীর নির্বিচার হত্যাকাণ্ড। চলতি বছরের জুন থেকে এ পর্যন্ত অন্তত ৯০ জন বেসামরিক নাগরিকের মৃত্যু হয়েছে। এই ফাঁপা নির্বাচনি নাটক দিয়ে মানবাধিকার লঙ্ঘনের আসল সত্যকে চাপা দেওয়া যাবে না।'

একই সঙ্গে, তালিবান সরকারের ভারতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা নিয়ে পাকিস্তানের সেনাপ্রধান ফিল্ডমার্শাল আসিম মুনিরের সাম্প্রতিক মন্তব্যের কড়া জবাব দিয়েছেন বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র। তিনি জানান, ভারত ও আফগানিস্তানের সম্পর্কের ইতিবাচক অগ্রগতি দেখে পাকিস্তান চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে, যা তাদের বক্তব্যেই স্পষ্ট। এপ্রসঙ্গে আফগানিস্তানের সঙ্গে ভারতের ঐতিহাসিক সম্পর্কের কথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন জয়সওয়াল। এছাড়া, বিমসটেক-এর বর্তমান চেয়ারম্যান হিসেবে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে ভারতে অনুষ্ঠেয় ১৮তম ব্রিকস সম্মেলনের বিশেষ অধিবেশনে আনুষ্ঠানিকভাবে আমন্ত্রণ জানানোর বিষয়টিও নিশ্চিত করেছে দিল্লি।

গোটা এলাকা ডুবে গিয়েছে। বাড়ির একতলাও জলমগ্ন। ব্যালকনিতে ঠাঁই পরিবারের। মঙ্গলবার গুয়াহাটিতে।

শিল্প, চা নিয়ে কথা নির্মলা-শুভেন্দুর

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ৪ অগাস্ট : মঙ্গলবার দিল্লিতে সংসদ ভবনে একাধিক উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে ব্যস্ত থাকলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠকে বাংলার শিল্পায়ন, চা-বাগানের শ্রমিকদের কল্যাণ, বস্ত্র শিল্প, কৃষি, মহিলাদের স্বনির্ভরতা, শিক্ষা পরিকাঠামো এবং সীমান্ত নিরাপত্তার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি উঠে আসে। সংসদ ভবনের এই বৈঠকে বাঁকুড়ার সাংসদ সৌমিত্র খাঁ, আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিগ্গা, রায়গঞ্জের সাংসদ কার্তিক পাল এবং মালদার সাংসদ খগেন মুর্মু উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠকে উত্তরবঙ্গের চা-বাগানের শ্রমিকদের নানা সমস্যা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। পাহাড়ি অঞ্চলের অন্যান্য চা-চাষিদের মতো উত্তরবঙ্গের চা-চাষিদেরও সমান সুযোগ-সুবিধা এবং পঞ্চায়েত স্তরের পরিষেবা দেওয়ার আর্জি জানান শুভেন্দু অধিকারী। অর্থমন্ত্রী এই বিষয়ে আশ্বস্ত করেছেন বলে জানানো হয়েছে। পাশাপাশি তাঁতিদের সাহায্য, টেক্সটাইল শিল্পের প্রসার এবং মহিলাদের আর্থিক স্বনির্ভরতায় কেন্দ্রীয় প্রকল্প জোরদার করার বিষয়ে কথা হয়। বাংলায় নতুন শিল্প স্থাপন ও কর্মসংস্থান বাড়াতে এমএসএমই খাতে সহজ শর্তে ঋণপ্রদান এবং স্থানীয়দের অগ্রাধিকার দেওয়ার দাবি তোলেন সাংসদ সৌমিত্র খাঁ।

শুভেন্দু অধিকারী জানান, সংসদ অধিবেশন শেষে অগাস্টের শেষদিকে রাজ্য সফরে আসতে পারেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। আগামী অক্টোবরে রাজ্যে একটি বিজনেস কনক্লেভ আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে। তিনি আরও জানান, জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনসহ একাধিক কেন্দ্রীয় প্রকল্পে রাজ্যের প্রায় ২৫ হাজার কোটি টাকা অনুমোদিত হয়েছে এবং দুর্নীতি কমার কারণে রাজ্যের রাজস্ব আদায় ১২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

এরপর কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী প্রহ্লাদ জোশির সঙ্গে বৈঠকে বসে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যজুড়ে ১,০০০টি পিএম-শ্রী স্কুলের অনুমোদনের আবেদন জানান। সীমান্ত নিরাপত্তা প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন, রাজ্যের সীমান্ত বেড়া নির্মাণের কাজ দ্রুত গতিতে এগোচ্ছে এবং প্রায় ৩৫০ কিলোমিটার অংশে কাজ শেষ হয়েছে।

দিনের শেষে বঙ্গ বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের দিল্লির বাসভবনে কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক সুনীল বনসলকে নিয়ে এক সাংগঠনিক বৈঠকে বসেন শুভেন্দু অধিকারী। নিচুতলার সংগঠনকে শক্তিশালী করা, আগামী পুরসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি এবং রাজ্য সরকারের সঙ্গে দলের সমন্বয় বাড়ানোর বিষয়ে আলোচনা হয় সেখানে। সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য জানান, দল ও সরকারের মধ্যে সঠিক সমন্বয় রেখে রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই তাঁদের মূল লক্ষ্য।

লিভ-ইন সঙ্গীর আইনি রক্ষাকবচে সায়

নয়াদিল্লি, ৪ অগাস্ট : দীর্ঘকালীন লিভ-ইন সম্পর্কে থাকা মহিলাদের ঘরোয়া নির্যাতন রুখতে এক যুগান্তকারী রায় দিল সুপ্রিম কোর্ট। এবার থেকে বিয়ের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সঙ্গিনীর ওপর শারীরিক বা মানসিক লাঞ্ছনা চালালে দণ্ডবিধির ৪৯৮এ ধারায় অভিযুক্ত হবেন পুরুষ সঙ্গী।

সোমবার বিচারপতি সঞ্জয় করোল এবং বিচারপতি এন কোটিশ্বর সিংয়ের ডিভিশন বেঞ্চ জানায়, বিবাহিত ও বিবাহের সমতুল সম্পর্কে নির্যাতন হলে তার মধ্যে আইনি কোনও ফারাক থাকতে পারে না। আইনি বিয়ে না হলেও যদি দম্পতির মধ্যে 'বিয়ের সদৃশ' থাকে এবং তাঁরা স্বামী-স্ত্রীর মতো ঘরোয়া জীবনযাপন করেন, তবে ওই নারী নির্যাতিতা হিসাবে পূর্ণ আইনি সুরক্ষা পাবেন। কর্ণাটক হাইকোর্টের এক নির্দেশ বহাল রেখে শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, শুধুমাত্র পারিবারিক হিংসা আইন এক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়, কারণ অপরাধ দমনে ফৌজদারি দণ্ডবিধির কঠোরতা ও গুরুত্ব ভিন্ন।

রায়ে বিচারপতি সঞ্জয় কারোল বলেন, 'নির্যাতন কোনওভাবেই বাড়ির দরজায় থমকে যায় না। বাড়িটি কোনও বিবাহিত মহিলার কি না, তা সে বিচার করে না। এটি একবার প্রবেশ করলে তার ধ্বংস করার ক্ষমতাই বৃদ্ধি পায়।' আদালতের মতে, বিবাহিত ও বিবাহের সমতুল লিভ-ইন সম্পর্কের মধ্যে এই সুরক্ষার বৈষম্য বজায় রাখা সংবিধানের ১৪ নম্বর অনুচ্ছেদে বর্ণিত সাম্যের অধিকারের পরিপন্থী।

তবে এই সুরক্ষাকবচ সব ধরনের লিভ-ইন সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। ঘরোয়া জীবনযাপন, আর্থিক সমন্বয়তা এবং সর্বোপরি বিয়ের সদিচ্ছা প্রমাণিত হলে তবেই এই ধারা প্রয়োগ করা যাবে। কোনও আকস্মিক বা ক্ষণস্থায়ী সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই আইনি সুবিধা মিলবে না। বর্তমানে ভারতীয় দণ্ডবিধির পরিবর্তে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার (বিএনএস) ৮৫ নম্বর ধারাতেও এই নির্দেশিকা কার্যকর হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

মোদির বাড়ির পথে ধর্নায় কেজরিওয়াল

নয়াদিল্লি, ৪ অগাস্ট : কেন্দ্রের বিতর্কিত ই-২০ পেট্রোল নীতির প্রতিবাদে মঙ্গলবার উত্তপ্ত হয়ে উঠল দিল্লির রাজপথ। প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন অভিযানে পুলিশি বাধার মুখে ফিরোজ শাহ রোডে ধর্নায় বসলেন আম আদমি পার্টির প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল ও মনীশ সিসোদিয়ারা।

দেশজুড়ে সংগৃহীত প্রায় ২ লক্ষ ৩৮ হাজার গণস্বাক্ষর সংবলিত আবেদনপত্র নিয়ে এদিন দুপুরে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের দিকে এগোচ্ছিল আপ-এর পদযাত্রা। পুলিশের ব্যারিকেডে বাধা পেয়ে সড়কেই বসে পড়েন নেতা-কর্মীরা। কেজরিওয়াল অভিযোগ করেন, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের চাপে পড়ে আমেরিকা থেকে ইথানল আমদানি করে দেশের মানুষের ওপর এই জ্বালানি জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ক্ষোভ উগরে দিয়ে

ই-২০ বিরোধী পদযাত্রায় বাধা

আপ আহ্বায়কের হুঁশিয়ারি, 'মোদিজি ট্রাম্পের কাছে নতিস্বীকার করবেন না। অবিলম্বে আমেরিকা থেকে ইথানল কেনা এবং দেশের ওপর ই-২০ নীতি চাপিয়ে দেওয়া বন্ধ করুন।'

আপ নেতা অনুরাগ ধান্ধা দাবি করেন, ই-২০ জ্বালানির ফলে দেশের প্রায় ৩০ কোটি যানবাহন অকেজো হওয়ার মুখে। জ্বালানি বাছাইয়ের ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষকে বিশুদ্ধ পেট্রোল অথবা ই-২০ ব্যবহারের স্বাধীনতা দেওয়ার দাবি জানিয়েছে আপ। ইতিপূর্বে পঞ্জাব বিধানসভায় এই নীতির বিরুদ্ধে প্রস্তাব পাশ হয়েছে। অন্যদিকে, বিজেপি নেতা তরুণ চুঘ এই আন্দোলনকে 'অর্থহীন' ও 'কৃষক বিরোধী' তকমা দিয়ে দাবি করেছেন, এটি সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া। প্রধানমন্ত্রীর দেখা না মেলায় শেষমেশ আবেদনপত্রগুলি পুলিশের মাধ্যমে পিএমও-তে পাঠানো হয়েছে।

নয়াদিল্লিতে ফিরোজ শাহ রোডের সামনে বসে পড়লেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। মঙ্গলবার।

প্রয়াত প্রাক্তন বিচারপতি লিবারহান

চণ্ডীগড়, ৪ অগাস্ট : বাবরি মসজিদ ধ্বংসের ঘটনায় গঠিত তদন্ত কমিশনের প্রধান, প্রাক্তন বিচারপতি মনমোহন সিং লিবারহান চণ্ডীগড়ে প্রয়াত হলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর। পঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি রোহিত সুদ মঙ্গলবার তাঁর মৃত্যুর খবর জানিয়েছেন।

১৯৬৪ সালে আইনজীবী হিসাবে কর্মজীবন শুরু করেন তিনি। পরবর্তীকালে মাদ্রাজ ও অন্ধ্রপ্রদেশ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব সামলেছিলেন। তবে বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পর ১৯৯২-এর ১৬ ডিসেম্বর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী

বাবরি ধ্বংস মামলার তদন্তকারী

পিভি নরসিমা রাওয়ের সরকার তাঁকে 'লিবারহান কমিশন'-এর দায়িত্ব দেয়। এটি ভারতের বিচারবিভাগীয় ইতিহাসের দীর্ঘতম তদন্ত কমিশন, যা ১৭ বছর ধরে ৪৮ বার মেয়াদ বাড়িয়ে ২০০৯ সালে চূড়ান্ত রিপোর্ট পেশ করে।

রিপোর্টে তিনি স্পষ্ট জানিয়েছিলেন, ৬ ডিসেম্বর মসজিদ ধ্বংসের ঘটনাটি কোনও আকস্মিক ব্যাপার ছিল না, বরং তা ছিল পুরোপুরি 'সুপরিকল্পিত'। এলকে আদবাণী, কল্যাণ সিং সহ বেশ কয়েকজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের ভূমিকার কথা রিপোর্টে উল্লেখ করেছিল কমিশন। ভারতের রাজনৈতিক ও আইনি ইতিহাসে তাঁর অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

গ্রেপ্তারির পর জামিন স্ট্যালিন-পুত্রের

অভিনেত্রী তৃষাকে নিয়ে মন্তব্য

চেন্নাই, ৪ অগাস্ট : তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী বিজয়ের সঙ্গে অভিনেত্রী তৃষার নাম জড়িয়ে আপত্তিকর মন্তব্যের অভিযোগে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা ডিএমকে সুপ্রিমো এমকে স্ট্যালিনের ছেলে উদয়নিধি স্ট্যালিনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। যদিও চার ঘণ্টা যেতে না যেতেই মাদ্রাজ হাইকোর্টের নির্দেশে জামিনে মুক্তি পান তিনি।

পুলিশের জেরার পর উদয়নিধি স্ট্যালিন। মঙ্গলবার।

তাঞ্জাভুরে কাবেরীর জল বন্টন ইস্যুতে আয়োজিত এক বিক্ষোভ সমাবেশে উদয়নিধির বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রী ও অভিনেত্রীর উদ্দেশে কুরুচিকর মন্তব্যের অভিযোগ তোলে বিজয়ের দল টিভিকে। এরপরই একাধিক জামিন অযোগ্য ধারায় তাঁকে চেন্নাইয়ের বাড়ি থেকে পুলিশ আটক করে তাঞ্জাভুরে নিয়ে যায়। গ্রেপ্তারির আগে উদয়নিধি বলেন, 'আমি মুখ্যমন্ত্রী ছাড়া আর কারও নাম নিইনি। যা বলিনি, তার জন্য গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। আদালতই সিদ্ধান্ত নিক।'

ছেলের গ্রেপ্তারির বিরোধিতা করে তামিলনাড়ুর প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন বলেন, 'সরকারের ব্যর্থতা ধামাচাপা দিতেই এই গ্রেপ্তারি। উদয়নিধি কোনও অশ্লীল কথা বলেনি।' তিনি মুখ্যমন্ত্রী বিজয়ের কড়া সমালোচনা করে বলেন, 'দায়িত্ব পালন না করে রিলস তৈরিতেই ব্যস্ত মুখ্যমন্ত্রী। এই অহংকারই পতনের কারণ হবে।' শুনানিতে সরকারপক্ষের

> সরকারের ব্যর্থতা ধামাচাপা দিতেই এই গ্রেপ্তারি। উদয়নিধি কোনও অশ্লীল কথা বলেনি। দায়িত্ব পালন না করে রিলস তৈরিতেই ব্যস্ত মুখ্যমন্ত্রী। এই অহংকারই পতনের কারণ হবে।
> -এমকে স্ট্যালিন

আইনজীবী জানান, পুলিশ উদয়নিধি স্ট্যালিনকে শুধু জিজ্ঞাসাবাদের জন্যই এনেছিল, হেপাজতে রাখার উদ্দেশ্য নয়। এরপরই হাইকোর্ট তদন্তে সহযোগিতার শর্তে উদয়নিধিকে অবিলম্বে মুক্তির নির্দেশ দেয়।

জামিন পাওয়ার পর রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন স্ট্যালিন-পুত্র। তিনি বলেন, 'কৃষক এবং কাবেরীর জল নিয়ে বিরোধী দল সরব হয়েছে। কিন্তু শাসক শিবিরের কাছে আমাদের প্রশ্নের জবাব নেই। সোমবারের প্রতিবাদ সভায় আমি যে প্রশ্ন করেছিলাম, তার উত্তর দিতে না পেরে আমাকে গ্রেপ্তার করা হয়।' তাঁর বক্তব্যের ভিডিও এডিট করে ভুয়ো তথ্য ছড়ানো হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেছেন উদয়নিধি।

'১০০ ভাগ খাঁটি' লিখতে পারবে না ডাবর

নয়াদিল্লি, ৪ অগাস্ট : '১০০ শতাংশ খাঁটি' বা 'প্রাকৃতিক' বলে ডাবরের একাধিক খাদ্যপণ্যের বিজ্ঞাপনে আর বিভ্রান্ত করা যাবে না গ্রাহকদের। সোমবার কেন্দ্রীয় খাদ্য সুরক্ষা নিয়ামক সংস্থা এফএসএসএআই সংস্থাটির ঘি, মধু, তেল সহ বেশ কিছু সামগ্রীর ওপর কড়া নিষেধাজ্ঞা চাপাল।

২০১৮ সালের বিজ্ঞাপন ও দাবি-সংক্রান্ত বিধি লঙ্ঘনের দায়ে এই কড়া পদক্ষেপ করেছে কেন্দ্র। মূলত মধু, তিল তেল, নারকেল জল, ঘি ও অ্যাপেল সাইডার ভিনিগারের মতো জনপ্রিয় পণ্যের প্রচারে '১০০ শতাংশ বিশুদ্ধতা'র দাবিকে ভিত্তিহীন ও অবাস্তব বলে মনে করছে নিয়ামক সংস্থা। এমনকি যথাযথ অনুমোদন ছাড়াই বেশ কিছু পণ্যে 'জৈবিক ভারত' লোগো ব্যবহারের অভিযোগও উঠেছে।

এফএসএসএআই কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, 'এই দাবিগুলি অস্পষ্ট, যা যাচাই করা অসম্ভব এবং সাধারণ ক্রেতাদের বিভ্রান্ত করার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।'

অবিলম্বে এই ধরনের বিভ্রান্তিকর দাবি সম্বলিত পণ্য বিক্রি বন্ধ করতে হবে। এই বিষয়ে ডাবর ইন্ডিয়া জানিয়েছে, 'আমরা নোটিশ পেয়েছি এবং আমাদের ওয়েবসাইটের তথ্যগুলি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।' ১৫ দিনের মধ্যে সংস্থাকে এই সংক্রান্ত পদক্ষেপের বিস্তারিত রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

৩০০ ফুট নীচে বিমান, জখম ১৪

নয়াদিল্লি, ৪ অগাস্ট : থাইল্যান্ডের ফুকেত থেকে দিল্লি আসার পথে মাঝআকাশে দুর্যোগের কবলে পড়ল এয়ার ইন্ডিয়ার একটি বিমান। ওড়ার প্রায় দেড় ঘণ্টা পর হঠাৎ তীব্র ঝাঁকুনি দিয়ে বিমানটি অন্তত ৩০০ ফুট নিচে নেমে আসে। যাত্রী ও বিমানকর্মী মিলিয়ে আহত হয়েছেন অন্তত ১৪ জন।

ঘটনার সময় যাত্রীদের অনেকেই ঘুমোচ্ছিলেন। হঠাৎই প্রবল এয়ার টার্বুল্যান্স এর কারণে বিমানটি দ্রুত নিচে নামতে থাকলে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ঝাঁকুনির তীব্রতায় জিনিসপত্র লন্ডভন্ড হয়ে যায়। প্রায় ৩ মিনিট ধরে চলে এই তাণ্ডব। এক যাত্রীর কথায়, 'মনে হচ্ছিল বিমানটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছে।' ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ সিভিল অ্যাভিয়েশন (ডিজিসিএ)-র এক আধিকারিক জানান, হঠাৎ করেই বিমানের উচ্চতা প্রায় ৩০০ ফুট কমে গিয়েছিল। দুর্ঘটনায় এক বিমানকর্মী মারাত্মক আঘাত পেয়েছেন।

অবশেষে বেলা ১১টা নাগাদ দিল্লির ইন্দিরা গান্ধি আন্তর্জাতিক

মাঝআকাশে ঝাঁকুনি

বিমানবন্দরে বিমানটি নিরাপদে অবতরণ করে। দ্রুত আহতদের গুরগাঁওয়ের মেদান্ত এবং বসন্তকুঞ্জের ইন্ডিয়ান স্পাইনাল ইনজুরি সেন্টারে ভর্তি করা হয়। এয়ার ইন্ডিয়া জানিয়েছে, প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। পুরো ঘটনাটি খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু হয়েছে।

হাইলাকান্দিতে কিশোরীকে ধর্ষণ-খুনে গ্রেপ্তার ৩

গুয়াহাটি, ৪ অগাস্ট : অসমের হাইলাকান্দি জেলায় এক ১৬ বছরের কিশোরীকে গণধর্ষণ করে নৃশংসভাবে খুনের অভিযোগে তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতদের মধ্যে ১৭ বছর বয়সি এক নাবালকও রয়েছে। এই ঘটনায় গোটা বরাক উপত্যকা জুড়ে তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়েছে। দোষীদের ফাঁসির দাবিতে রবিবার থেকে জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

ঘটনার তদন্তে নেমেছে স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিম (সিট)। হাইলাকান্দির পুলিশ সুপার অমিতাভ সিনহা বলেন, 'ধৃতদের একজন নাবালক হলেও অপরাধের নৃশংসতা বিবেচনা করে তাকে প্রাপ্তবয়স্ক হিসেবে বিচার করার জন্য আদালতের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে।' তিনি আরও বলেন, 'অভিযুক্তদের

নাবালক অভিযুক্তকে সাবালক গণ্যের আবেদন

সঙ্গে নিহতের পরিচয় ছিল। পুরো ঘটনা খতিয়ে দেখে তদন্ত চালানো হচ্ছে।' অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সমীর দর্পণ বরুয়া জানিয়েছেন, ধৃতদের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (বিএনএস) এবং পকসো আইনের একাধিক গুরুতর ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে।

শনিবার রাতে আলৈছড়া এলাকায় ঘরের ভিতর থেকে উদ্ধার হয় ওই কিশোরীর ক্ষতবিক্ষত দেহ। পরিবারের সদস্যরা জানান, এক আত্মীয়ের বাড়িতে প্রীতিভোজের অনুষ্ঠান থেকে রাত সাড়ে দশটা নাগাদ একা বাড়ি ফেরে ওই কিশোরী। এক ঘণ্টা পর পরিবারের লোকজন ফিরে এসে দেখে, মেঝেতে পড়ে রয়েছে তার বিকৃত ও নিথর দেহ। পরিবারের অভিযোগ, কিশোরীর ওপর অমানুষিক নির্যাতন চালিয়ে তার শরীর ক্ষতবিক্ষত করা হয়। ধৃতদের কঠিনতম শাস্তির দাবি জানিয়েছেন নিহতের মা।

ভারত মা, পাকিস্তান মাসি

সানি দেওল এমনটাই বলেছেন। তাঁর আগামী ছবি বাটওয়ারা ১৯৪৭-এর প্রচারে গিয়েছিলেন। ছবিটি দেশভাগ ও সেই কারণে হওয়া একটি বিশেষ ঘটনার ওপর কেন্দ্রীভূত। সেখানে পাকিস্তান সম্পর্কে তাঁর মনোভাব জানাতে গিয়ে অভিনেতা বলেন, পুরো দেশটা তো একই ছিল। বাবা (ধর্মেন্দ্র) বলতেন, ভারত আমার মা, পাকিস্তান মাসি। আমরা সবাই একে অপরের সঙ্গে যুক্তই আছি। আমি এসবের মধ্যে তেমন যেতে চাই না। তবে আমরা অভিনেতা, আমরা গল্প বাছি আর তা আপনাদের বলি। এসব বিষয় জনসমক্ষে নিয়ে আসি না, আনতে চাইও না।'

এমন মন্তব্যের পরই শুরু হয়েছে সমালোচনা। পহলগাম আক্রমণ ও অপারেশন সিঁদুরের পর থেকে দুই দেশের সম্পর্ক ভালো নয়। দুই দেশ তাদের শিল্পী ও চ্যানেলকে ব্লক করেছে। সৃজনশীল আদানপ্রদানও নেই। ছবির নাম প্রথমে লাহোর ১৯৪৭ হলেও পরে প্রয়োজক আমির খান প্রোডাকশন সেই নাম বদলে বাটওয়ারা ১৯৪৭ করতে বাধ্য হয়েছে। এই অবস্থায় সানির মতামত উত্তপ্ত করে দিয়েছে পরিবেশ। কেউ বলেছেন, সানি দেওলের কাছ থেকে এরকম কথা আশা করা যায় না। ছবির প্রচারের জন্যই এসব করছেন সানি। কারণ বাটওয়ারা তেমনভাবে দর্শকদের মধ্যে আগ্রহ বাড়াতে পারেনি, সানির এই মন্তব্যের পর আবার তাঁকে বয়কট করার দাবি করা হচ্ছে, ছবিও প্রচারে এসেছে।

শুভশ্রী না ইধিকা, দেবের কপাল আসলে কে?

'দেশু ৭'-এ আবার ইধিকা পাল! একটি বিশেষ ক্যামিও এবং ধমাকাদার আইটেম নম্বরে দেখা যাবে তাঁকে। ছবিতে দেব ও শুভশ্রীর ম্যাজিকের পাশাপাশি ইধিকার এই স্পেশাল আইটেম হতে চলেছে সিনেমার অন্যতম প্রধান আকর্ষণ। 'খাদান' ছবিতে দেবের বিপরীতে 'কিশোরী' গানের তালে তাঁর নাচ দর্শকদের মুগ্ধ করার পর থেকে ইধিকাই দেবের লাকি চার্ম।

'প্রজাপতি ২'-এর পর বড়পর্দায় দীর্ঘদিন কাজ ছিল না ইধিকা পালের। সেই নিয়ে কম আলোচনা হয়নি। দেবের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়েও চলেছে কাটাছেঁড়া। কিন্তু সে সব এখন অতীত। আপাতত কাজ নিয়ে বেজায় ব্যস্ত তিনি।

'দেশু ৭'-এর জন্যে ইতিমধ্যেই গঙ্গার বুকে সেই বিশেষ গানের দৃশ্যের শুটিং সম্পন্ন হয়ে গিয়েছে। এই ধমাকা গানে দেবের পাশাপাশি অভিনেতা অনির্বাণ ভট্টাচার্যের সঙ্গে পা মেলাতে দেখা যাবে ইধিকাকে।

একনজরে সেরা ৫

পোশাক নিয়ে

রামায়ণ ছবিতে সীতা ও কৈকেয়ীর পোশাক নিয়ে বিতর্ক দানা বেঁধেছে। ডিজইনার রিম্পল বলেছেন, আমি চেয়েছিলাম পর্দার সীতাদেবী যেন আমার চেতনায় থাকা প্রতিচ্ছবির মতোই হন। রামায়ণ-এ অনুসরণ করার মতো পোশাকের কোনও নির্দিষ্ট কাঠামো নেই। কৈকেয়ীর 'ব্লাউজ' সম্বন্ধে ডিজাইনার হরপ্রীত নরুলা বলেছেন, সবুজ ও মেরুন রং যথাক্রমে তাঁর মনের দ্বন্দ্ব ও স্থিরতার জন্য ব্যবহৃত।

অপারেশন সিন্দুর

১৫ অগাস্ট ডিসকভারি ও ডিসকভারি প্লাস চ্যানেলে অপারেশন সিন্দুর-এর ওপর দুটি পর্বে নির্মিত তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হবে। এতে ৮৮ ঘণ্টার এই সামরিক অভিযানের পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও জয়ের গল্প আছে। এই তথ্যচিত্র দিয়ে ডিসকভারির ডিক্লাসিফায়েড ফ্র্যাঞ্চাইজির সূচনা হচ্ছে।

অসুস্থ রশ্মিকা

ছবির নাম মইসা। একটি নাচের দৃশ্যের শুটিং করতে দিয়ে নিতম্ব আর পায়ের সংযোগকারী চারটি পেশির একটি ছিঁড়ে গিয়েছে অভিনেত্রী রশ্মিকা মানডানার। স্বাভাবিকভাবে জোড়া না লাগলে পা তোলাও যাবে না। সম্পূর্ণ বিশ্রামে আছেন। অভিনেত্রী নিজেই সোশ্যাল মিডিয়ায় দীর্ঘ পোস্টে জানিয়েছেন, যন্ত্রণা থাকলেও অসহ্য নয়। অনুরাগীদের চিন্তা নেই।

মহিলা স্টান্টউওম্যান

ক্রিস্টোফার নোলানের ছবি দ্য ওডেসির একটি দৃশ্যে 'ওডেসিয়াস' বা ম্যাট ডেমনের বডি ডাবল হয়েছেন এক মহিলা, নাম ডেভিন ডালটন, উচ্চতা ৪ ফুট ৬ ইঞ্চি। গ্রিক পুরাণের যোদ্ধা লেস্ট্রিগোনিয়ানদের উচ্চতা হয় প্রায় ৭-৮ ফুট। তাদের সঙ্গে যুদ্ধের একটি দৃশ্যে ম্যাটকে তাদের সামনে ক্ষুদ্রাকার দেখাতে এই সিদ্ধান্ত। ডেভিনের মাসল দেখে ম্যাটের মন্তব্য, এমন পেশি আগে দেখিনি।

সলমনের ভিলেন কে?

ভমশি পইডিপল্লির ছবি এসভিসি ৬৩-তে সলমন খানের ভিলেন কে? তা নিয়ে চর্চার মাঝেই নতুন নাম উঠে এসেছে। তিনি মডেল ও অভিনেতা রাহুল দেব। ইনি ২০০০ সালে চ্যাম্পিয়ন ছবিতে ভিলেন হয়ে বেশ বিখ্যাত হয়েছিলেন, পুরস্কারের জন্য মনোনীতও হন। তিনি ফের চর্চায় সলমনের আগামী ছবির জন্য।

পার্নো এবার নতুন ভূমিকায়

এবার প্রযোজকের ভূমিকায় আসছেন পার্নো মিত্র। তাঁর নতুন হাউজের নাম হল 'আনস্ক্রিপ্টেড কো'। এই হাউজের প্রথম ছবির নাম 'দ্য মিউজিক টিচার'। ছবিটি পরিচালনা করছেন শ্রীময়ী চক্রবর্তী। কাজের সূত্রেই পার্নোর সঙ্গে শ্রীময়ীর পরিচয়। পার্নোর এই প্রথম ছবিতে রাইমা সেন আর নিরঞ্জন মণ্ডল, মানে লাফটার সেন রয়েছেন।

পার্নো বলেছিলেন যে, রাইমাকে তিনি কথা দিয়েছিলেন যে, তিনি যদি কখনো ছবি করেন, তাহলে রাইমাকে নেবেন। সেই কথা রাখতেই রাইমা সেনকে দিয়ে কাজ শুরু করছেন। এই ছবিতে পার্নোর সঙ্গে সহ প্রযোজক হিসেবে আছেন আরতি বাজাজ, যিনি বেশ কিছু নামী বলিউডি ছবির সম্পাদনা করেছেন।

এই ছবিটা আসলে এক বিষণ্ণ তরুণের কথা বলবে, যে একজন রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষিকার প্রেরণায় আবার জীবনের পথ খুঁজে পায়। শ্রীময়ী চক্রবর্তীর মায়ের জীবন থেকেই 'দ্য মিউজিক টিচার' গল্পটি অনুপ্রাণিত। উত্তর কলকাতার প্রেক্ষাপটে এই ছবি শুরু হচ্ছে।

বন্যায় আটকে মা, শোকার্ত দেবলীনা

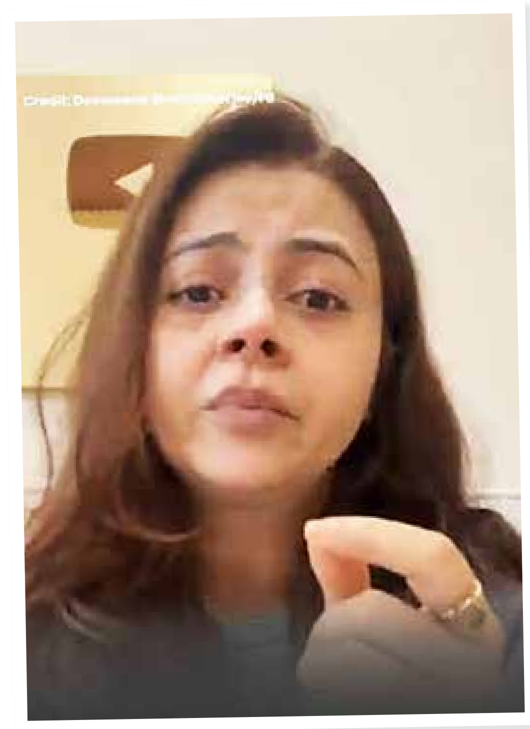

অসমের বন্যায় আটকে অভিনেত্রী দেবলীনা ভট্টাচার্যর মা, পরিজন। সে কথা বলতেই ফেসবুক লাইভে এসে কান্নায় ভেঙে পড়লেন অভিনেত্রী। তিনি বলেছেন, 'জানতাম এই কথা বলতে গিয়ে কেঁদে ফেলব। আমি মূলত অসমের শিবসাগর ও নাজিরার মেয়ে, ছোটোবেলা ওখানেই কেটেছে। ওখানে অনেক স্মৃতি। আমার মা ওখানে আটকে। ঈশ্বরের আশীর্বাদে আমাদের বাড়িটা তলিয়ে যায়নি। তবে পিসি, দিদিমার বাড়ি জলের তলায়। সব শেষ হয়ে গিয়েছে, আর কিছু অবশিষ্ট নেই।' এত কষ্টেও বন্যাদুর্গতদের পাশে দাঁড়িয়ছেন তিনি, অন্যদের দাঁড়ানোর জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। যাঁরা ইতিমধ্যেই সাহায্য করছেন, তাঁদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন। তাঁর অনুরাগীরা তাঁকে সহানুভতি জানিয়েছেন। দুর্গতদের জন্য নীতা আম্বানি ফাউন্ডেশন ২১ কোটি টাকা, পাঞ্জাবি গায়ক গুরু রানধাওয়া ৫ লক্ষ টাকা অনুদান দিয়েছেন রাজ্য সরকারকে।

এক বিজ্ঞাপনে বিয়ে

ছেলে বা মেয়ের বিয়ে দেবেন?
পাত্র-পাত্রী খুঁজছেন?

আপনার মুশকিল আসানে হাজির
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আপনার বিজ্ঞাপন বিনামূল্যে আমাদের ই-পেপারেও প্রকাশিত হওয়ার সুবাদে, পাত্র-পাত্রী সংবাদ এখন পৌঁছে যাচ্ছে উত্তরবঙ্গের গণ্ডি ছাড়িয়ে দেশ থেকে বিদেশে। ১৬২টি দেশে ছড়িয়ে আছেন আমাদের পাঠক। যেখানেই উত্তরবঙ্গবাসী সেখানেই উত্তরবঙ্গ সংবাদ।

আমাদের পাত্র-পাত্রী কলামে একটি বিজ্ঞাপনেই চার হাত এক হওয়ার নজির অজস্র

তাই শুভ কাজে আর দেরি কেন? আজই বিজ্ঞাপন দিন উত্তরবঙ্গ সংবাদে, আমাদের অফিসে এসে, আমাদের বিজ্ঞাপন সংগ্রহ কেন্দ্রে অথবা শুধুমাত্র একটা হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে।

9064849096

শিলিগুড়ি : 0353-2524722, জলপাইগুড়ি : 9641289636, কোচবিহার : 9883550805, আলিপুরদুয়ার : 9883539878, মালদা : 9800585950, রায়গঞ্জ : 9531538275, বালুরঘাট : 9434220500, কলকাতা : 9073204040
এছাড়াও উত্তরবঙ্গ জুড়ে ছড়িয়ে আছে আমাদের বিজ্ঞাপন সংগ্রহ কেন্দ্র

ঠাকুরের আসনেও আধুনিকতা

ঠাকুরের আসন আর আগের মতো নেই। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদল এসেছে এতেও। অবাক লাগলেও এটাই সত্যি। কখনও ঠাকুরের আসনের দরজা খুলতেই ঘণ্টা বেজে উঠছে। আবার কখনও শিব ও কৃষ্ণ মন্ত্র শোনা যাচ্ছে। বাজারে এর চাহিদাও তুঙ্গে। লিখলেন **তমালিকা দে**

শিলিগুড়ি, ৩ অগাস্ট : ঠাকুরের আসনের দরজা খুলতেই ঘণ্টা বেজে উঠছে, শিব ও কৃষ্ণ মন্ত্র শোনা যাচ্ছে।

অবাক লাগছে? হওয়ারই কথা। ঠাকুরের আসন আর আগের মতো নেই। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এতেও বদল এসেছে। নিয়ন আলো, প্রদীপ, ময়ূরপালকের নকশায় আধুনিক এই আসনগুলি সাজানো হচ্ছে। মানুষের রুচির বদলের সঙ্গে ঘরের অন্দরসজ্জার পাশাপাশি ঠাকুরঘর সাজাতেও অনেকে এখন ইন্টিরিয়র ডিজাইনারদেরও দ্বারস্থ হচ্ছেন। ঘরের আয়তন, রং ও আসবাবপত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ঠাকুরের আসনগুলি তৈরি করা হচ্ছে। শহরের বিভিন্ন আসবাবপত্রের দোকানে গেলে আধুনিক এই আসনগুলি চোখে পড়ছে।

একসময় প্রায় প্রতিটি বাড়িতে ঠাকুরের জন্য আলাদা ঘর থাকত। কাঠের জলচৌকির উপর কাপড় পেতে সেখানে ঠাকুর বসানো হত। পরে কাঠের কারুকার্য করা আসনও জনপ্রিয় হয়। বর্তমানে জায়গার অভাব এবং ঘরের ইন্টিরিয়রের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখার প্রয়োজনেই আসনের ধরন বদলেছে। শুধু ঠাকুর বসানোর জায়গা নয়, আসনের সঙ্গে ড্রয়ারও থাকছে। সেখানে পুজোর প্রয়োজনীয় সামগ্রী রাখা যাচ্ছে।

জলরোধী প্লাইউড, উড প্লাস্টিক কম্পোজিট (ডব্লিউপিসি) শিট, কম্পিউটার নিউমেরিক্যাল কন্ট্রোল (সিএনসি) কাটিংয়ের জালি, পলিভিনাইল ক্লোরাইড (পিভিসি) এবং লাইট এমিটিং ডায়োড (এলইডি) স্ট্রিপস ব্যবহার করে এই আসনগুলি তৈরি করা হচ্ছে।'

শান্তিপাড়ার বাসিন্দা ছবি চৌধুরী তাঁর বাড়িতে এমনই আসন বসিয়েছেন। ঘরের অন্য আসবাবপত্রের সঙ্গে মানানসই আসনটি ঘরের সৌন্দর্য অনেকটাই বাড়িয়েছে। ছবি জানান, বসে পুজো দিতে অনেক সময় অসুবিধা হয়। এই ধরনের আসনের জন্য তিনি দাঁড়িয়ে পুজো দিতে পারেন। পাশাপাশি স্টোরেজের সুবিধা থাকায় পুজোর যাবতীয় জিনিসও সেখানেই রাখছেন। ফলে প্রয়োজনের সময় অন্য কোথাও খুঁজতে হয় না।

মডার্ন আসনগুলির দামও মধ্যবিত্তের সাধ্যের মধ্যে রয়েছে। সাধারণ লাইট দেওয়া পাঁচ ফুট উচ্চতার আসনের দাম ছয় হাজার টাকার মধ্যে। তবে ডিজাইন, লাইট ও সাউন্ডের কারুকার্য বাড়লে দামও বাড়ে। কোন ধরনের উপকরণ দিয়ে কীভাবে তৈরি করা হবে, তার উপরই দাম নির্ভর করে।

ইন্টিরিয়র ডিজাইনার দীপান্বিতা মুন্সি বললেন, 'অনেকের মধ্যেই ঠাকুরের আসন সাজানোর শখ রয়েছে। জায়গার অভাবে তা পূরণ করতে পারেন না। অল্প জায়গা ব্যবহার করে কীভাবে ঘরের একটা কোণ ঠাকুরের জন্য সাজিয়ে তোলা যাবে আমরা সেদিকেই নজর দিয়ে থাকি।' ফ্ল্যাটের পাশাপাশি বাড়িতেও অনেকে এখন ডিজাইনার ঠাকুরের আসন পছন্দ করছেন বলে ইন্টিরিয়র ডিজাইনার অমিত বৈদ্য জানান। শুধু গৃহস্থালিতে নয়, অফিসেও এই ধরনের আসনের কাজ হচ্ছে বলে তিনি জানিয়েছেন।

ক্রেতা বলছেন

আগেরকার দিনের আসনগুলো থেকে মর্ডান আসনগুলো দেখতে সুন্দর বেশি। দেখতে যেমন খুব সুন্দর লাগে, পাশাপাশি পরিষ্কার করাও সহজ।

-কুহেলি মজুমদার

বিক্রেতার কথায়

ঘরের অন্যান্য আসবাবপত্রের মতো কাস্টমাইজড ঠাকুরের আসনেরও চাহিদা রয়েছে। ক্রেতাদের পছন্দমতো ডিজাইনে এই আসন বানানো হয়ে থাকে।

- সৌরভ দাস
আসবাবপত্র বিক্রেতা

প্রশাসন-বিধায়কের দ্বারস্থ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ

আয়া-দৌরাত্ম্য রুখতে চিঠি

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ৪ অগাস্ট : ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে আয়াদের দাপট নিয়ে এবার মহকুমা প্রশাসনের দ্বারস্থ কর্তৃপক্ষ। আয়া-দৌরাত্ম্য রুখতে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ লিখিতভাবে প্রশাসন, এলাকার বিধায়ক তথা ইসলামপুর পুরসভার চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগরওয়ালের কাছে আর্জি জানিয়েছেন। অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার সন্দীপন মুখোপাধ্যায় চিঠির বিষয়টি স্বীকার করেছেন। অন্যদিকে কানাইয়াও প্রাপ্তিস্বীকার করে বলেছেন, 'রোগীকল্যাণ সমিতিকে এই মর্মে ব্যবস্থা নিতে হবে।' মহকুমা শাসক রুশালী ক্লার্ককে ফোন করা হলেও তিনি রিসিভ না করায় প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

এর আগেও হাসপাতালে আয়ারাজ নিয়ে বিস্তর জলঘোলা হয়েছে। যদিও সেই সময় মহকুমা প্রশাসন এবং হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সমস্যার সমাধান করতে ব্যর্থ হয়। এমনকি 'আয়ারা হাসপাতালের কেউ নন। এই পরিষেবা কেউ নিতে চাইলে নিজ দায়িত্বে নেবেন'— লেখা পোস্টার ঝুলিয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ দায় সেরেছিল। ফের আয়া-দৌরাত্ম্য নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। রোগীপ্রতি তাঁরা ৩০০-৫০০ টাকা তুলছেন বলে অভিযোগ। আর রোগী ছুটি পেলে পরিজনদের থেকে 'বকশিশ' আদায় তো রয়েইছে।

সম্প্রতি মাকে হাসপাতালে ভর্তি করেছিলেন শহরের বাজার এলাকার বাসিন্দা রাজা খান। রাজার অভিজ্ঞতা, 'মায়ের দেখভালের জন্য আয়াদের একাংশ টাকার বিনিময়ে তাঁদের রাখার জন্য চাপ দিতে থাকে। আমি প্রতিবাদ করায় তাঁরা পিছু হটেন। শহরের নাগরিকদের যদি এই ভোগান্তি পোহাতে হয়,

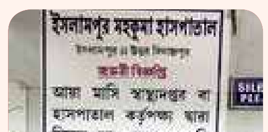

■ ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে আয়া-দৌরাত্ম্যের অভিযোগ

■ রোগীপ্রতি তাঁরা ৩০০-৫০০ টাকা তুলছেন

■ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ প্রশাসন, বিধায়ককে চিঠি দিয়ে পদক্ষেপের আর্জি জানিয়েছে

তাহলে গ্রাম থেকে আসা লোকেদের কী সমস্যায় পড়তে হয়, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।'

হাসপাতাল সূত্রের খবর, একজন আয়া দু'তিনজন রোগীর দায়িত্ব নিয়ে পরিজনদের থেকে টাকা তুলছেন। উঠে এসেছে, প্যাথলজিক্যাল ল্যাব, নার্সিংহোম, আল্ট্রাসনোগ্রাফি সেন্টারের সঙ্গে এঁদের যোগসাজশের ছবিও। আয়ারা অনেক সময় রোগীর অক্সিজেন লাগিয়ে দিচ্ছেন, স্যালাইনের চ্যানেলও করে দিচ্ছেন বলে অভিযোগ।

যদিও নিয়ম মোতাবেক, আয়ারা চিকিৎসা পরিষেবার সঙ্গে কোনওভাবেই যুক্ত থাকতে পারেন না। হাসপাতালের এক আধিকারিক বলেন, 'চিকিৎসা পরিষেবায় আয়াদের জড়িয়ে পড়াটা বিপজ্জনক আকার নিয়েছে। কোনও রোগীর সমস্যা হলে এর দায় কে নেবে?'

বাম, তৃণমূল থেকে বিজেপি— রাজ্যে পালাবদল হলেও হাসপাতালে আয়াদের দৌরাত্ম্য কমেনি। পরিস্থিতি এখন এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে রোগীর 'দখল' নিতে আয়ারা অনেক সময় নিজেদের মধ্যে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ছেন। প্রশ্ন উঠছে, আয়ারা কোন অধিকারে বহিরাগত হয়েও চিকিৎসা পরিষেবার সঙ্গে জড়িয়ে যাচ্ছেন? এ প্রসঙ্গে অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার বলেন, 'একাধিকবার আমরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে বিষয়টি তুলে ধরেছি। গত সোমবার এ ব্যাপারে মহকুমা শাসক এবং বিধায়ককে চিঠি লিখেছি। নিয়ম মোতাবেক, আয়ারা হাসপাতালে থাকতে পারেন না। চিঠি দিয়ে সেটাই জানিয়েছি।' তাঁর সংযোজন, 'রোগীর পরিজনেরা ভাবেন, আয়ারা হাসপাতালের স্টাফ। তাঁরা অনেক সময় চিকিৎসার কাজেও জড়িয়ে যাচ্ছেন। এটা বিপজ্জনক। আবার টাকা লেনদেন নিয়েও আয়াদের মধ্যে ঝামেলা বাধছে। অপ্রীতিকর কিছু ঘটলে তার দায় কে নেবে?'

পুর পরিষেবায় বিজেপির 'দখলদারি' নিয়ে সরব সিপিএম

শিলিগুড়ি, ৪ অগাস্ট : শিলিগুড়ি পুরনিগমের পরিষেবায় অসাংবিধানিকভাবে রাজনৈতিক দখলদারির চেষ্টা করছে বিজেপি, এই অভিযোগ তুলে অবিলম্বে পুর নির্বাচনের দাবি তুলল সিপিএম। মঙ্গলবার শিলিগুড়িতে দলের জেলা কার্যালয় অনিল বিশ্বাস ভবনে আয়োজিত সাংবাদিক বৈঠকে প্রাক্তন বাম কাউন্সিলাররা এই দাবিতে সরব হন।

এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে পুরনিগমের প্রাক্তন বাম পরিষদীয় দলনেতা মুন্সি নুরুল ইসলাম এবং প্রাক্তন কাউন্সিলার শরদিন্দু চক্রবর্তী, মৌসুমি হাজরা ও দীপ্ত কর্মকার উপস্থিত ছিলেন।

সোমবার বিজেপির তরফে শহরের ৪৭টি ওয়ার্ডের জন্য কোঅর্ডিনেটরের তালিকা প্রকাশ করা হয়। এই কোঅর্ডিনেটরদের ভূমিকা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন নুরুল ইসলাম। তিনি বলেন, 'বিজেপি দলীয় কাজের জন্য তালিকা করলে ঠিক আছে, কিন্তু পুরনিগমের কাজের জন্য কোঅর্ডিনেটর নিয়োগ সম্পূর্ণ

বেআইনি।' তাঁর অভিযোগ, অনেক ওয়ার্ডে বিজেপির নেতারা সরাসরি জঞ্জাল অপসারণ কর্মীদের নির্দেশ দিচ্ছেন এবং মিটিং করছেন। এমনকি ৩৫ নম্বর ওয়ার্ডের এক বিজেপি নেতা দলের প্যাডে পুর কমিশনারের কাছে ভ্যান ও বেলচা চেয়ে আবেদন করেছেন, যা আদতে ওয়ার্ড সুপারভাইজারদের করার কথা।

বর্তমানে পুর বোর্ড না থাকায় শহরজুড়ে সাধারণ মানুষ চরম হয়রানির শিকার হচ্ছেন বলে সিপিএমের অভিযোগ। তাদের কথায়, এর ফলে রাস্তা সংস্কার যেমন আটকে রয়েছে, তেমনই বিভিন্ন ওয়ার্ডে দেখা দিয়েছে পানীয় জলের সমস্যা। এমনকি সাধারণ রেসিডেন্সিয়াল বা ইনকাম সার্টিফিকিটের জন্যও নাগরিকদের এখন বরো অফিসে দৌড়াতে হচ্ছে। এই অব্যবস্থার কথা তুলে ধরে সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে দ্রুত নির্বাচনের দাবি জানান শরদিন্দু।

এদিন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালকেও কটাক্ষ করেন বাম নেতারা। তাঁদের অভিযোগ, মন্ত্রী শিলিগুড়িতে এসে ফোনে মানুষের অভাব-অভিযোগ শুনলেও সমাধানের কোনও দিশা দেখাতে পারেননি। এই পরিস্থিতিতে নাগরিক স্বার্থে আগামী সেপ্টেম্বরে পুরনিগম অভিযানের কথাও এদিন জানানো হয়। অন্যদিকে, এদিনই সিপিএমের ২ নম্বর এরিয়া কমিটির উদ্যোগে শহরের রেল কলোনিগুলিতে পুনর্বাসন ছাড়া উচ্ছেদের বিরুদ্ধে প্রচার চালানো হয়।

পাশে বৃহন্নলারা

শিলিগুড়ি, ৪ অগাস্ট : অসমের ভয়াবহ বন্যায় অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াল শিলিগুড়ির বড় মা সোনাদেবী কিন্নর আখড়া। সংগঠনের উদ্যোগে উত্তরবঙ্গের বৃহন্নলারা যৌথভাবে ত্রাণসামগ্রী প্রদান করলেন। দুর্গতদের হাতে চাল, ডাল, মুড়ি, বিস্কুট, জামাকাপড় ও স্যানিটারি ন্যাপকিন তুলে দেওয়া হয়েছে। বড়মা সোনাদেবী বলেন, 'অসহায় মানুষদের পাশে দাঁড়িয়ে সাধ্যমতো সাহায্যের জন্য আমাদের এই উদ্যোগ। দুর্গাপুজোতেও আমরা জামাকাপড় দেব। এছাড়াও অসমের মুখ্যমন্ত্রীর বন্যা তহবিলে ২৫ লক্ষ টাকা দেওয়া হবে।'

দুই গাড়ির সংঘর্ষ, আহত চার

শিলিগুড়ি, ৪ অগাস্ট : পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ চলাকালীনই শিলিগুড়িতে দুর্ঘটনা। সোমবার রাতে সেবক রোডের ইসকন মোড়ে দুটি যাত্রীবাহী চারচাকা গাড়ির সংঘর্ষে গুরুতর জখম হন চারজন। পরে স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে সেবক রোডের একটি নার্সিংহোমে ভর্তি করেন। বর্তমানে সেখানেই চিকিৎসাধীন রয়েছেন তাঁরা।

পুলিশ সূত্রে খবর, সোমবার রাতে ক্ষতিগ্রস্ত গাড়িটি ইসকন মোড় থেকে চেকপোস্টের দিকে যাচ্ছিল। অভিযোগ, সেই সময় উলটোদিক থেকে আসা একটি গাড়ি একই লেনে ঢুকে পড়ে। ফলে দুটি গাড়ির মধ্যে সংঘর্ষ হয়। ধাক্কা মারার পর অন্য গাড়িটি নিয়ে চালক পালিয়ে যান। পরে স্থানীয়রা দুমড়ে যাওয়া গাড়িটি থেকে চার যাত্রীকে বের করে নার্সিংহোমে পাঠান। এদিকে, সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখে পালিয়ে যাওয়া গাড়িটির খোঁজ শুরু করেছে পুলিশ।

রাতের শহরে গতির দৌরাত্ম্য রুখতে বিভিন্ন মোড়ে পুলিশের নাকা চেকিং চলছে। তা সত্ত্বেও এমন ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অন্যদিকে, রবিবার রাতেও একটি দ্রুতগতির গাড়ি বৈদ্যুতিক খুঁটিতে ধাক্কা মারে। একের পর এক এমন ঘটনায় রাতের ট্রাফিক নজরদারি নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। বিষয়টি নিয়ে সেবক রোডের বাসিন্দা মহেন্দ্র রায় বলেন, 'মাস কয়েক আগে হিট অ্যান্ড রানের ঘটনায় এক তরুণের মৃত্যু আমরা এখনও ভুলিনি। সোমবার রাতের ঘটনায় ওই সময় পথচলতি কেউ থাকলে তাঁরও মৃত্যু হতে পারত।' আরেক বাসিন্দা বিশ্বজিৎ দাসের কথায়, 'প্রশাসনের উচিত রাতের শহরে ট্রাফিক নজরদারি আরও বাড়ানো।'

পুরনিগমে বিএমএস-এর সংগঠন

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ৪ অগাস্ট : সামনেই পুর নির্বাচন। তার আগে এবার ভারতীয় মজদুর সংঘ (বিএমএস) তাদের সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধিতে জোর দিতে শুরু করেছে। শিলিগুড়ি পুরনিগমেও সেই কাজ শুরু হয়েছে। সম্প্রতি বিএমএসের ব্যানারে পথ চলা শুরু হয়েছে শিলিগুড়ি পৌরনিগম অস্থায়ী ও চুক্তিভিত্তিক কর্মচারী ইউনিয়নের। ইতিমধ্যে কমিটি তৈরি হয়ে গিয়েছে।

যদিও সদস্য বাড়ানোর বিষয়ে বিশেষ নজর রাখছে বিএমএস-এর শীর্ষ নেতৃত্ব। সংগঠনের দাবি, থ্রেট কালচারের সঙ্গে জড়িত কাউকেই আপাতত ইউনিয়নে যুক্ত করা হবে না। এবিষয়ে বিএমএসের দার্জিলিং জেলার সম্পাদক মিহিরবরণ হালদার বলেন, 'পুরনিগমে নতুন করে সংগঠন বিস্তার করা অবশ্যই কঠিন বিষয়। তবে পালাবদলের পর অনেকেই ভারতীয় মজদুর সংঘের বিচারধারার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে আসছেন। যাঁরা যোগাযোগ করছেন, তাঁদের মধ্যে ঝাড়াইবাছাই করে সংগঠনে নেওয়া হচ্ছে। আমরা মূলত অস্থায়ী কর্মীদের অধিকার সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যেই পথ চলা শুরু করেছি। সেক্ষেত্রে ধ্বংসাত্মক আন্দোলন নয়, আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে আমরা দাবি আদায়ে বিশ্বাসী।'

সিটু সহ একাধিক রাজনৈতিক দলের পৃথক ইউনিয়ন রয়েছে পুরনিগমে। তবে বিএমএস এতদিন পুরনিগমে শাখা বিস্তার করতে পারেনি। রাজ্যে পালাবদলের পর পরিস্থিতি অনেকটা বদলে গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে এবার সংগঠনের তরফে নতুন করে পথ চলা শুরু হল। প্রায় এক সপ্তাহ আগে বাঘা যতীন পার্কে রবীন্দ্র মঞ্চে আয়োজিত বিশেষ সভায় শিলিগুড়ি পৌরনিগম অস্থায়ী ও চুক্তিভিত্তিক কর্মচারী ইউনিয়ের সূচনা করা হয়। সেখানেই ২১ জন সদস্যকে বাছাই করে একটি কমিটিও তৈরি করা হয়েছে। বিএমএস সূত্রে খবর, ওই কমিটির অধীনে পাঁচটি বরো এলাকায় পৃথকভাবে কমিটি গড়ে তোলা হবে। সেই কমিটিগুলিতেও ২১ জন করে সদস্য রাখা হবে।

এদিকে, ইউনিয়ন সূত্রে খবর, সদস্য সংগ্রহ প্রক্রিয়া শুরু হতেই পুরনিগমের কর্মীদের একাংশ যোগদান করতে শুরু করেছে। ইতিমধ্যে সদস্য সংখ্যা দেড়শো ছাপিয়ে গিয়েছে। শীঘ্রই পুরনিগমের অন্দরে ইউনিয়নের মাটি শক্ত হয়ে উঠছে বলে দাবি করা হচ্ছে। নয়া ইউনিয়নের সম্পাদক সুভাষ হেলা বলেন, 'আমাদের একাধিক দাবি রয়েছে। তবে আপাতত স্থায়ীকরণ সহ মোট চারটি দাবিতে আমরা পুর কমিশনারের সঙ্গে দেখা করব। আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে দাবি আদায়ের পথে হাঁটব।'

পুলিশের 'গান্ধি' নীতি

শিলিগুড়ি, ৪ অগাস্ট : জরিমানা করেও কাজ না হওয়ায় এবার ট্রাফিক সচেতনতায় 'গান্ধি' নীতি পুলিশের। মঙ্গলবার শহরে হেলমেট ছাড়া বাইক, স্কুটারচালক এবং সিট বেল্ট না পরা গাড়িচালকদের উত্তরীয় পরাল পুলিশ। স্কুলের ছাত্রছাত্রীরাও এই ট্রাফিক সচেতনতার কর্মসূচিতে যোগ দেয়। এদিন দুপুরে ট্রাফিক পুলিশের তরফে এনজেপি থানা সংলগ্ন এলাকায় ট্রাফিক সচেতনতা কর্মসূচি নেওয়া হয়। সেখানেই হেলমেট ছাড়া বাইক, স্কুটারচালকদের 'সংবর্ধনা' দেওয়া হয়। গোলাপ ফুলও দেওয়া হয়। তবে শুধু বাইক, স্কুটার বা গাড়িচালক নয়, স্কুলবাসের চালক, আধাসেনার কর্মীদেরও সিট বেল্ট না লাগিয়ে গাড়ি চালাতে দেখা যায়। তাঁদেরও 'সংবর্ধনা' দেওয়া হয়।

ধৃত পাঁচ

শিলিগুড়ি, ৪ অগাস্ট : অপরাধমূলক কাজের উদ্দেশ্যে জড়ো হওয়ার অভিযোগে সোমবার রাতে পাঁচ দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করেছে প্রধাননগর থানার পুলিশ। ধৃতদের মধ্যে সুনীল তামাং ও অরুণ বিশ্বকর্মা প্রধাননগর, বুদ্ধ তামাং ফাঁপড়ি, সোনম তামাং সিকিম এবং মহেশ বিশ্বকর্মা মিলন মোড় এলাকার বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে খবর, গোপন খবরের ভিত্তিতে চম্পাসারি সেতুর নীচ থেকে ধারালো অস্ত্র সহ সকলকে গ্রেপ্তার করা হয়। মঙ্গলবার ধৃতদের শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক চোদ্দোদিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

ট্র্যাক্টর আটক

শিলিগুড়ি, ৪ অগাস্ট : বালি পাচারের অভিযোগে একটি ট্র্যাক্টর আটক করেছে মাটিগাড়া থানার পুলিশ। ঘটনায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে চালককে। ধৃত পরিতোষ সিংহ তারাবাড়ি এলাকার বাসিন্দা। পুলিশ জানিয়েছে, সোমবার পালপাড়া সংলগ্ন এলাকা থেকে এই ট্র্যাক্টরটি আটক করা হয়। এদিকে, ধৃতকে মঙ্গলবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক জামিন মঞ্জুর করেন।

স্কুলে কনটেন্ট ক্রিয়েশন ল্যাব

রিপোর্ট গেল জেলা শিক্ষা দপ্তরে

শিলিগুড়ি, ৪ অগাস্ট : আগামী ৫ বছরে রাজ্যের এক লক্ষ পড়ুয়াকে প্রতিবছর ডিজিটাল কনটেন্ট ক্রিয়েশনের প্রশিক্ষণ দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে রাজ্য সরকার। সেই লক্ষ্যে স্কুলে স্কুলে 'কনটেন্ট ক্রিয়েশন ল্যাব' তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদের অ্যানিমেশন, ভিজুয়াল এফেক্ট (ভিএফএক্স), গেমিং, কমিকস এবং এক্সটেন্ডেড রিয়েলিটি সেক্টরের সঙ্গে পরিচিত করে তুলতেই স্কুলগুলিতে এমন উদ্যোগ বলে জানা গিয়েছে। এদিকে, শিলিগুড়ির স্কুলগুলিতে সেই ল্যাব তৈরির জন্য পর্যাপ্ত পরিকাঠামো রয়েছে কি না, তা যাচাই করতে শিলিগুড়ির জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের (মাধ্যমিক) তরফে সম্প্রতি 'গুগল ফর্ম'-এর মাধ্যমে রিপোর্ট তলব করা হয়েছিল। ইতিমধ্যেই সেই পরিকাঠামোর রিপোর্ট জেলা শিক্ষা দপ্তরে জমা পড়েছে।

বর্তমান যুগে ডিজিটাল স্টোরিটেলিং এবং কনটেন্ট ক্রিয়েশন নতুন প্রজন্মের কাছে স্বনির্ভর হওয়ার বড় সুযোগ তৈরি করেছে। পড়ুয়াদের সৃজনশীলতা বাড়াতে স্কুলে স্কুলেও এবার কনটেন্ট ক্রিয়েশন ল্যাব তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তবে পরিকাঠামোগত রিপোর্ট জমা পড়তেই দেখা গিয়েছে, শিলিগুড়ির সিংহভাগ স্কুলেই এই ধরনের ল্যাবের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোর অভাব রয়েছে।

বিষয়টি নিয়ে শিলিগুড়ি নেতাজি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক রাজীব ঘোষ বলছেন, 'কনটেন্ট ক্রিয়েশনের জন্য উন্নত ল্যাবের প্রয়োজন। বর্তমানে স্কুলের কোনও অনুষ্ঠানের ছবি বা ভিডিও মোবাইলে তুলেই অফিশিয়াল পেজে পোস্ট করা হয়। পরিকাঠামো বলতে কেবল ঘর ও সাধারণ কম্পিউটার রয়েছে।' একই বক্তব্য শিলিগুড়ি বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠের টিচার ইনচার্জ মহীতোষ দাসেরও। তাঁর কথায়, 'স্কুলে সাধারণ কম্পিউটার ল্যাব ছাড়া নিজস্ব ক্যামেরা বা স্ট্যান্ডের মতো কোনও সরঞ্জাম নেই।' স্কুল কর্তৃপক্ষের আশা, ল্যাব পুরোদমে চালুর আগে সরকারের তরফেই প্রয়োজনীয় আধুনিক সরঞ্জাম সরবরাহ করা হবে।

এতদিন জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকদের নির্দেশে স্কুলগুলির নিজস্ব অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে বিভিন্ন কর্মসূচির প্রচার করা হত।

জগদীশ বিদ্যাপীঠের শিক্ষিকা শুক্লা রায় জানালেন, সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমেই স্কুলের যাবতীয় প্রচার ও কর্মসূচির খবর সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়। সাধারণ ফেসবুক পোস্টের জন্য খুব বেশি কারিগরি জ্ঞানের প্রয়োজন না হলেও, পড়ুয়াদের উন্নত কনটেন্ট ক্রিয়েশন শেখানোর জন্য শিক্ষকদের আলাদা করে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয়। এদিকে, পুরো বিষয়টি নিয়ে শিলিগুড়ির জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) কানাইলাল দে জানিয়েছেন, স্কুলগুলির পাঠানো রিপোর্ট খতিয়ে দেখেই শিক্ষা দপ্তর পরবর্তী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

গ্রেপ্তার আরও এক

শিলিগুড়ি, ৪ অগাস্ট : লিফট নেওয়ার নাম করে একের পর এক ছিনতাইয়ের ঘটনায় আরও একজনকে গ্রেপ্তার করেছে মাটিগাড়া থানার পুলিশ। ধৃত সুমিত গুপ্ত সন্তোষীনগরের আম্বেদকর রোড এলাকার বাসিন্দা। সোমবার রাতে তাঁকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। মঙ্গলবার ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তিনদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন।

বৈঠক

শিলিগুড়ি, ৪ অগাস্ট : শিলিগুড়িতেও জনগণনার কাজ শুরু হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে স্ব-গণনা অর্থাৎ সেল্ফ এনুমারেশনের কাজ চলছে। মঙ্গলবার পুরনিগমের অধিবেশন কক্ষে সেল্ফ এনুমারেশন নিয়ে বিশেষ বৈঠক চলে। সেখানে সেন্সাস কর্তাদের উপস্থিতিতে পুরনিগমের বিভিন্ন দপ্তরের প্রধানদের হাতেকলমে স্ব-গণনার প্রক্রিয়া দেখানো হয়। পুর প্রশাসক আর বিমলা সহ অন্য আধিকারিকরা সেখানে ছিলেন।

ছাদ চুইয়ে জল পড়ে জীর্ণ গ্রন্থাগারে

বিশ্বজিৎ বিশ্বাস

ইসলামপুর, ৪ অগাস্ট : ইসলামপুর কলেজের গ্রন্থাগারের অবস্থা বর্তমানে খুবই খারাপ। একদিকে ভগ্নপ্রায় পরিকাঠামো, অন্যদিকে পাঠকের চরম আকাল, এমনই জোড়া সমস্যায় ধুঁকছে পাঁচ দশকের পুরানো লাইব্রেরিটি। রেজিস্টারে দু'হাজারেরও বেশি পড়ুয়ার নাম নথিভুক্ত থাকলেও, প্রতিদিন মাত্র ১০-১৫ জন পাঠকই লাইব্রেরিতে আসেন। তাছাড়া বৃষ্টি হলেই ছাদ চুইয়ে জল পড়ে, ভেঙে পড়ে চাঙড়। এদিকে, এমন পরিস্থিতির জন্য ফান্ডের অভাবকে দায়ী করেছে কলেজ কর্তৃপক্ষ।

লাইব্রেরির ভিতরে প্রবেশ করতেই দেখা গেল, দেওয়ালে ফাটল ধরে খসে পড়েছে প্লাস্টার। এমনকি দেওয়াল ভেদ করে গাছের শিকড়ও উঁকি দিচ্ছে। প্রায় দেড় দশক আগে মূল ভবনের সঙ্গে আরেকটি অংশ জুড়ে গ্রন্থাগারটি সম্প্রসারিত করা হয়েছিল। সেখানে একদিকে পাঠকদের বসার জায়গা ও অন্যদিকে বই রাখার ব্যবস্থা করা হলেও, বর্তমানে সেই অংশের অবস্থাও অত্যন্ত বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। পাঠকদের প্রশ্ন, এমন অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসে পড়াশোনা করা কি আদৌ সম্ভব? এ প্রসঙ্গে কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ চিত্তজিৎ সরকারের জবাব, 'ফান্ড নেই বলে কিছু করতে পারছি না।'

গ্রন্থাগারে কলা, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য শাখা সহ বিভিন্ন বিষয়ের প্রায় ১৭ হাজারের কাছাকাছি বইয়ের সম্ভার রয়েছে। এর মধ্যে এখনও পর্যন্ত মাত্র ৯ হাজার বই রেজিস্টারে নথিভুক্ত করা হয়েছে, বাকি ৮ হাজার বইয়ের হিসাব এখনও বাকি। এদিকে, পাঠকের অভাবে র‍্যাকে সাজানো সেই বইগুলিতে ধুলোর পুরু আস্তরণ পড়ে গিয়েছে।

গ্রন্থাগার ভবনের ছাদের চাঙড় ভেঙে পড়েছে।

লাইব্রেরিয়ান ডঃ এসকে আবদুল গফফার বলেন, 'লাইব্রেরি এখনও ডিজিটাল হয়নি। ডিজিটাল হলে এসব কাজ মুহূর্তেই হয়ে যেত। তাছাড়া ছাদের যেখানে-সেখানে জল চুইয়ে পড়ছে, ভারী বৃষ্টি হলে ভেতরে জল ঢোকে। দ্রুত সংস্কার না হলে পরিস্থিতি আরও খারাপ হবে।' ১৯৭৩ সালে উদ্বোধনের সময় দুজন লাইব্রেরিয়ান ও একজন ক্লার্ক ছিলেন লাইব্রেরিতে। তবে এখন একজন লাইব্রেরিয়ান, এক জন স্থায়ী ও দুজন ক্যাজুয়াল পিওন এবং একজন ক্যাজুয়াল ক্লার্ক সহ মোট পাঁচজনকে নিয়ে চলছে কাজ।

এদিকে, পড়ুয়াদের লাইব্রেরিবিমুখ হওয়ার পিছনে অন্য যুক্তিও উঠে এসেছে। কলেজের ছাত্রী রিঙ্কি বিশ্বাস বললেন, 'সিমেস্টার অনুযায়ী স্যররা গ্রুপ তৈরি করে দিয়েছেন। সেখানেই পড়াশোনার সমস্ত নোট দিয়ে দেওয়া হয়। ফলে আর লাইব্রেরিতে যাওয়ার প্রয়োজন হয় না।' এ বিষয়ে অধ্যক্ষ বলছেন, 'পড়ুয়াদের লাইব্রেরিমুখী করার জন্য আমরা উদ্যোগ গ্রহণ করব।' যদিও এতদিন কেন সেই উদ্যোগ নেওয়া হয়নি, তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে।

পৃথিবীর পাঠশালা

আইসল্যান্ডের জ্বলন্ত পাহাড়

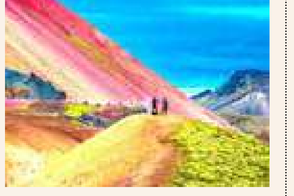

আইসল্যান্ডের ল্যান্ডমানালাউগার অঞ্চলে পা রাখলে মনে হবে আপনি কোনও চিত্রশিল্পীর ক্যানভাসে দাঁড়িয়ে আছেন। এখানকার পাহাড়ের গায়ে কোনও সবুজ গাছপালা নেই, কিন্তু পাহাড়ের রং লাল, গোলাপি, হলুদ এবং নীলচে সবুজ। মাটির ভেতরের খনিজ পদার্থ, রিওলাইট পাথর আর প্রাচীন লাভা জমে হাজার হাজার বছর ধরে এই অদ্ভুত রঙের কোলাজ তৈরি হয়েছে। তার ওপর ধোঁয়া উঠতে থাকা উষ্ণ প্রস্রবণ এই জায়গাকে অদ্ভুত এক রূপ দেয়।

মরুভূমির গায়ে বিশাল ছবি

পেরুর নাজকা মরুভূমির বুকজুড়ে খোদাই করা রয়েছে বিশাল সব জ্যামিতিক নকশা এবং বাঁদর, মাকড়সা ও মানুষের ছবি। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হল, মাটিতে দাঁড়িয়ে এই বিশাল ছবিগুলোর মাথামুণ্ডু কিছুই বোঝা যায় না। কেবল বিমানে চেপে আকাশ থেকে তাকালে পুরো নকশা চোখের সামনে ভেসে ওঠে। আজ থেকে প্রায় দুই হাজার বছর আগে প্রাচীন মানুষ কীভাবে আকাশ থেকে দেখার মতো এত বড় আর নিখুঁত ছবি এঁকেছিল, তা আজও প্রত্নতত্ত্ববিদদের ঘুম উড়িয়ে দেয়।

রক্ত ঝরা প্রাচীন গাছ

ইয়েমেনের সোকোত্রা দ্বীপে এক বিরল প্রজাতির গাছ পাওয়া যায়, যা ডালপালা ছড়িয়ে ছাতার মতো দাঁড়িয়ে থাকে। কিন্তু এর আসল মজা লুকিয়ে আছে গাছের ডাল বা ছাল কাটলে। সাধারণ গাছে কষ বা সাদা আঠা বেরোলেও, এই গাছের বুক থেকে টকটকে লাল রঙের তরল বের হতে শুরু করে। দেখলে মনে হবে যেন গাছটির শরীর কেটে রক্ত ঝরছে। প্রাচীনকালে মানুষ এই লাল আঠা দিয়ে নানা জাদুকরি ওষুধ বানাত।

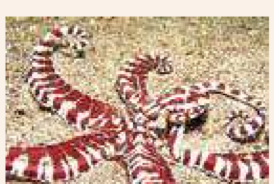

অদ্ভুত ছদ্মবেশী সাগরের জাদুকর

মিমিক অক্টোপাসকে বলা যায় সমুদ্রের তলার সেরা বহুরূপী অভিনেতা। এরা শুধু নিজের গায়ের রং বদলায় না, বিপদে পড়লে শরীরের হাড়হীন নমনীয় গঠনকে কাজে লাগিয়ে এক নিমেষে লায়নফিশ, সামুদ্রিক সাপ কিংবা বিষাক্ত ফ্ল্যাটফিশের রূপ নিয়ে নিতে পারে। কোন শিকারির সামনে কোন বিষাক্ত প্রাণীর ছদ্মবেশ ধরলে সে ভয় পাবে, এদের মাথায় সেই বুদ্ধিটুকুও নিখুঁতভাবে খেলা করে।

গ্রেপ্তার দুই

শিলিগুড়ি, ৪ অগাস্ট : প্যারামেডিকেল ও নার্সিং প্রশিক্ষণকেন্দ্রের নাম দিয়ে ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার চালানোর ঘটনায় মূল দুই মাথা প্রেম ছেত্রী ও সুরেন্দ্র গিরি ভারতীকে গ্রেপ্তার করল প্রধাননগর থানার পুলিশ।

চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথমদিকে শালবাড়ির এই ইনস্টিটিউশনকে ঘিরে বিতর্ক চরম আকার ধারণ করেছিল। প্যারামেডিকেল ও নার্সিং প্রশিক্ষণকেন্দ্রের নাম ভাঁড়িয়ে ভোকেশনাল কোর্স করানোর আড়ালে লক্ষাধিক টাকার প্রতারণায় উত্তেজনা ছড়িয়েছিল ওই ইনস্টিটিউশন চত্বরে। পড়ুয়াদের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে পুলিশ ওই সময় ডাইরেক্টর বোর্ডের দুই সদস্য ছাড়াও একজন ফ্যাকাল্টিকে গ্রেপ্তার করেছিল। যদিও ওই ইনস্টিটিউশনের মূল মাথা সুরেন্দ্র ও প্রেম পালিয়ে গিয়েছিলেন। পরবর্তীতে সুরেন্দ্রর একের পর এক কীর্তি প্রকাশ্যে এলেও ওই দুজনের হদিস পাচ্ছিল না পুলিশ। শেষপর্যন্ত প্রধাননগর থানা এলাকাতেই সোমবার রাতে দুজনকে পাকড়াও করে পুলিশ। ধৃতদের এদিন শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে তিনদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

ডাম্পার আটক

চোপড়া, ৪ অগাস্ট : বালি পাচারের অভিযোগে চোপড়া থানা এলাকায় দু'দিনে ছয়টি ডাম্পার ও একটি আর্থমুভার আটক করেছে পুলিশ। থানা সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার রাতে দুটি ডাম্পার আটক করা হয়। এরপর মঙ্গলবার সকালে সোনাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা থেকে আরও চারটি ডাম্পার ও একটি আর্থমুভার আটক করা হয়।

গর্ত ভরাট

চোপড়া, ৪ অগাস্ট : চোপড়া বাসস্টপ এলাকায় জাতীয় সড়কে তৈরি হওয়া গর্ত ভরাটে উদ্যোগী হল পুলিশ। মঙ্গলবার বিকেলে চোপড়া থানার আইসি কেশব বড়ালের উপস্থিতিতে বালি-পাথর দিয়ে গর্তগুলি ভরাট করা হয়। পুলিশকর্মীরাও কাজে হাত লাগান। এই উদ্যোগে খুশি স্থানীয় বাসিন্দা ও পথচারীরা।

চুল কামিয়ে

প্রথম পাতার পর

'বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে বিজেপির লোকজন যেভাবে অপদস্থ করলেন, এ লজ্জা রাখার জায়গা নেই।' তাঁর অভিযোগ, আবাস যোজনার ঘরের কাটমানি নিয়েছেন, এই অভিযোগ তুলে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা দাবি করা হয়েছিল। টাকা দিতে না পারায় জুতোর মালা পরিয়ে বাজার ঘোরানো হয়।

যদিও বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, 'হঠাৎ বিজেপি'-র কেউ এ কাজ করতে পারে। ঘটনার পর বিজেপি নেতা বিপিন বর্মন অতুলের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে বাড়িতে যান। ঘটনার নিন্দা করে বিপিন বলেন, ''দলের ঝান্ডা ব্যবহার করে 'হঠাৎ বিজেপি'-র লোকজনই এ কাজ করেছে। এতে মানুষের মধ্যে ভুল বার্তা গিয়েছে।'' বিজেপির কোচবিহার জেলা কমিটির সদস্য আশুতোষ সরকার বলেন, 'ভোটের ফল বেরোনোর পর বিজেপিতে কিছু বেনোজল ঢুকেছে। তারাই এ ধরনের অমানবিক কাজ করেছে।' দলের কেউ জড়িত থাকার প্রমাণ মিললে বহিষ্কার করা হবে বলে তিনি হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। সংশ্লিষ্ট মণ্ডল সভাপতি লক্ষ্মীকান্ত বর্মনও বিষয়টি দ্রুত খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন। বিরোধীরা এই ঘটনায় সরব হয়েছে। সিপিএম নেতা মকসেদুল ইসলাম বলেন, 'রাজনীতির মতাদর্শ যতই আলাদা হোক, কাউকে জুতোর মালা পরিয়ে প্রকাশ্যে ঘোরানো চরম নিন্দনীয়। আমরা এই সংস্কৃতির ঘোর বিরোধী।' প্রদেশ কংগ্রেস সদস্য বিশ্বজিৎ সরকার এ ধরনের ঘটনাকে অমানবিক আখ্যা দিয়ে বলেন, 'এসব ঠেকাতে পুলিশ প্রশাসনও চোখ বুজে রয়েছে।'

ছাত্রীর প্রশ্নবাণে ভ্যাবাচ্যাকা পুলিশ

জিন্নাতের অপ্রিয় সত্যে হতচকিত এসডিপিও, ডিএসপি

নীহাররঞ্জন ঘোষ

মাদারিহাট, ৪ অগাস্ট : 'রাজা, তোর কাপড় কোথায়?'— নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কবিতার লাইনটি শুনেছেন অনেকেই। কিন্তু 'রাজা'কে প্রশ্ন করবে কে? ভাবছেন, গণতান্ত্রিক দেশে রাজা এল কোত্থেকে? আসলে বর্তমান প্রেক্ষাপটে 'রাজা' হলেন সেই ব্যক্তি, যিনি ক্ষমতাশালী। এর মধ্যে শাসক, পুলিশ, প্রশাসনের কর্তারাও পড়ছেন। নানা সময় দুর্নীতির অভিযোগ উঠলেও ক্ষমতাশালী বা প্রশাসনের কর্তাদের মুখের ওপর সেই অপ্রিয় সত্য তুলে ধরার সাহস কজনেরই-বা থাকে? তবে সাহস দেখাল জিন্নাত জাহান (১৭)। ফালাকাটা ব্লকের উমাচরণপুরের বাদাইটারির বাসিন্দা এই ছাত্রী আধিকারিকদের চোখে চোখ রেখে প্রশ্ন রাখল, 'পুলিশ কেন ঘুষ খায়?'

একাদশ শ্রেণির ছাত্রীর প্রশ্নবাণে তাঁরা প্রাথমিকভাবে 'থতমত' খেলেও যুক্তি দিয়ে পরিস্থিতি সামলান এসডিপিও, ডিএসপি ট্রাফিক। প্রশ্ন তীক্ষ্ণ হলেও জিন্নাতের তারিফ করেন তাঁরা।

মাদারিহাট উচ্চবিদ্যালয়। মঙ্গলবার মেঘলা দিনে ডুয়ার্সের জঙ্গলঘেরা স্কুলটিতে চলছিল পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ নিয়ে সচেতনতার অনুষ্ঠান। উপস্থিত ছিলেন ডিএসপি ট্রাফিক শান্তনু তরফদার, জয়গাঁর এসডিপিও সোমনাথ ঝা, ট্রাফিক ইনস্পেকটর দোরজে শেরপা, ট্রাফিক ওসি সমীরণ দাস। ছিলেন স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক অরূপ মিত্র এবং সহকারী শিক্ষকরাও।

পথ নিরাপত্তা নিয়ে পুলিশ আধিকারিকরা ছাত্রছাত্রীদের সচেতন করেন। অনুষ্ঠান শেষে তাঁরা পড়ুয়াদের কাছে জানতে চান, কোনও প্রশ্ন আছে কি না। অনেকেই পথ নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে জানতে চান। সেই সময় প্রথম বেঞ্চে বসে থাকা একাদশ শ্রেণির ছাত্রী জিন্নাত উঠে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করার অনুমতি চায়। 'রাজা'র সামনে তুলে ধরে অপ্রিয় সত্য।

মাইক্রোফোন হাতে জিন্নাত বলে, 'আমি পথ নিরাপত্তা নিয়ে কিছু বলব না। আমার প্রশ্ন— পুলিশ কেন ঘুষ খায়? কেউ কোনও অভিযোগ নিয়ে থানায় গেলে অভিযোগ নিতে কেন হয়রানি করা হয়?'

ভরা শ্রেণিকক্ষে ছাত্রীর জোড়া প্রশ্নবাণে তখন হতচকিত হয়ে পড়েন আধিকারিকরা। এমন প্রশ্নের জন্য হয়তো তাঁরা প্রস্তুত ছিলেন না। শিক্ষকরাও এ ওর মুখ চাওয়াচাওয়ি করছিলেন। তবে পুলিশকে জিন্নাতের কড়া প্রশ্নে হাততালি দিয়ে অভিবাদন জানায় সহপাঠীরা। এমন প্রশ্নের ভাবনা কীভাবে? জিন্নাত বলল, 'সংবাদমাধ্যম, এমনকি গ্রামেও দেখি, পুলিশ ঘুষ ছাড়া কোনও কাজ করে না। অভিযোগ জানাতে গেলে হয়রান করা হয়। সেজন্যই এই প্রশ্ন।'

এদিকে, মেধাবী ছাত্রীটির প্রশ্নবাণে কয়েক মুহূর্ত থমকে গেলেও বুদ্ধিদীপ্তভাবে পরিস্থিতি সামাল দেন এসডিপিও সোমনাথ ঝা ও ডিএসপি ট্রাফিক শান্তনু

পুলিশের সঙ্গে কথা বলছে জিন্নাত জাহান।

তরফদার। জিন্নাতের প্রশ্নে এসডিপিও-র উত্তর, 'কোনও পরিবারে পাঁচ ভাই থাকলে সবাই সমান হয় না। সব পুলিশ ঘুষ খায় না। আর যারা খায় তাদের ক্ষেত্রে অভিযোগ প্রমাণিত হলে উপযুক্ত পদক্ষেপ করা হয়।' ডিএসপি ট্রাফিকের কথায়, 'যে ঘুষ দেয় আর যে নেয়— সমান অপরাধী।' তিনি ছাত্রছাত্রীদের বলেন, 'তোমাদের কাছে পুলিশের হেল্পলাইন নম্বর দেওয়া হল। এই ধরনের কোনও অভিযোগ পেলে ওই নম্বরে ফোন করে জানিয়ে দেবে।'

অন্যদিকে, পথ নিরাপত্তা নিয়ে সতর্ক করে ডিএসপি বলেন, 'বছরে প্রায় দুই লক্ষ মানুষ পথ দুর্ঘটনায় মারা যায়। তার মধ্যে ৫৫ শতাংশ মারা যায় বাইক দুর্ঘটনায়, যাদের বয়স ১৫-৩৫ বছরের মধ্যে।' এদিন পড়ুয়াদের নিয়ে একটি র‍্যালিও হয়। তা মাদারিহাটের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে।

জলমগ্ন মাঠ

চোপড়া, ৪ অগাস্ট : বৃষ্টিতে জলমগ্ন দাসপাড়ার কুলাগাঁও শিশুশিক্ষাকেন্দ্রের (এসএসকে) মাঠ। সেই জল ডিঙিয়ে প্রতিদিন শ্রেণিকক্ষে যেতে হচ্ছে পড়ুয়া ও সহায়িকাদের। অভিভাবকদের অভিযোগ, কয়েক বছর ধরে বর্ষায় একই সমস্যা হচ্ছে। প্রধান সহায়িকা দিলারা খাতুন বলেন, 'ভরা বর্ষায় এই সমস্যায় পড়তে হয়। বিষয়টি প্রশাসনের নজরে আনা হয়েছে।' গ্রাম পঞ্চায়েত সূত্রে খবর, ওই এলাকায় নিকাশিনালার জন্য টেন্ডার হয়েছে। নালা নির্মাণ হলে সমস্যা মিটতে পারে।

টোটোর দাপট

প্রথম পাতার পর

দিনের বিভিন্ন সময়ে শহরের নানা প্রান্তে যানজট তৈরি হয়। সেই সমস্যা সামলাতে তৃণমূল জমানায় মেয়র গৌতম দেব রুট ভাগ করে কিউআর কোড ব্যবস্থা চালু করেছিলেন। কিন্তু বাস্তবে সেই ব্যবস্থা সফল হয়নি। পরে টোটোর দাপট আরও বেড়ে যায়। রাজ্যে পালাবদলের পর হিলকার্ট রোডকে যানজটমুক্ত রাখতে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ কয়েকটি এলাকায় টোটো চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি করে। তাতেও সমস্যার পুরোপুরি সমাধান হয়নি। ফলে পুরোনো ব্যবস্থাকেই আরও আধুনিক করে ফেরানোর উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। তবে কিউআর কোডের সাহায্যে আদৌ টোটোর দৌরাত্ম্যে লাগাম দেওয়া যাবে কি না বলে কারও কারও সংশয়ও রয়েছে। এ বিষয়ে গৌতম দেব বলেন, 'পরীক্ষানিরীক্ষা করেই কয়েক মাসের জন্য ট্রায়াল করা হয়েছিল। এখন যদি নতুন করে সেই সিস্টেম চালু করা হয় তা খুবই ভালো বিষয়।'

এদিনের বৈঠকে টোটো ইউনিয়নের সদস্যরাও ছিলেন। তাঁদের সামনে পুলিশ-প্রশাসনের কর্তারা পরিকল্পনাটি বিস্তারিত জানান। বৈঠকে স্পষ্ট করা হয়, একজন ব্যক্তির নামে একটি টোটোই শহরের রাস্তায় চলবে। একই ব্যক্তির নামে একাধিক টোটো চলতে দেওয়া হবে না। হিলকার্ট রোড, সেবক রোড, বর্ধমান রোড এবং বিধান রোডে টোটো চলাচল করতে পারবে না। তবে শহরের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিটি রাস্তার সঙ্গে ছ'টি পৃথক রুটের টোটোর যোগাযোগ রাখা হবে। বিশৃঙ্খলা এড়াতে প্রতিটি রুটের টোটোয় আলাদা রং ও কিউআর কোড থাকবে। নিয়ম ভাঙলে পুলিশ কড়া পদক্ষেপ করবে।

শিলিগুড়ি বৃহত্তর ই-রিকশা ইউনিয়নের সভাপতি রাকেশ পাল বলেন, 'শিলিগুড়িকে যানজটমুক্ত করার জন্য বিগতদিনে সাময়িক একটা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। সেই উদ্যোগ যে বাস্তবায়ন হবে না তা আগেই বুঝেছিলাম। তবে এদিনের বৈঠকে অনেকটাই আশ্বস্ত হতে পেরেছি। আশা করছি এবার শহর যানজটমুক্ত হবে, সেইসঙ্গে কারও রুজিরুটিতেও টান পড়বে না।' শিলিগুড়ি পুরনিগমের প্রশাসক আর বিমলা বলেন, 'এদিন একটি বৈঠক হয়েছে। আগামীতে এনিয়ে ফের একবার পর্যালোচনা বৈঠক করা হবে।'

ক্ষমা চেয়ে শমীককে চিঠি পাব মালিকের

শিলিগুড়ি, ৪ অগাস্ট : জন্মদিন পালনের সময় জায়েন্ট স্ক্রিনে রাজ্যের মন্ত্রীর সঙ্গে তোলা নিজের ছবি লাগানোয় বিতর্কে জড়ান শিলিগুড়ির এক পাব মালিক। ঘটনার পর সেই পাবে হানা দেন আবগারি বিভাগের কর্তারা। সেই পাব মালিক ক্ষমা চেয়ে চিঠি পাঠালেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যকে। সোমবার গভীর রাতে ই-মেলের মাধ্যমে তিনি চিঠিটি পাঠান। ছবি বিতর্ক প্রসঙ্গে তাঁর যুক্তি, 'আমার কর্মীরা ভুল করে ওই ছবি চালিয়েছিল। এত কিছু হবে, আমি ভাবতে পারিনি।'

শুধু তাই নয়, বিজেপির সংখ্যালঘু মোর্চার নেতা গুরপ্রীত সালুজা ও তাঁর সঙ্গী গোপাল শীলের বিরুদ্ধে পাবের বিল না মেটানোর পাশাপাশি তোলাবাজির অভিযোগ তুললেন তিনি। এই বিতর্কে নাম জড়াল বঙ্গীয় হিন্দু মহামঞ্চের সভাপতি বিক্রমাদিত্য মণ্ডলেরও। যদিও প্রশ্ন উঠছে, শমীক রাজ্য সরকারের অংশ নন। তিনি রাজ্যসভার সাংসদ মাত্র। ক্ষমা চেয়ে তাঁর কাছে মেল পাঠানোর অর্থ কী? বিরোধীরা বলছেন, শাসকদলের সভাপতির কাছে ক্ষমা চাইলেই যে অভিযোগ থেকে ছাড় মিলবে, তেমনটা হওয়া উচিত নয়।

ওই ব্যক্তির অভিযোগ, 'গুরপ্রীত সালুজা নিজের জন্মদিন আমার পাবেই পালন করেছিলেন। এক লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা বিল হয়। সেই টাকা আজ অবধি দেননি। উলটে আমার থেকে টাকা চাইতেন।' এদিকে, চাহিদামাফিক কয়েক লক্ষ টাকা না দেওয়ার কারণেই বিক্রমাদিত্য আন্দোলনে শামিল হন বলে অভিযোগ তুলেছেন তিনি।

তাঁর আরও দাবি, গুরপ্রীত-গোপালই বিক্রমাদিত্যকে নিজেদের পরিকল্পনায় শামিল করেন। এখনও নাকি মহামঞ্চের সভাপতি তাঁকে হুমকি দিচ্ছেন। এমনকি প্রমাণ সাপেক্ষে কয়েকটি ছবিও মেলে পাঠানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন ওই পাব মালিক। যদিও বিক্রমাদিত্যের বক্তব্য, 'আসলে দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে এমন অনেক কথা বলা যায়। আমরা আন্দোলন করায় ওই পাব মালিক আরও চাপে পড়ে গিয়েছিল। নিজেকে বাঁচাতে এমন অভিযোগ করছে। আমরা প্রথম থেকেই ওই পাবে মন্ত্রীর ছবি চালানো নিয়ে সরব হই। ক্ষমা চাওয়ায় আমাদের আন্দোলন সফল হল।' অন্যদিকে গুরপ্রীতের দাবি, 'সবটাই মিথ্যে অভিযোগ।'

ইউপিআই লেনদেনে ফি?

নয়াদিল্লি, ৪ অগাস্ট : চায়ের দোকান থেকে শুরু করে শপিং মল- এখন পকেটে মানিব্যাগ না থাকলেও স্মার্টফোন থাকলেই মুশকিল আসান। ইউপিআই পেমেন্টের দৌলতে আমাদের দৈনন্দিন কেনাকাটা বা লেনদেন এখন জলের মতো সোজা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু ডিজিটাল লেনদেনে অভ্যস্ত সাধারণ মানুষের জন্য এবার হয়তো কিছুটা চিন্তার খবর আসতে চলেছে। প্রস্তাবিত একটি নয়া আইন কার্যকর হলে, ২ হাজার টাকার বেশি ইউপিআই লেনদেনের ক্ষেত্রে এবার অতিরিক্ত ফি বা চার্জ গুনতে হতে পারে। নিত্যদিনের ছোটখাটো কেনাকাটায় ইউপিআই এখন সাধারণ মানুষের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তবে প্রস্তাবিত এই আইনটি বলবৎ হলে, যাঁরা নিয়মিত বড় অঙ্কের ডিজিটাল লেনদেন করেন, তাঁদের পকেটে ভালোই টান পড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। ডিজিটাল পেমেন্ট পরিকাঠামোকে আরও সুদৃঢ় করতেই সম্ভবত এই পদক্ষেপের কথা ভাবা হচ্ছে। যদিও এই ফি ঠিক কত শতাংশ হবে বা এটি সরাসরি গ্রাহকের পকেট থেকে কাটা হবে কি না, তা নিয়ে এখনও বিস্তারিত তথ্য সামনে আসেনি।

বর্তমানে ইউপিআই পেমেন্ট সম্পূর্ণ বিনামূল্যে হওয়ায় তা সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে ছোট ব্যবসায়ীদের মধ্যে বিপুল জনপ্রিয়তা পেয়েছে। এখন এই নতুন ফি চালু হলে তা ডিজিটাল লেনদেনের অভ্যাসে কতটা প্রভাব ফেলবে, সেটাই দেখার বিষয়।

অর্থমন্ত্রীকে প্রস্তাব, দাবি মনোজের

চা শ্রমিকের আয় বাড়ানোর উদ্যোগ

নাগরাকাটা, ৪ অগাস্ট : একেকজন চা শ্রমিকের সার্বিক আয় মাসে ১৫ হাজার টাকায় পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে রাজ্য সরকার। সাধারণত দেখা যায়, বাগানে স্বামী-স্ত্রী দুজনেই কাজ করেন। সেক্ষেত্রে অনেকেরই পরিবারগত আয় ৩০ হাজার টাকা হবে। কীভাবে তা করা যেতে পারে সে বিষয়ে মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের সঙ্গে কথা বললেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সংসদে মুখ্যমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রীর ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিগ্গাও। সাংসদ বলেন, 'শ্রমিকরা বর্তমানে যা মজুরি পাচ্ছেন তা অবশ্যই বাড়বে। একেকজন যাতে অন্তত সব মিলিয়ে মাসে ১৫ হাজার টাকার আয়ে পৌঁছাতে পারেন সেই লক্ষ্য নেওয়া হচ্ছে। হাতিয়ার হিসেবে অন্নপূর্ণা যোজনা, ১২৫ দিনের ভিবি-জি রাম জি-র মতো প্রকল্পগুলিকে কাজে লাগানো হবে। এর বাইরে আরও কিছু কেন্দ্রীয় প্রকল্প রয়েছে। পাশাপাশি আয়ুষ্মান ভারত, মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য বিমার মতো প্রকল্পগুলিও যাতে সব চা শ্রমিক পান সেটাও আমাদের লক্ষ্য।'

এদিন উত্তরবঙ্গের বন্ধ, রুগ্ন, অচল সহ স্বাভাবিক সব চা বাগানের প্রসঙ্গও ওঠে। বন্ধ বাগানের মালিকদের নিয়ে গত ১২ জুলাই শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং শিলিগুড়িতে বৈঠক করেছিলেন। সেখানে তাঁদের অবস্থান জানানোর জন্য এক মাসের সময়সীমা দেওয়া হয়েছিল। আগামী ১২ অগাস্টের পর ফের একটি বৈঠকের ভাবনা রাজ্যের রয়েছে। গত ২৯ জুলাই বানারহাটের অচল তোতাপাড়া চা বাগানকে ফের খোলা সম্ভব হয়েছে। এরপরের টার্গেট আমবাড়ির মতো বন্ধ বাগান। মনোজ আরও বলেন, 'উত্তরবঙ্গের চা শিল্পের স্বার্থে প্রধানমন্ত্রী প্রোৎসাহন যোজনার মাধ্যমে ৩১৩ কোটি টাকার প্রকল্পের কাজ শুরু হতে চলেছে।'

...আসল ছবি বাকি

প্রথম পাতার পর

বেশি আলোচনা হচ্ছিল, আজ তাঁরাই সবচেয়ে বেশি প্রস্তাব দিয়েছেন। কর্মীদের মধ্যে যে অসন্তোষ রয়েছে, তা সেপ্টেম্বরের মধ্যেই মিটে যাবে। সবটাই মুখ্যমন্ত্রীকে জানানো হয়েছে। তিনি মন দিয়ে সব শুনেছেন।' ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনের পর থেকেই তৃণমূলে ভাঙনের সুর। তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সাজানো ঘর। সংসদীয় ও পরিষদীয় দুই দলের অধিকাংশ সদস্যই তাঁর হাত ছেড়েছেন। ক'দিন আগেই এই ভাঙন নিয়ে টিপ্পনী কেটেছিলেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। একে একে আরও অনেকেই মমতা সঙ্গ ছাড়বেন বলে তিনি ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। বাস্তবে এদিন শুভেন্দুর গলাতে সেই একই ইঙ্গিত শোনা গিয়েছে।'

বৈঠক শেষে এক সাংবাদিক শুভেন্দুকে প্রশ্ন করেন, এনসিপিআই-এর সব সাংসদ উপস্থিত ছিলেন কি না। উত্তরে সহাস্য শুভেন্দু বলে ওঠেন, 'আপনারা ছবিগুলি ভালো করে দেখে একটু গুনে নিন না- এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ করে। নিজেরাই বুঝে যাবেন। আর যদি আরও প্রয়োজন হয়, তবে তাঁদের সঙ্গেও দেখা হবে।'

আপাতদৃষ্টিতে হেঁয়ালি মনে হলেও শুভেন্দুর এই কথার গুরুত্ব কতটা, তা দুঁদে রাজনীতিকরা বেশ ভালোই জানেন।

তৃণমূল ছেড়ে এনসিপিআই-তে যোগ দিলেও বিজেপির নীচুতলার কর্মীরা তাঁদের মেনে নিচ্ছেন না বলে শুভেন্দুর কাছে আক্ষেপ প্রকাশ করেন শতাব্দী রায়, রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়রা। অনেক জায়গায় তাঁদের বিদ্রুপের মুখে পড়তে হচ্ছে বলেও হতাশা ব্যক্ত করেছেন বাকি সাংসদদের অনেকেই। স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনের সহযোগিতা নিয়েও অভিযোগ ছিল তাঁদের। শুভেন্দু সবটা গুরুত্ব দিয়ে শুনে দ্রুত তা সমাধানের আশ্বাসও দিয়েছেন। এদিনের আলোচনায় রাজ্য সরকারের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সাংসদদের নিজ নিজ এলাকায় উন্নয়নের রূপরেখা তৈরিতে জোর দেওয়া হয়েছে বলে দাবি করেছেন অনেকেই। মথুরাপুরের সাংসদ বাপি হালদার বলেন, 'কোনও যোগ্য মানুষ যাতে সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প বা সরকারি সুবিধা থেকে বঞ্চিত না হন, তা নিশ্চিত করতে সাংসদেরাই প্রয়োজনীয় উপভোক্তাদের চিহ্নিত করবেন।'

সূত্রের খবর, শুভেন্দু এদিন সাংসদদের বলেন, 'আপনারা ইতিমধ্যে তৃণমূল ছেড়ে এনসিপিআই-তে যোগদান করেছেন। তাহলে তো আপনারা এনডিএ-তেই।' প্রশাসনিক ও আর্থিক নিষ্পত্তির আশ্বাসও দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এনসিপিআই সূত্রে খবর, একইসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী এনসিপিআই এবং এনডিএ-কে ঘিরে রাজনৈতিক অন্দরে ছড়িয়ে থাকা বিভ্রান্তি উড়িয়ে দিয়ে বলেন, দলের সব সাংসদই শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গেই রয়েছেন এবং আগামীদিনেও একসঙ্গেই কাজ করবেন।

শতাব্দী রায়ও আশ্বস্ত করে বলেন, সবকিছু আইনি ও সাংগঠনিক প্রক্রিয়া মেনেই এগোবে। এনসিপিআই-এর স্বীকৃতি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'আইনি প্রক্রিয়া অনুযায়ী কাজ চলছে। একটু সময় লাগবে, তবে দ্রুতই সমাধান হয়ে যাবে।' বৈঠক শেষে সাংসদ রচনা দাবি করেন, 'বৈঠকটি দীর্ঘদিন বকেয়া ছিল, যা আজ সম্পন্ন হল। নিজ নিজ এলাকার উন্নয়নমূলক কাজ কীভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব, তা নিয়ে আমাদের মনের মধ্যে একগুচ্ছ প্রশ্ন ছিল। মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে আমাদের দিকনির্দেশ করেছেন, পরামর্শ দিয়েছেন এবং আগামীদিনের কর্মসূচি নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তাতে আমরা ভীষণ খুশি।'

বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী উন্নয়নমূলক কর্মসূচির উপর বিশেষ গুরুত্ব দেন বলে জানা গিয়েছে। সূত্রের খবর, তিনি নির্দেশ দেন যে, প্রতিটি এনসিপিআই সাংসদ নিজ নিজ এলাকায় এমন ৫,০০০ জনের নাম সুপারিশ করবেন, যাঁরা আবেদন করেও এখনও অন্নপূর্ণা যোজনার সুবিধা পাননি। সেই তালিকার ভিত্তিতে তাঁদের প্রকল্পের আওতায় আনা হবে।

সুভাষের অপমান

প্রথম পাতার পর

মমতার আশঙ্কা, 'জনগণনায় কার নাম থাকবে আর কার নাম বাদ যাবে, তার গ্যারান্টি কোথায়? এটা আর একটা এসআইআর (বিশেষ নিবিড় সংশোধন) নয়তো?' তাঁর মূল অভিযোগ ছিল, জনগণনা ও ডিলিমিটেশনের মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়ায় কোনও রাজনৈতিক দলকে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে না। তৃণমূল নেত্রীর কথায়, 'একতরফাভাবে ঘরে বসে ডিলিমিটেশন আর সেনসাসের কাজ চালানো হচ্ছে। বিরোধী দলগুলোকে অন্ধকারে রাখা হচ্ছে।'

মমতা এমন অভিযোগ তুললেও তার বাস্তব ভিত্তি অবশ্য নেই। কারণ জনগণনায় কখনোই রাজনৈতিক দলকে অন্তর্ভুক্ত করার নিয়ম নেই। প্রবীণ সিপিএম নেতা রবীন দেব সেই নিয়ম দেখিয়েই বলছেন, 'সেনসাস প্রক্রিয়ায় কখনোই রাজনৈতিক দলগুলির সরাসরি অংশগ্রহণ থাকে না। দলগুলি কেবল নিজস্ব সাংগঠনিক স্তরে সতর্ক দৃষ্টি রাখে।'

এনিয়ে মমতাকে কটাক্ষ করেছে বিজেপি বিধায়ক কৌস্তভ বাগচীও। তাঁর খোঁচা, 'রাজনৈতিক প্রাসঙ্গিকতা ধরে রাখতেই উনি এসব অবাস্তব দাবি করছেন।'

এদিন আদালত ও প্রশাসনের বিরুদ্ধেও আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন মমতা। তিনি বলেছেন, 'নির্বাচনি অনিয়ম নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে গিয়েও প্রত্যাশিত বিচার পাননি তিনি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে উদ্ধৃত করে তিনি বলেন, 'বিচারের বাণী আজও নীরবে নিভৃতে কাঁদছে।'

পাশাপাশি তাঁর অভিযোগ, পুলিশ-প্রশাসন তাঁকে রাজনৈতিক কর্মসূচি ও সভা-সমাবেশ করতে বাধা দিচ্ছে। হুঁশিয়ারির সুরে মমতা জানান, আইন না মানলে তাঁরাও পথে নেমে গণ আন্দোলন গড়ে তুলবেন। রাজ্যের 'অন্নপূর্ণা যোজনা' এবং বিধবা ভাতা প্রসঙ্গে তাঁর দাবি, একদিকের বহু যোগ্য মহিলার নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে, আর যাদের নাম আছে তাঁরাও ঠিকমতো টাকা পাচ্ছেন না। ইডি-র হস্তক্ষেপে তৃণমূলের বেশ কয়েকটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট 'ফ্রিজ' নিয়ে বিজেপি ও আরএসএস-কে নিশানা করেন মমতা। রাজনৈতিক প্রতিহিংসার অভিযোগ তুলে তাঁর প্রশ্ন, 'আরএসএস-এর রেজিস্ট্রেশন বা বিদেশি তহবিলের হিসাব নিয়ে কেন একইরকম পদক্ষেপ করা হয় না?'

রাজনৈতিক কারণে তিনি তাঁর বইয়ের রয়্যালটির টাকা পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ করেন মমতা। তিনি বলেন, 'আমি মাইনে নিতাম না। পেনশনও নিই না। দীর্ঘদিন ধরে আমার লেখা বইয়ের রয়্যালটি অর্থ থেকেই ব্যক্তিগত খরচ সামলাই। কিন্তু এ বছর এখনও পর্যন্ত সেই অর্থ আমি পাইনি। বিজেপি নানা উপায়ে আমাকে আক্রমণ করার চেষ্টা করছে। এই ঘটনাও সেই বৃহত্তর রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের অংশ হতে পারে।' তবে মমতার এই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন তাঁর বই প্রকাশক সংস্থা। সেই প্রকাশক সংস্থার কর্ণধার সুধাংশুশেখর দে জানিয়েছেন, 'প্রতিবছরই জুন মাসের পর থেকে রয়্যালটির টাকা পাঠানো শুরু হয়। এবারও সেই নিয়মের অন্যথা হবে না।'

সরিস্কা থেকে শিখুক বক্সা

প্রথম পাতার পর

অন্যদিকে, স্থানীয়দের সঙ্গে সুন্দরীর শুরু হল এক রক্তক্ষয়ী সংঘাত। আতঙ্কিত গ্রামবাসীর রোষের মুখে পড়ে সুন্দরীকে শেষপর্যন্ত বাধ্য হয়ে খাঁচাবন্দি করা হয় এবং একরাশ ব্যর্থতার গ্লানি মাথায় নিয়ে তাকে ফের মধ্যপ্রদেশেই ফেরত পাঠাতে হয়। এই চরম বিপর্যয়ের গভীরে লুকিয়ে ছিল একটা মস্ত বড় ফাঁক, স্থানীয়দের প্রবল আস্থাহীনতা। জঙ্গল ঘেঁষা গ্রামের মানুষদের সম্পূর্ণ অন্ধকারে রেখে, তাঁদের দৈনন্দিন জীবন ও অস্তিত্বকে বিপন্ন করে, কেবল তড়িঘড়ি একটা রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক চমক দেওয়ার মাশুল সেবার সাতকোশিয়াকে এভাবেই কড়ায় গন্ডায় চোকাতেও হয়েছিল।

এই মর্মান্তিক গল্পের ঠিক উলটো পিঠে রয়েছে এক অবিস্মরণীয় সাফল্যের আখ্যান, যার নাম রাজস্থানের সরিস্কা ব্যাঘ্র-প্রকল্প। ২০০৫ সালে যখন হঠাৎ করে খবর এল যে সরিস্কায় একটাও বাঘ আর অবশিষ্ট নেই, তখন গোটা বিশ্বজুড়ে তীব্র তোলপাড়। এরপর অনেক ভাবনাচিন্তা, অনেক লড়াই। ২০০৮ সালে মাত্র তিনটি বাঘ দিয়ে সেখানে এক নতুন পুনর্বাসন প্রকল্প শুরু হয়। আর আজ? আজ সেই সরিস্কায় বাঘের সংখ্যা ৫৬-র গণ্ডি ছাড়িয়েছে। এই অভাবনীয় সাফল্যের জাদুকাঠিটা কিন্তু কোনও জাদুকরের হাতে ছিল না? তা লুকিয়ে ছিল সাধারণ মানুষের প্রত্যক্ষ এবং স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মধ্যে। প্রশাসন সেখানে কোনও জোরজুলুম করেনি। বরং বনাঞ্চল লাগোয়া সাধারণ বাসিন্দাদের এই মহতী প্রকল্পের সবচেয়ে বড় অংশীদার করে তুলেছিল। গ্রামবাসীদের বোঝানো হয়েছিল, বাঘ বাঁচলে জঙ্গল বাঁচবে, আর জঙ্গল বাঁচলে তাঁদের রুটিরুজিও সুরক্ষিত হবে। বাঘের জন্য পর্যাপ্ত শিকার এবং নিরাপদ বাসযোগ্য পরিবেশ তৈরি করতে প্রশাসন সেখানে দীর্ঘ সময় নিয়েছিল, কোনও তাড়াহুড়ো করেনি।

বক্সার ক্ষেত্রেও এখন সেই একই অগ্নিপরীক্ষা। একসময়ের বাঘেদের অবাধ বিচরণক্ষেত্র বক্সায় আজ আর স্থায়ী বাঘের কোনও দেখা মেলে না। সুন্দরবনের বাঘ যেহেতু ম্যানগ্রোভ পরিবেশে, কাদা-জলে অভ্যস্ত, তাই বক্সার পাহাড়, নদী আর তরাই অঞ্চলের জন্য বিহারের বাল্মীকি অথবা অসমের কাজিরাঙ্গা থেকে বাঘ আনার পরিকল্পনা করা হয়েছে। তবে স্বস্তির বিষয় এটাই যে, এবার অন্তত সাতকোশিয়ার মতো হঠকারী সিদ্ধান্ত নিতে নারাজ বন দপ্তর। বাঘ আনার আগে জঙ্গলে তার মূল শিকার অর্থাৎ চিতল ও সম্বর হরিণের সংখ্যা ব্যাপকভাবে বাড়ানো হচ্ছে। নতুন ঘাসবন তৈরি করা হচ্ছে। কারণ জঙ্গলে পর্যাপ্ত খাবার না থাকলে বাঘ পেটের দায়ে নিশ্চিতভাবেই লোকালয়ে ঢুকবে, আর তখনই শুরু হবে মানুষ-পশুর সেই আদিম সংঘাত।

পাশাপাশি, মানুষ ও বন্যপ্রাণী সংঘাত এড়াতে জঙ্গল লাগোয়া জনবসতি সরানোর কাজ চলছে অত্যন্ত সংবেদনশীলভাবে। ইতিমধ্যে ভুটিয়া বস্তি ও গাংগুটিয়া বনবস্তির বাসিন্দাদের সফলভাবে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে। জয়ন্তী গ্রামের মতো বড় জনপদের ৯৭ শতাংশ পরিবারও অন্যত্র সরতে স্বেচ্ছায় রাজি হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ঠিক হয়েছে, ভিনরাজ্য থেকে আনা বাঘেদের সরাসরি গভীর জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হবে না। তার বদলে একটি বিশাল প্রাকৃতিক ঘেরাটোপে বা সফট রিলিজ পদ্ধতিতে তাদের প্রথমে বেশ কিছুদিন রাখা হবে। নতুন পরিবেশ, এখানকার হাওয়া, জল, গন্ধের সঙ্গে মানিয়ে নিলে তবেই তাদের পুরোপুরি মুক্ত করা হবে বক্সার বিস্তীর্ণ ক্যানভাসে।

আসলে বাঘ-পুনর্বাসন মানে নিছক একটা প্রাণীকে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় স্থানান্তর করা নয়। এটি আসলে একটি গোটা বাস্তুতন্ত্রকে, একটা মৃতপ্রায় জঙ্গলকে পুনরুজ্জীবিত করার এক নিরলস ও ধারাবাহিক লড়াই। তাই কোনও প্রশাসনিক চমক দিতে ২ অক্টোবরের ডেডলাইন ছোঁয়ার চেয়ে, প্রস্তুতির ভিতটাকে পাথরের মতো মজবুত করাটাই এখন সবচেয়ে বেশি জরুরি। বক্সা যদি সাতকোশিয়ার সেই একগুঁয়েমি আর তাড়াহুড়ো এড়িয়ে সরিস্কার মতো স্থানীয় মানুষদের বিশ্বাস আর ভালোবাসা অর্জন করতে পারে, তবে উত্তরবঙ্গের এই চিরসবুজ জঙ্গলে খুব শীঘ্রই ফের লেখা হবে এক নতুন বন্য রূপকথা।

আর সেই রূপকথায় বক্সার বুক চিরে ফের শোনা যাবে সেই বহু প্রতীক্ষিত রাজকীয় গর্জন।

রোনাল্ডোর প্রেরণাতেই
সোনা অস্মিতার

আগরতলা, ৪ অগাস্ট : এবারের কমনওয়েলথ গেমসে ভারতীয়দের একাধিক নজিরের মধ্যে নাম লিখিয়েছেন অস্মিতা দে। কমনওয়েলথের আসরে দেশকে জুডো থেকে প্রথম পদক এনে দিয়েছিলেন ত্রিপুরার এই বঙ্গতনয়া। কানাডার হেইদি কুয়াচকে হারিয়ে সোনা জিতে নেন তিনি। আর এই সোনালি সফরে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর জীবন কাহিনী প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে অস্মিতার।

কমনওয়েলথে সোনালি অধ্যায় রচনা করে দেশে ফেরার পর সেই গল্পই শুনিয়েছেন ২৩ বছরের এই জুডোকা। উষ্ণ অভ্যর্থনায় ভেসে যাওয়ার ফাঁকে অস্মিতা বলেছেন, 'আমি ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর ভক্ত। আমি ওঁকে ফলো করি। উনি জীবনে অনেক প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে গিয়েছেন। ১৯ বছর বয়সে বাবাকে হারিয়েছিলেন। তারপরও রোনাল্ডো বিশ্বের সেরা ফুটবলার হয়েছেন। গোটা দুনিয়া ওঁকে সম্মান করে। রোনাল্ডোর জার্সি আমাকে সবসময় অনুপ্রাণিত করেছে।'

অস্মিতার উঠে আসার রাস্তাও গোলাপের পাপড়ি বিছানো ছিল না। বাবা অর্জুন দে সাইকেল মেকানিক ছিলেন। ২০২৫ সালের ডিসেম্বরে ব্রেন স্ট্রোকে অস্মিতার বাবা মারা যান। পিতৃহারা হওয়ার কয়েকদিন পর সদ্যসমাপ্ত কমনওয়েলথ গেমসের যোগ্যতা অর্জন করেন অস্মিতা। কিন্তু সেই সময় খেলাটা চালিয়ে যাবেন কি না, তা নিয়েই চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলেন তিনি। সেখান থেকে কমনওয়েলথের আসরে অস্মিতার সাফল্য আগামীদিনে বাকিদেরও উদ্বুদ্ধ করবে।

এবারের কমনওয়েলথে জুডো থেকে ভারতের ঘরে চারটি পদক এসেছে। যার মধ্যে অস্মিতা ছাড়াও হর্ষ সিং সোনা জেতেন। অস্মিতার আশা, এবার থেকে জুডো নিয়ে ভারতে আগ্রহ বাড়বে। এই প্রসঙ্গে অস্মিতা বলেছেন, 'খুবই ভালো লাগছে। ভারত প্রথমবার কমনওয়েলথে জুডো থেকে চারটি সোনা জিতেছে। যা এই খেলার জন্য খুবই বড় ব্যাপার। আশা করি, আগামীতে তরুণরা জুডোর প্রতি আগ্রহী হবে।'

ফাইনালে প্রতিপক্ষকে ১ পয়েন্ট উপহার দিয়ে পিছিয়ে পড়েছিলেন অস্মিতা। সেখান থেকে 'গোল্ডেন স্কোরে' জিতে চ্যাম্পিয়ন হয়ে যান তিনি। এই প্রসঙ্গে অস্মিতা বলেছেন, 'আমি সোনা জয়ের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী ছিলাম। তাই আমাকে জিততেই হত।'

কাঁধে চেপে বিমানবন্দর থেকে বেরোচ্ছেন জুডোয় ইতিহাস গড়া অস্মিতা দে।

পদত্যাগ না করলে
সমান্তরাল বিশ্বকাপের হুঁশিয়ারি

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ৪ অগাস্ট : বিশ্ব ফুটবলের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থায় এখন রীতিমতো গৃহযুদ্ধ। ফিফা প্রেসিডেন্ট জিয়ান্নি ইনফ্যান্তিনোর সিংহাসন এখন প্রবলভাবে টলমল। বিশ্বকাপ সহ ফিফার যাবতীয় লাভজনক টুর্নামেন্টের বাণিজ্যিক স্বত্ব ব্যক্তিগত বিনিয়োগকারীদের হাতে তুলে দেওয়ার এক গোপন ছক কষেছিলেন তিনি। কিন্তু সেই পরিকল্পনা প্রকাশ্যে আসতেই বিশ্বজুড়ে তীব্র প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে। আর এই বিদ্রোহের একেবারে সামনে দাঁড়িয়ে নেতৃত্ব দিচ্ছে ইউরোপীয় ফুটবলের সর্বোচ্চ সংস্থা উয়েফা। শুধু ইউরোপ নয়, এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন (এএফসি) এবং উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার ফুটবল সংস্থাও (কনকাকাফ) উয়েফার সঙ্গে হাত মিলিয়ে ইনফ্যান্তিনোকে ক্ষমতাচ্যুত করার ডাক দিয়েছে।

ফিফাকে আইনি নোটিশ উয়েফার

পরিস্থিতি এতটাই ঘোরাল যে, উয়েফার আইনজীবীরা ফিফাকে 'প্রিজারভেশন লেটার' বা কড়া আইনি নোটিশ পাঠিয়েছেন। এই নোটিশের অর্থ হল, গোপন চুক্তি সংক্রান্ত কোনও তথ্য, নথি বা ইলেক্ট্রনিক মেসেজ যাতে কোনওভাবেই মুছে ফেলা না হয়, তার আইনি সতর্কতা। আল জাজিরার দাবি অনুযায়ী, শুধু ইনফ্যান্তিনো নন, জোশুয়া কুশনার, গ্রেগ মাফেই, জেপি মরগ্যান এবং ওপেন ইকোনমিকের কাছেও গত শুক্রবার এই আইনি চিঠি পাঠিয়েছে উয়েফা।

নেপথ্যের গল্পটা চমকে দেওয়ার মতো। বিশ্বকাপের পরপরই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের জামাইয়ের পরিবারের সদস্য কুশনারের সঙ্গে ৪.২ বিলিয়ন ডলারের এক বিশাল চুক্তির ঘুঁটি সাজিয়েছিলেন ইনফ্যান্তিনো। উদ্দেশ্য ছিল বিশ্বকাপের একাংশের স্বত্ব বিক্রি করে দেওয়া। কিন্তু উয়েফা এবং অন্তত ৫৫টি সদস্য দেশের প্রবল চাপে গত শনিবার সেই সিদ্ধান্ত থেকে পিছু হটতে বাধ্য হন ফিফা বস। উয়েফা পরিষ্কার জানিয়ে দেয়, ইনফ্যান্তিনো অবিলম্বে পদত্যাগ না করলে ফিফার সমান্তরাল একটি নিজস্ব বিশ্বকাপ বা 'গ্লোবাল নেশনস লিগ' শুরু করবে তারা। ২০১৭ সালের তৈরি করা একটি ব্লু প্রিন্টকে হাতিয়ার করে তারা ফিফার যাবতীয় মিটিং ও সিদ্ধান্ত বয়কটেরও হুঁশিয়ারি দিয়েছে।

চারদিক থেকে চাপ বাড়তে থাকায় ইনফ্যান্তিনো নাকি ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং মার্কিন প্রশাসনের কাছে রাজনৈতিক সমর্থন ভিক্ষা করেছিলেন- ব্রিটিশ দৈনিক 'দ্য টাইমস' এবং 'নিউ ইয়র্ক পোস্ট'-এ এমন খবর বেরোতেই বিতর্কের আগুনে ঘি পড়ে। যদিও ফিফা এক্স (সাবেক টুইটার) হ্যান্ডেলে সরকারি বিবৃতি দিয়ে এই দাবি পুরোপুরি খারিজ করে দিয়েছে। তারা জানিয়েছে, ট্রাম্প বা মার্কিন প্রশাসনের সঙ্গে ইনফ্যান্তিনোর কোনও যোগাযোগ হয়নি, সংবাদমাধ্যমের এই দাবি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

তবে ফিফার এই সাফাইয়ে চিড়ে ভিজছে না। আগামী মার্চে ফিফার প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। কিছুদিন আগেও ২০৩১ সাল পর্যন্ত ইনফ্যান্তিনোর বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয় প্রায় নিশ্চিত ছিল। আর এখন, ২১১টি সদস্য দেশের মধ্যে মাত্র ১৫টি দেশ তাঁকে সমর্থন করছে! ইংল্যান্ড এবং ওয়েলসের ফুটবল সংস্থাও তাঁর ওপর থেকে সমর্থন তুলে নিয়েছে। ওয়েলস ফুটবল সংস্থা কড়া ভাষায় জানিয়েছে, ফুটবলের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে ইনফ্যান্তিনো যে কাজ করেছেন, তাতে তাঁর ওপর আর কোনও ভরসা নেই। সুইডিশ ফুটবল ফেডারেশনও ইঙ্গিত দিয়েছে, আগামী নির্বাচনে ইনফ্যান্তিনোর বিরুদ্ধে সর্বসম্মতভাবে একজন বিকল্প প্রার্থী দাঁড় করানোর কথা অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে ভাবছে উয়েফা। ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখার খেলায় মেতে ফিফা প্রেসিডেন্ট এখন নিজেই নিজের পতন ডেকে এনেছেন।

চাপ সামলাতে ইনফ্যান্তিনো নাকি ট্রাম্পের কাছে রাজনৈতিক সমর্থন ভিক্ষা করেছেন।

কমনওয়েথ গেমসে রুপো জয়ের জন্য ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণু দেও রাইয়ের থেকে সংবর্ধনা পেলেন জ্ঞানেশ্বরী যাদব।

যন্ত্রণা নিয়েই পদক জয় জ্ঞানেশ্বরীর

নয়াদিল্লি, ৪ অগাস্ট : শারীরিক প্রতিকূলতাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে আন্তর্জাতিক মঞ্চে দেশের নাম উজ্জ্বল করেছেন ভারোত্তোলক জ্ঞানেশ্বরী যাদব। গ্লাসগো কমনওয়েলথ গেমসে মহিলাদের ভারোত্তোলনের ৫৩ কেজি বিভাগে রুপো জিতেছেন তিনি।

এক সাক্ষাৎকারে ২৩ বছরের জ্ঞানেশ্বরী জানান, প্রতিযোগিতার প্রথম দিনেই তাঁর ঋতুস্রাব শুরু হয়। তীব্র যন্ত্রণা নিয়েই ভারোত্তোলনে নামতে হয় তাঁকে। সেই কঠিন মুহূর্তের স্মৃতিচারণ করে জ্ঞানেশ্বরী বলেছেন, 'এর আগে এই ধরনের পরিস্থিতিতে অনুশীলন করেছি, তবে প্রথম দিনেই কখনও প্রতিযোগিতায় নামিনি। চেয়েছিলাম ফোকাস ধরে রাখতে। আমার পরিবার এবং কোচরাও আমাকে ওই মুহূর্তে ভরসা জুগিয়েছিলেন।' নিজের মানসিক দৃঢ়তার কথা তুলে ধরে তিনি বলেছেন, 'আমি নিজেকে বুঝিয়েছিলাম যে এই যন্ত্রণা আমার লক্ষ্যের তুলনায় নেহাতই সামান্য। সেই জেদই আমাকে সফলতা এনে দিয়েছে।'

ছত্তিশগড়ের এক সাধারণ পরিবার থেকে উঠে আসা জ্ঞানেশ্বরীর এই পথচলা একেবারেই সহজ ছিল না। বাবা ও পরিবারের সংগ্রামের দিনগুলির কথা স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলছিলেন, 'প্রতিটা সাফল্যের নেপথ্যেই দীর্ঘ লড়াই থাকে। আমার বাবা প্রতিদিন সাইকেলে করে আমাকে জিমে নিয়ে যেতেন। বাবার নিজের জাতীয় বা আন্তর্জাতিক স্তরে খেলার স্বপ্ন অধরা থেকে গিয়েছিল, কিন্তু তিনি চেয়েছিলেন আমি সেই স্বপ্ন পূরণ করি।' জ্ঞানেশ্বরীর এই ঐতিহাসিক সাফল্যের পর ছত্তিশগড় সরকারের পক্ষ থেকে তাঁকে বিশেষ সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে। সেই ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, জ্ঞানেশ্বরীকে ৩০ লক্ষ টাকা নগদ পুরস্কার দেওয়া হবে। পাশাপাশি তাঁর এই দুর্দান্ত সাফল্যের স্বীকৃতি স্বরূপ ছত্তিশগড় পুলিশের সহকারী সাব-ইনস্পেকটর পদ থেকে সরাসরি ডিএসপি পদ দেওয়া হবে তাঁকে।

ভিনেশের বার্তায় উদ্বুদ্ধ তেজস্বীন

নয়াদিল্লি, ৪ অগাস্ট : চার বছর আগে বার্মিংহাম কমনওয়েলথ গেমসে হাইজাম্প থেকে দেশকে পদক এনে দিয়েছিলেন তেজস্বীন শংকর। কিন্তু গ্লাসগো কমনওয়েলথে তাঁর সামনে বাধা হয়ে দাঁড়ায় হাঁটুর চোট। বাধ্য হন নাম প্রত্যাহার করতে। শেষমেশ অবশ্য চোট উপেক্ষা করে গ্লাসগোয় ইতিহাস লিখেছেন তেজস্বীন। প্রথম ভারতীয় হিসেবে কমনওয়েলথ গেমসের ডেকাথলন থেকে দেশকে পদক এনে দিলেন তিনি। ব্রোঞ্জ জিতেছেন তেজস্বিন। ঐতিহাসিক এই পদক জয়ের পর তারকা কুস্তিগির ভিনেশ ফোগটের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানালেন দিল্লির এই অ্যাথলিট।

১০টি ভিন্ন খেলার সংমিশ্রণ ডেকাথলন। অন্যতম কঠিন ইভেন্ট। সেই ডেকাথলনের ১০টি ইভেন্ট মিলিয়ে ৭৯৭৬ পয়েন্ট নিয়ে পদক জিতেছেন তেজস্বীন। দিল্লির অ্যাথলিট জানালেন, চোটের জন্য হাইজাম্প থেকে নাম প্রত্যাহারের পর তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছে তারকা কুস্তিগির ভিনেশের বার্তা। তেজস্বীনের উদ্দেশে সমাজমাধ্যমে ভিনেশ লিখেছিলেন, 'তেজু, তুমি পারবে। সামনের লক্ষ্যে অবিচল থাকো। আমার কোচ সবসময় বলতেন, একজন পেশাদার অ্যাথলিট হিসেবে আমাদের ভালো-খারাপ উভয় পরিস্থিতির জন্যই তৈরি থাকতে হয়।' পদক জয়ের পর তার উত্তরে তেজস্বীন লিখেছেন, 'ভিনেশজি, আপনাকে ধন্যবাদ এই মূল্যবান শব্দগুলোর জন্য। ২০১৮ সালে আমায় কমনওয়েলথে যেভাবে সাহস জুগিয়েছিলেন, স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে সাহায্য করেছিলেন, তা আজও মনে আছে। আর আট বছর পরে আজও আপনি আমার আদর্শ।'

এদিকে, ভারতীয় কুস্তি ফেডারেশনের প্রাক্তন প্রধান ব্রিজভূষণ শরণ সিংয়ের মামলায় দিল্লি আদালতের সাম্প্রতিক রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চতর আদালতে আপিল করার কথা জানালেন ভিনেশ ও আন্দোলনকারী অন্যান্য কুস্তিগির। সোমবার দিল্লি আদালত মামলা থেকে ব্রিজভূষণ ও আর এক অভিযুক্ত বিনোদ তোমরকে মুক্ত ঘোষণা করে।

হাঁটুর চোট নিয়েই ডেকাথলন থেকে ব্রোঞ্জ এনেছেন তেজস্বীন শংকর।

> তেজু, তুমি পারবে। সামনের লক্ষ্যে অবিচল থাকো। আমার কোচ সবসময় বলতেন, একজন পেশাদার অ্যাথলিট হিসেবে আমাদের ভালো-খারাপ উভয় পরিস্থিতির জন্যই তৈরি থাকতে হয়। -ভিনেশ

লুসানে এশিয়াডের মহড়া নীরজের

নয়াদিল্লি, ৪ অগাস্ট : গ্লাসগো কমনওয়েলথ গেমসে সোনা হাতছাড়া হয়েছে। সামনে এশিয়ান গেমস। তার আগে আরও একটা কঠিন চ্যালেঞ্জ অপেক্ষা করছে নীরজ চোপড়ার সামনে। লুসান ডায়মন্ড লিগে নামবেন ভারতের তারকা জ্যাভলিন থ্রোয়ার। আরও একবার শ্রীলঙ্কার রুমেশ পাথিরাগে, পাকিস্তানের আর্শাদ নাদিম সহ বিশ্বের তারকাদের বিরুদ্ধে লড়বেন নীরজ।

২১ অগাস্ট ডায়মন্ড লিগের আসর বসছে সুইৎজারল্যান্ডের লুসানে। প্রতিযোগিতায় সম্ভবত নীরজের সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী হতে চলেছেন সদ্য কমনওয়েলথে সোনাজয়ী লঙ্কান অ্যাথলিট পাথিরাগে। গ্লাসগোয় তাঁর কাছেই সোনা হাতছাড়া হয়েছে নীরজের। থাকছেন প্যারিস অলিম্পিকে সোনাজয়ী পাক জ্যাভলার নাদিম। এছাড়াও প্রাক্তন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন অ্যান্ডারসন পিটার্স, জুলিয়ান ওয়েবার, কার্টিস থম্পসনের মতো তারকারা লুসান ডায়মন্ড লিগে অংশগ্রহণ করবেন। কাজেই এই লড়াইটা নীরজের জন্য কমনওয়েলথের তুলনায় কোনও অংশে কম কঠিন নয়।

সেপ্টেম্বরে এশিয়ান গেমসের আসর বসছে জাপানের আইচি-নাগোয়ায়। তার আগে লুসান ডায়মন্ড লিগ নীরজদের প্রস্তুতির সেরা মঞ্চ হতে চলেছে। গ্লাসগো কমনওয়েলথে রুপো জিতলেও চোট সারিয়ে প্রতিযোগিতামূলক জ্যাভলিনে ফেরার পর এখনও সেরা ছন্দে দেখা যায়নি নীরজকে। মানসিকভাবে তিনি যে এখনও একশো শতাংশ তৈরি নন, তারকা জ্যাভলার নিজে মুখেই সেই কথা স্বীকার করেছেন। সেদিক থেকে দেখলে লুসান ডায়মন্ড লিগের মঞ্চ নীরজের আত্মবিশ্বাস বাড়াতেও সাহায্য করবে।

কোচ ও ফিটনেস ট্রেনারের সঙ্গে নিজের এই ছবি পোস্ট করেছেন নীরজ চোপড়া।

'ম্যাজিক তৈরি করেছিলে'
দিলীপ-বন্দনায় রোহিত

মুম্বই, ৪ অগাস্ট : শুরুটা ২০২১ সালের নভেম্বরে। রাহুল দ্রাবিড়ের হাত ধরে ভারতীয় দলে প্রবেশ। পরবর্তী পাঁচ বছরে টিম ইন্ডিয়ার ফিল্ডিং উন্নতিতে নিরলস পরিশ্রম করেছেন। রোহিত শর্মা থেকে বিরাট কোহলি, শুভমান গিলদের প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। বিদায়ি সেই ফিল্ডিং কোচ টি দিলীপকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন রোহিত।

ভারতীয় দলের দায়িত্ব থেকে কয়েকদিন আগেই অব্যাহতি পেয়েছেন হায়দরাবাদের ফিল্ডিং কোচ দিলীপ। আসন্ন শ্রীলঙ্কা সফরে বিকল্প হিসেবে শুভদীপ ঘোষকে নতুন ফিল্ডিং কোচ হিসেবে বেছে নিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড। যদিও কোচ হিসেবে জাতীয় দলে যে ছাপ রেখে গিয়েছেন শেষে যা তুলে দেওয়া হত নির্বাচিত সেরা ফিল্ডারের হাতে। পাঁচ বছরের যে জার্নি নিয়ে আবেগতারিত শুভমানদের প্রাক্তন ফিল্ডিং কোচও। বলেছেন, 'পাঁচ বছর জাতীয় দলের জার্সি পরার সুযোগ! অসংখ্য স্মৃতি। কীভাবে এই সফরকে ব্যাখ্যা করব, ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। প্রথম যখন ভারতীয় দলে পা রাখি, একটাই লক্ষ্য ছিল নিজের সেরাটা প্রতিদিন উজার করে দেব। শেষদিন পর্যন্ত সেই চেষ্টা করেছি। জোড়া বিশ্বকাপ জয়ী দলের থাকা আমার কাছে বিশাল প্রাপ্তি।'

ফিল্ডিং তাঁর ভলোবাসা। দিলীপের কথায়, চেষ্টা করেছেন সেই ভালোবাসা দিয়ে ভারতীয় দলের সাফল্যে অবদান রাখতে। খুশি দলের সাফল্যে অংশ হতে

> তুমি একজন কিংবদন্তি, দিলীপ গুরু। পর্দার আড়ালে থেকে দলের মধ্যে তুমি ম্যাজিক তৈরি করতে। আগামীর জন্য অনেক শুভেচ্ছা রইল। -রোহিত শর্মা

দিলীপ, এদিন সেটাই তুলে ধরলেন ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক। রোহিতের কথায়, দলের মধ্যে ম্যাজিক তৈরি করত বিদায়ি ফিল্ডিং কোচ। যা মিস করবেন।

সমাজমাধ্যমে দিলীপের অবদানের কথা স্মরণ করে রোহিত লিখেছেন, 'তুমি একজন কিংবদন্তি, দিলীপ গুরু। পর্দার আড়ালে থেকে দলের মধ্যে তুমি ম্যাজিক তৈরি করতে। আগামীর জন্য অনেক শুভেচ্ছা রইল।' ২০২৪-'২৫ ভারত-অস্ট্রেলিয়া টেস্ট সিরিজের পরই চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেই চুক্তি আরও এক বছর বাড়ানো হয়।

ফিল্ডিংয়ে উৎসাহ দিতে চালু করেন 'বেস্ট ফিল্ডার' পুরস্কারও। প্রতি ম্যাচ পেরে। বিদায়ি ফিল্ডিং কোচ আরও বলেছেন, 'সেরা ফিল্ডারের মেডেল দেওয়া, ভারতীয় সাজঘরে আলাদা একটা পরিবেশ তৈরি করেছিল। প্রত্যেকে উপভোগ করত। সেসব স্মৃতি, মুহূর্ত চিরদিন থেকে যাবে মনের মধ্যে। দীর্ঘ জার্নিতে যাদের পাশে পেয়েছি, সেই ক্রিকেটার, কোচ, সাপোর্ট স্টাফ-- প্রত্যেকের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।'

এদিকে, গত কয়েক বছরে অবদান রাখার জন্য ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের তরফে দিলীপের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়েছে। দিলীপের পাশাপাশি অপর বিদায়ি সাপোর্ট স্টাফ রায়ান টেন ডোসেটকে আগামীর জন্য শুভেচ্ছাও জানিয়েছে বিসিসিআই।

প্রধানমন্ত্রীকে অপমানের নিন্দায় বাইচুং

নয়াদিল্লি, ৪ অগাস্ট : দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছাত্র বিক্ষোভ চলাকালীন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে উদ্দেশ্য করে করা অশালীন ও আপত্তিকর মন্তব্যের নিন্দায় সরব প্রাক্তন ফুটবলার বাইচুং ভুটিয়া।

যন্তরমন্তর থেকে ছাত্র আন্দোলনের রেশ ছড়িয়ে পড়েছিল দেশজুড়ে। বাইচুংয়ের বক্তব্য, দেশের প্রতিটা নাগরিকের প্রতিবাদ জানানোর এবং নিজের মতপ্রকাশের পূর্ণ অধিকার রয়েছে। তবে তার শালীনতা বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এক সাক্ষাৎকারে ভারতীয় ফুটবল দলের প্রাক্তন অধিনায়ক বলেছেন, 'প্রত্যেকেই নিজের ইচ্ছেমতো কথা বলতে পারেন। কিন্তু দেশের প্রধানমন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে কুরুচিকর ভাষা প্রয়োগ কখনোই গ্রহণযোগ্য নয়।' তিনি আরও বলেছেন, 'প্রধানমন্ত্রীর প্রতি অপমানজনক মন্তব্য সামগ্রিকভাবে দেশের জন্য কখনোই ভালো দৃষ্টান্ত নয়। প্রতিবাদে শালীনতা বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি।'

পাশাপাশি দেশের স্বার্থে, ক্রীড়াক্ষেত্রে উন্নতির লক্ষ্য নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে হাতেহাত মিলিয়ে কাজ করার ইচ্ছাপ্রকাশ করেছেন বাইচুং। জানিয়েছেন, যুবসমাজকে খেলাধুলোর প্রতি আরও আকৃষ্ট করতে, তাদের সামনে নতুন দিগন্ত খুলে দিতে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে একযোগে কাজ করতে চান তিনি।

দ্রাবিড়ের সঙ্গে রাহানের তুলনা টানলেন সানি

মুম্বই, ৪ অগাস্ট : বিদায়বেলায় বিরাট প্রাপ্তি আজিঙ্কা রাহানের। কিংবদন্তি সুনীল গাভাসকার প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন সদ্য অবসর নেওয়া মিডল অর্ডার ব্যাটারকে। মুম্বই, ভারতীয় দলের হয়ে একদা স্তম্ভকে নিয়ে বলতে গিয়ে রাহুল দ্রাবিড়ের সঙ্গে তুলনাও টানলেন গাভাসকার। দাবি, যতটা কৃতিত্ব প্রাপ্য ছিল তা পাননি রাহানে।

২০২০-'২১ অস্ট্রেলিয়া সফরের ঐতিহাসিক সাফল্যের প্রসঙ্গ টেনে গাভাসকার লিখেছেন, 'অধিনায়ক হিসেবে রাহানের রেকর্ড দুর্দান্ত। ৬টি ম্যাচের চারটিতেই জয়ী। একটা ম্যাচ হারেনি। রাহুল দ্রাবিড়ের মতোই ওর নেতৃত্বে দুর্দান্ত কিছু সাফল্য এলেও প্রাপ্য কৃতিত্ব পায়নি কখনও। অধিনায়ক রাহানের দক্ষতার সেভাবে কখনও প্রশংসা পায়নি।'

অধিনায়ক রাহানের প্রতি যে অবহেলা নিয়ে ভারতীয় ক্রিকেট মানসিকতাকেও কাঠগড়ায় তুললেন সুনীল গাভাসকার। টেস্ট ক্রিকেটের প্রথম দশ হাজার রানের মালিক বলেছেন, 'দল জিতলে সমস্ত কৃতিত্ব ক্রিকেটাররা নিয়ে যায়। বোলার, ব্যাটারদের কথা বলা হয়। কিন্তু হারলেই কাঠগড়ায় অধিনায়ক ও কোচ। অদ্ভুত মানসিকতা ভারতীয় ক্রিকেটের। আজিঙ্কা নিঃস্বার্থ ক্রিকেটার। বরাবর দলকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। ক্রিকেটকে বিদায় জানাল মাথা উঁচু করে।'

২০২০-'২১ অস্ট্রেলিয়া সফর রাহানের উজ্জ্বল কেরিয়ারের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। গাভাসকারের কথায়, 'প্রথম টেস্টে ৩৬ রানের বিপর্যয়ের পর রাহানে-রবি শাস্ত্রী দলকে খাদের কিনারা থেকে তুলে এনেছিল। সহ অধিনায়ক থেকে রাতারাতি দলের দায়িত্ব (বিরাট কোহলি ফিরে আসেন ব্যক্তিগত কারণে) নিয়ে ডুবন্ত জাহাজের বৈতরণি পার করার পাশাপাশি অস্ট্রেলিয়ার দুর্গ 'গাব্বা'-র পতন ঘটিয়ে সিরিজও জিতেছিল! নির্ণায়ক টেস্টে প্রথম দলের বেশিরভাগ ক্রিকেটারকে পাওয়া যায়নি চোটের জন্য। তারপরও জিতে ফিরেছিল ভারত!'

টিম ইংল্যান্ডের কোচ হয়ে ফিরতে চান স্টোকস

লন্ডন, ৪ অগাস্ট : ইংল্যান্ড দলে ফিরতে চান। তবে ক্রিকেটার হিসেবে নয়, হেডকোচের ভূমিকায়! এমনই ইচ্ছের কথা শোনালেন সদ্য অবসর নেওয়া বেন স্টোকস। গত জুন মাসে রাতারাতি স্টোকসের আকস্মিক অবসরের সিদ্ধান্ত সবাইকে অবাক করেছিল। গত কয়েকদিন ধরে খবর ভাসছে, অবসরের সিদ্ধান্ত বদলে ফিরতেও পারেন।

বিতর্ক উসকে দিয়ে আগামী বছর অ্যাসেজের আগে স্টোকস ফিরতে পারেন বলে ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করেছেন ইংল্যান্ড দলের ম্যানেজিং ডিরেক্টর রব কি। এদিন যে প্রসঙ্গে অবশ্য কিছুটা ভিন্ন সুর স্টোকসের। ইংল্যান্ড দলে ফিরতে চান, তবে ক্রিকেটার হিসেবে নয়, হেডকোচের দায়িত্বে! লক্ষ্যপূরণে ইতিমধ্যে কাজও শুরু করে দিয়েছেন। পকেটে লেবেল-৩ কোচিং সার্টিফিকেটও।

স্টোকসের বিশ্বাস দ্রুত বাকি রাস্তাটাও অতিক্রম করতে সমস্যা হবে না। 'দ্য লাভ অফ ক্রিকেট' পডকাস্টে স্টুয়ার্ট ব্রড, জস বাটলারকে ইংল্যান্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক বলেছেন, 'এখনও খেলছি। পাশাপাশি লেভেল-৩ কোচিং কোর্সও কমপ্লিট। আমি চাই যখন খেলব না, তখন কোচিং করাতে। অবসরের পরও ক্রিকেটের সঙ্গে জড়িয়ে থাকতে চাই। ইংল্যান্ড দলের হেডকোচের দায়িত্ব পেলে ভালো লাগবে। ক্রিকেটার হিসেবে না হলেও অন্যভাবে দলের লিডারশিপ গ্রুপে থেকে অবদান রাখতে চাইব। কোচিং সেদিক থেকে সঠিক রাস্তা।'

ম্যাককুলাম ছাঁটাইয়ের দায় নিলেন!

নতুন টেস্ট অধিনায়ক জো রুটকে শুভেচ্ছাও জানিয়েছেন। স্টোকসও বলেছেন, 'দুই হাত ভরে সাফল্য পাক। সেই শুভেচ্ছা জানাই। চাইব, অধিনায়ক হিসেবে অবিশ্বাস্য কিছু অর্জন করুক জো। ফ্লেম (স্টিফেন ফ্লেমিং) দুর্দান্ত মানুষ। আমি নিশ্চিত ওর সঙ্গে কাজ করা উপভোগ করবে।' তবে সবকিছুর মধ্যে চিন্তা ব্যাটার রুটকে নিয়ে। গতবার নেতৃত্ব, দলকে অগ্রাধিকার দিতে গিয়ে ব্যাটিং ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। স্টোকসের বিশ্বাস, এবার তা হবে না। ব্যাটার, অধিনায়ক- দ্বৈত ভূমিকাতেই সাফল্য পাবে রুট।

২০২২ থেকে ২০২৬-ইংল্যান্ডের টেস্ট দলকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। ব্রেন্ডন ম্যাককুলামের সঙ্গে জুটি বেঁধে 'বাজবল' স্টাইল এনেছিলেন দলের মধ্যে। শুরুটা চমকপ্রদ হলে প্রত্যাশিত সাফল্য আসেনি। স্টোকসের অবসরের পর টেস্ট দল থেকে ছাঁটাই হয়েছেন ম্যাককুলাম। যে প্রসঙ্গে স্টোকস কিছুটা মজার সুরে বলেছেন, 'ভুলটা আমার। যদি সপ্তাহ চারেক আগে আমি সিদ্ধান্ত (অবসর) না নিতাম, তাহলে হয়তো বাজ (ম্যাককুলাম) কোচ হিসেবেই থাকত।'

নেট বোলার কোটিয়ান-হর্ষ

মাহির মন্ত্র নিয়ে দ্বীপরাষ্ট্রে ঋষভরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ অগাস্ট : মিশন শ্রীলঙ্কার ঢাকে কাঠি পড়ে গেল। মঙ্গলবার বিকেলে মুম্বই থেকে টিম ইন্ডিয়া কলম্বো পৌঁছে গেল। বন্দরনায়েকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নামার পর ভারতীয় ক্রিকেটারদের নিয়ে উন্মাদনা ছিল চোখে পড়ার মতোই। বৃহস্পতিবার সকাল দশটা থেকে কলম্বোর এনসিসি ক্রিকেট মাঠে শুরু হবে শুভমান গিলদের চূড়ান্ত পর্বের প্রস্তুতি। শুক্রবার থেকে এই এনসিসি ক্রিকেট মাঠেই শ্রীলঙ্কার স্থানীয় দলের বিরুদ্ধে তিনদিনের অনুশীলন ম্যাচ খেলবে টিম ইন্ডিয়া। ১৫ অগাস্ট থেকে গলে শুরু সিরিজের প্রথম টেস্ট। এখনও একশো শতাংশ ফিট না হওয়া বি সাই সুদর্শনকে কলম্বো নিয়ে যাওয়া হয়নি। শেষ পর্যন্ত ফিট হয়ে সাই মাঠে নামতে পারেন কি না, তা নিয়ে চলছে জল্পনা।

সাম্প্রতিককালের সবচেয়ে কঠিন সফর। অগ্নিপরীক্ষা কোচ গৌতম গম্ভীরের। ইংল্যান্ড সফরে ব্যর্থতার পর ভারতীয় দলের বেশ কয়েকজন সিনিয়ার সদস্য কোচ গম্ভীরের কোচিং পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। চাপে রয়েছেন অধিনায়ক শুভমানও। গত নভেম্বরে দেশের মাটিতে শেষবার লাল বলের ক্রিকেটে খেলেছিল টিম ইন্ডিয়া। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সেই টেস্টে হোয়াইটওয়াশ হতে হয় শুভমানদের। মাঝে অনেকটা সময় পার। আর মাঝের সময়ে লাল বলের ক্রিকেটে দেখা যায়নি ভারতীয় দলকে। তাই বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের র‍্যাংকিংয়ে নিয়মিতভাবে পিছিয়ে টিম ইন্ডিয়া এখন পাঁচ নম্বরে। ১৫ অগাস্ট থেকে শুরু হতে চলা দুই টেস্টের সিরিজ শুভমানরা জিততে না পারলে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে যাওয়ার পথ বন্ধ হয়ে যাবে ভারতের।

বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে ভালোরকম ওয়াকিবহাল ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট। তাই দেশের মাটিতে (মুম্বইয়ে) স্পিন মহড়া নিয়ে যশস্বী জয়সওয়াল, লোকেশ রাহুলরা হাজির হয়েছেন রাবণের দেশে। চমকপ্রদভাবে দলের সঙ্গে নেট বোলার হিসেবে নিয়ে যাওয়া হয়েছে হর্ষ দুবে, তনুষ কোটিয়ান, বিপরাজ নিগম, শিবাং কুমারদের। উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য পরিষ্কার। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে দুই টেস্টে ঘূর্ণির ঘেরাটোপে পড়তে হবে, ধরেই নিয়েছেন শুভমান-গম্ভীররা। জানা গিয়েছে, আগামীকাল কলম্বোর এনসিসি ক্রিকেট মাঠের অনুশীলন পিচে যেন স্পিন থাকে, ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের তরফে এমন আবদারের কথা শুনিয়ে দেওয়া হয়েছে স্থানীয় ক্রিকেটমহলকে। রবীন্দ্র জাদেজা, কুলদীপ যাদব, মানব সুথার, সারাংশ জৈনদের মতো স্পিনারদের জন্যও চ্যালেঞ্জ অপেক্ষা করে রয়েছে। চোটের কারণে জসপ্রীত বুমরাহ শ্রীলঙ্কা সিরিজ থেকে ছিটকে যাওয়ার পর মহম্মদ সিরাজের জন্যও ১৫ অগাস্ট থেকে শুরু হতে চলা টেস্টে রয়েছে কঠিন চ্যালেঞ্জ।

সাদা বলের ক্রিকেটে প্রায় 'ব্রাত্য' হয়ে পড়া ঋষভ পন্থের জন্যও আসন্ন শ্রীলঙ্কা সিরিজ মহাগুরুত্বপূর্ণ। ঋষভ এমনিতেই খুব একটা ছন্দে নেই। লখনউ সুপার জায়েন্টসের অধিনায়ক হিসেবে আইপিএলেও ব্যর্থ হয়েছিলেন পন্থ। ঘরের মাঠে আফগানিস্তান টেস্ট খেললেও দুর্দান্ত সফল হয়েছিলেন, এমন বলা যাবে না। ফলে শ্রীলঙ্কা সিরিজে ভালো কিছু করতে না পারলে ঋষভ ছাঁটাই দাবি জোরদার হবে ভারতীয় ক্রিকেটেও। নিজেকে নতুনভাবে ফিরে পাওয়ার লক্ষ্যে ঋষভ সম্প্রতি রাঁচিতে হাজির হয়ে মহেন্দ্র সিং ধোনির বাড়িতে থেকে অনুশীলন করেছেন। দিন কয়েক আগে মাহির সঙ্গে ঋষভের ছবিও ভাইরাল হয়েছিল সমাজমাধ্যমে। জানা গিয়েছে, ঋষভ নিজের জন্য তো বটেই, দ্বীপরাষ্ট্রে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে আসন্ন দুই টেস্টে কীভাবে সফল হওয়া যায়, সতীর্থদের জন্যও মাহি-মন্ত্র নিয়ে আজ কলম্বোয় পা রেখেছেন।

মাহির মন্ত্র ঋষভ ও প্রবল চাপে থাকা টিম ইন্ডিয়াকে আগামীর সঞ্জীবনী সুধা দিতে পারে কি না, সেটাই এখন দেখার।

জাতীয় দলে নিজের জায়গা মজবুত করার লক্ষ্য নিয়ে কলম্বোয় পৌঁছালেন ঋষভ পন্থ। মঙ্গলবার পিটিআইয়ের তোলা ছবি।

ফুর্তি নিয়েই শ্রীলঙ্কায় পা রাখলেন শুভমান গিল, লোকেশ রাহুল, যশস্বী জয়সওয়ালরা। কলম্বোয় মঙ্গলবার।

আট গোল দিয়ে কোয়ার্টারে বাগান

ডুরান্ডের মান নিয়ে উঠল প্রশ্ন

মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট-৮
(মনবীর-হ্যাটট্রিক, আলবার্তো, রাহুল, নোয়েল-আত্মঘাতী ও সুহেল-২)
সাউথ ইউনাইটেড এফসি-০

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ৪ অগাস্ট : গ্যালারিতে মেরেকেটে হাজার দুয়েক দর্শক! ঐতিহ্যবাহী ডুরান্ড কাপ কি তবে এই ছবি দেখার জন্যই নয়াদিল্লি থেকে কলকাতায় আনা হয়েছিল? আগের দিন ইস্টবেঙ্গল এফসি-র সামনে ছিল সিআইএসএফ, আর এদিন মোহনবাগানের প্রতিপক্ষ সাউথ ইউনাইটেড। এই ধরনের একেবারেই আনকোরা দলের বিরুদ্ধে ম্যাচ খেলিয়ে আয়োজকদের ঠিক কী লাভ হচ্ছে, সেটাই এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। দিল্লির ফুটবলপ্রেমীরা নাকি আর মাঠে আসছেন না, এই যুক্তি দেখিয়ে টুর্নামেন্ট বাংলায় সরানো হয়েছিল। ২০১২ সালের পর থেকে কলকাতার বড় দলগুলি দিল্লিতে খেলতে যেত না ঠিকই, কিন্তু সেই সময় বিএসএফ, পাঞ্জাব স্পোর্টস বা পিএসইবি-র মতো দলগুলির পারফরমেন্স অন্তত চোখে পড়ার মতো ছিল। এখন কলকাতার তিন প্রধান আর আইএসএলের দুই-একটা দল ছাড়া বাকিরা স্রেফ নিয়ম রক্ষার জন্য খেলছে। ডার্বির টিকিট বিক্রির লাভের অঙ্ক ছাড়া আয়োজকদের অন্য কোনও মাথাব্যথা আছে বলে মনে হচ্ছে না। নাহলে পয়সা খরচ করে দর্শক কেন এই একপেশে ম্যাচ দেখতে মাঠে আসবেন?

ম্যাচ তো নয়, যেন মোহনবাগানের গোল করার প্র্যাকটিস সেশন! প্রথমার্ধে চার গোলের পাশাপাশি সাহাল আব্দুল সামাদ একাই পাঁচটি নিশ্চিত সুযোগ নষ্ট করলেন। তার উপর সাহালের দুইটি এবং আলবার্তো রডরিগেজের একটি শট পোস্টে প্রতিহত হয়। সব মিলিয়ে এক ডজন গোল হলেও অবাক হওয়ার কিছু থাকত না। ঘড়ির কাঁটায় তখন মাত্র সাড়ে তিন মিনিট, অনিরুদ্ধ থাপার সঙ্গে বক্সে দারুণ ওয়াল খেলে প্রথম গোলটি তুলে নেন মনবীর সিং। ১০ মিনিটে থাপার নিখুঁত কর্নার থেকে হেডে দলের দ্বিতীয় গোলটি করেন আলবার্তো। ১৯ মিনিটে দেজান ড্রাজিচের মাপা ক্রসে মাথা ছুঁইয়ে স্কোরশিটে নাম লেখান রাহুল ভেকেও। গত মরশুমে গোলের খরায় ভোগা মনবীর এদিন হ্যাটট্রিক করে নিজের হারানো আত্মবিশ্বাস অনেকটাই ফিরিয়ে আনলেন। তাঁর বদলি হিসেবে মাঠে নেমে জোড়া গোল সুহেল আহমেদ বাটের। সঙ্গে নোয়েল এসের একটি আত্মঘাতী গোল সাউথ ইউনাইটেডের কফিনে শেষ পেরেকটি পুঁতে দেয়।

এদিন জিতে মোহনবাগান কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছে গেল।

বড় দলগুলোর কাছে এই ধরনের ম্যাচ অনেক জট খোলার আদর্শ জায়গা। কোচ প্যানাজিওটিস দিলম্পেরিসের পুরো ফায়দা তুললেন। গত মরশুমে অস্ত্রোপচার হওয়া আশিস রাইকে দীর্ঘ সময় পর (৭৭ মিনিটে) মাঠে ফেরানোর জন্য এর চেয়ে আদর্শ পরিস্থিতি আর হতে পারত না। পাশাপাশি, উইংয়ে দেজানকে শুরু থেকে খেলানোর সিদ্ধান্ত একশো শতাংশ সফল। গত মরশুমে গোলের ঠিকানা লেখা পাস বাড়ানোর যে লোকের অভাব ছিল, দেজান নিশ্চিতভাবেই সেই শূন্যস্থান পূরণ করবেন। গ্যালারিতে বসে তাঁর এই নিখুঁত ক্রসগুলি দেখে জেমি ম্যাকলারেনও যে মনে মনে ভীষণ খুশি হয়েছেন, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট
বিশাল, অভিষেক (আশিস), রাহুল, আলবার্তো, শুভাশিস, দেজান (সায়ন), টাংরি (সূর্যবংশী), অনিরুদ্ধ, লিস্টন (কিয়ান), সাহাল ও মনবীর (সুহেল)।

হ্যাটট্রিকের পর মনবীর সিং (বাঁয়ে)। জোড়া গোল করে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ সুহেল আহমেদ বাটের। ছবি : ডি মণ্ডল

আইপিএল নিয়ে সংশয়ে আমিরই

লন্ডন, ৪ অগাস্ট : ইংল্যান্ডের নাগরিকত্ব পেয়েছেন। লক্ষ্য আইপিএলে খেলা। যদিও সেই সুযোগ আদৌ পাবেন কি না নিশ্চিত নন মহম্মদ আমির নিজেই। ইংল্যান্ডের নাগরিক হিসেবে আইপিএল নিলামে নাম নথিভুক্ত করার রাস্তা খুলে গিয়েছে। যদিও অতীতে মেগা লিগে খেলার ইচ্ছে প্রকাশ করলেও বর্তমান পরিস্থিতিতে আশাবাদী নন পাকিস্তানের স্পিডস্টার। উলটে নিজের দেশ পাকিস্তানের সুপার লিগে 'বিদেশি ক্রিকেটার' তকমা নিয়ে খেলতে হবে। সেক্ষেত্রে পিএসএলের বর্তমান চুক্তিও প্রশ্নের মুখে। যে প্রসঙ্গে এদিন পাকিস্তানের তারকা স্পিডস্টার আমির বলেছেন, '২০২৭ পিএসএলে বিদেশি প্লেয়ার হিসেবে খেলব। আর আইপিএলে আদৌ খেলার সুযোগ পাব কিনা জানি না।'

রানআউট হয়ে হতাশ বাবর আজম। মঙ্গলবার পোর্ট অফ স্পেনে।

সেঞ্চুরি মিস বাবরের

পোর্ট অফ স্পেন, ৪ অগাস্ট : দ্বিতীয় টেস্টে দুরন্ত ছন্দে ব্যাটিং করে সোমবার ৮৬ রানে অপরাজিত থেকে ফিরেছিলেন বাবর আজম। কিন্তু মঙ্গলবার ২ রান যোগ করেই রানআউট হয়ে বাবর (৮৮) টেস্টে দশম শতরান হাতছাড়া করেন। তিনি ফিরতেই পাকিস্তান ব্যাটিংয়ে ছোটখাটো ধস নামিয়ে দেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের স্পিনার জোমেল ওয়ারিকান (১১২/৬)। মাঝে ২৮ রানের মধ্যে তাদের ৪ উইকেট পড়ে যায়। এরপর সাজিদ খান (৩০) ছাড়া কেউ আবদুল্লাহ শফিককে (অপরাজিত ১৬০) সংগত করতে পারেননি। পাকিস্তান প্রথম ইনিংস শেষ করে ৩৮৭ রানে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ প্রথম ইনিংসে ৩৪৪ রানে অল আউট হয়। জাস্টিন গ্রিভস ৭৩ ও রোস্টন চেজ ৭০ রান করেন। সাজিদ ৮৫ রানে নিয়েছেন ৪ উইকেট।

আগ্রাসনের জন্যই কোচ শাস্ত্রীকে পছন্দ সামির

নয়াদিল্লি, ৪ অগাস্ট : বারবার স্বপ্নভঙ্গ হচ্ছে। পারফর্ম করার পরও জাতীয় দলে প্রত্যাবর্তন করতে পারছেন না। কিন্তু তারপরও হাল ছাড়েননি মহম্মদ সামি।

আসন্ন দলীপ ট্রফিতেও পূর্বাঞ্চলের হয়ে খেলবেন সামি। কারণ, তিনি বিশ্বাস করেন, তাঁর মধ্যে এখনও ক্রিকেটের প্রতি ভালোবাসা বেঁচে রয়েছে। কিন্তু এভাবে কতদিন? জবাব জানে না দুনিয়া। যদিও সামি এখনই ক্রিকেট থেকে অবসরের কথা ভাবছেন না। আসন্ন ঘরোয়া মরশুমের জন্য নিজেকে তৈরি করছেন।

সেই প্রস্তুতির মধ্যেই আজ সর্বভারতীয় এক দৈনিকে একান্ত সাক্ষাৎকার দিয়েছেন টিম ইন্ডিয়ার অন্দরে প্রায় 'ব্রাত্য' হয়ে পড়া জোরে বোলার। নিজের আগামীর ভাবনা নিয়ে যেমন সামি মুখ খুলেছেন, তেমনই জানিয়েছেন ভারতীয় দলে তাঁর দেখা পছন্দের ও প্রিয় কোচের নামও। সামির কথায়, 'দীর্ঘসময় ধরে জাতীয় দলে খেলেছি। প্রচুর অভিজ্ঞতা হয়েছে। ক্রিকেটের প্রতি প্যাশনটা এখনও রয়েছে। যতদিন এই প্যাশন থাকবে, আমি ক্রিকেট চালিয়ে যাব।' কখনও অনিল কুম্বলে, কখনও রাহুল দ্রাবিড়, আবার কখনও বা রবি শাস্ত্রীর কোচিংয়ে টিম ইন্ডিয়ায় খেলেছেন সামি। তাঁর দেখা সেরা কোচ কে ও কেন, সামি আজ তার জবাব দিয়েছেন। শাস্ত্রীর নাম টেনে এনে সামি বলেছেন, 'গোতিভাইয়ের সঙ্গে বেশি কাজ করার সুযোগ হয়নি। কিন্তু রাহুলভাই, অনিলভাই ও রবিভাইয়ের সঙ্গে দীর্ঘসময় কাজ করেছি। আমার মনে হয়েছে, রবিভাই কোচ হিসেবে সেরা।'

কেন শাস্ত্রীকে সেরা তকমা দিয়েছেন সামি, নিজেই তার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। সামির কথায়, 'রবিভাই দলের ক্রিকেটারদের স্বাধীনতা দিত। আগ্রাসী ক্রিকেট খেলার অনুপ্রেরণা জোগাত। ব্যক্তিগতভাবে আমি রবিভাইয়ের এই আগ্রাসনের ফ্যান ছিলাম। এখনও রয়েছি। কোচ শাস্ত্রীকে পছন্দ করতাম আমি।' দীর্ঘ প্রায় ১৩ বছরের বেশি সময় ধরে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলেছেন সামি। ক্রিকেটের তিন ফরম্যাটেই দাপট দেখিয়েছেন বল হাতে। এত লম্বা সময়য়ের আন্তর্জাতিক কেরিয়ারে কি কোনও আফসোস রয়েছে? এমন প্রশ্নের স্পষ্ট জবাব প্রথমবার শোনা গিয়েছে সামির মুখে। ২০২৩ সালে দেশের মাটিতে একদিনের বিশ্বকাপের আসরে দুর্দান্ত ক্রিকেট খেলার পরও রোহিত শর্মার ভারত ফাইনালে মুখ থুবড়ে পড়েছিল অস্ট্রেলিয়ার কাছে। ২০২৩ সালের ওডিআই বিশ্বকাপ ফাইনাল জিততে না পারার আক্ষেপ সারাজীবন বয়ে বেড়াতে হবে বলে জানিয়েছেন সামি।

মেয়ে আইরার মতো ক্রিকেটের প্রতি এখনও ভালোবাসা বেঁচে রয়েছে মহম্মদ সামির।

জিতল বড় গাবটুলি

মালদা, ৪ অগাস্ট : জেলা ক্রীড়া সংস্থার দ্বিতীয় ডিভিশন ফুটবল লিগে মঙ্গলবার কাচুপুকুরপল্লি উন্নয়ন ও আদিবাসি সমাজ সংঘের ম্যাচ ১-১ গোলে ড্র হয়েছে। গোল করেন সমাজ সংঘের রবীন্দ্রনাথ কিস্কু ও কাচুপুকুরের রাইমন হাঁসদা। ম্যাচের সেরা হন রবীন্দ্রনাথ। দ্বিতীয় খেলায় বড় গাবটুলি দল ২-০ গোলে জিতেছে দক্ষিণ বালুচরের বিরুদ্ধে। গোল করেন কিষান হেমব্রম ও ম্যাচের সেরা বিশ্বজিৎ বর্মন।

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ কিস্কু। ছবি : জসিমুদ্দিন আহম্মদ

জয়ী বীরপাড়া

ফালাকাটা, ৪ অগাস্ট : ফালাকাটার কাদম্বিনী চা বাগানের ইন্ডিপেন্ডেন্স কাপ ফুটবলে মঙ্গলবার বীরপাড়ার মিক্সচার বয়েজ ৩-০ গোলে হারিয়েছে পাটকাপাড়া চা বাগানকে। কাদম্বিনী চা বাগানের মাঠে বীরপাড়ার জোড়া গোল করেন মোহিত ওরাওঁ। তাদের অন্য গোলটি ম্যাচের সেরা নিখিল রায়ের। আগামী ৭ অগাস্ট খেলবে কিলকোট চা বাগান ও কোচবিহার চা বাগান।

আন্তর্জাতিক ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপে সফল প্রতিযোগীরা।

১৫ সোনা উত্তর দিনাজপুরের

রায়গঞ্জ, ৪ অগাস্ট : কলকাতার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে শেষ হওয়া আন্তর্জাতিক ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপে বড় সাফল্য পেল উত্তর দিনাজপুর। সেইসিনকাই শিতোরিউ ক্যারাটে ডু অ্যাসোসিয়েশনের শিক্ষার্থীরা ১৫টি সোনা, ৬টি রুপো এবং ২১টি ব্রোঞ্জ পেয়েছে। কাতায় সোনা পেয়েছে জাতিকা দাস, সৌম্যদীপ দে, রুচিকা দাস, সৌমিক চাকী, সৌবর্ণ বকসি, সৌদীপ কর্মকার, সুপ্রতীক মোদি ও পাপ্পু বাড়ই। কুমিতে ইভেন্টে সোনা জিতেছে তৃষা সিংহ, সৌরভ রায়, প্রিয়াংশু সাহা, সৌভিক মোদি, সৌদীপ ও শিবম নাগ। এছাড়াও কাতার ফিমেল মাস্টার বিভাগে সোনা এসেছে মামন রায়ের।

অ্যাসোসিয়েশনের সচিব শিবু কর্মকারের মন্তব্য, 'বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে প্রায় ৮ হাজার প্রতিযোগী অংশ নিয়েছিল। সেখানে জেলার এই সাফল্য সত্যিই গর্বের।'

উত্তরের খেলা

প্রদীপের হ্যাটট্রিক

ময়নাগুড়ি, ৪ অগাস্ট : খাগড়াবাড়ি ইউনিটের ফুটবলে মঙ্গলবার রেলগেট ফুটবল ময়দানে সাদার্ন সমিতি আরসিসি ৭-০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে চারেরবাড়ি ফুটবল অ্যাকাডেমিকে। প্রদীপ রায় হ্যাটট্রিক করেন। জোড়া গোল সুকদেব দাসের। সাদার্নের বাকি গোলস্কোরার কুশ রায় ও দেবরাজ রায়। বুধবার খেলবে ব্যাঙ্কান্দি পল্লিকল্যাণ সংঘ ও ময়নাগুড়ি উচ্চবিদ্যালয়।

প্রতাপের ড্র

রাজগঞ্জ ও বেলাকোবা, ৪ অগাস্ট : রাজগঞ্জ জোন ফুটবল লিগে মঙ্গলবার প্রতাপ সংঘ ও মা সারদা ফুটবল অ্যাকাডেমির ম্যাচ গোলশূন্য ড্র হয়েছে। বেলাকোবা হাইস্কুল মাঠে ম্যাচের সেরা হয়েছেন প্রতাপ সংঘের সুরজ লোহার।

অরবিন্দর জয়

রায়গঞ্জ, ৪ অগাস্ট : জেলা ক্রীড়া সংস্থার ফুটবলে মঙ্গলবার অরবিন্দ স্পোর্টিং ক্লাব ১০-১ গোলে চূর্ণ করেছে রায়গঞ্জ অ্যাকর্ডকে। স্বপন মার্ডি হ্যাটট্রিক সহ ৫টি গোল করেন। হ্যাটট্রিক করেন সহদেব মুর্মু। অরবিন্দর বাকি গোল রুদ্র কল্যাণ সাহা ও তমোজ্যোতি দাসের। ম্যাচের সেরা অরবিন্দর অঙ্কিত রায়।

ম্যাচ স্থগিত

জলপাইগুড়ি, ৪ অগাস্ট : জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুপার ডিভিশন ফুটবল লিগে মঙ্গলবার ম্যাচ ছিল এফইউসি এবং জেওয়াইএমএ-র। কিন্তু বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির কারণে ম্যাচটি স্থগিত রাখা হয়। সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, পরবর্তীতে ম্যাচের তারিখ ঠিক হবে।

আন্তর্জাতিক ক্যারাটেতে সফল হয়ে কোচের সঙ্গে প্রতিযোগীরা।

ক্যারাটেতে উজ্জ্বল সামসী-চাঁচল

সামসী, ৪ অগাস্ট : কলকাতার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে শেষ হওয়া আন্তর্জাতিক ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপে গঙ্গারামপুরের প্রশিক্ষক রঘুনাথ পালের অধীনে মোট ১৭জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। তাদের মধ্যে সোনা জিতেছে চাঁচলের মঞ্জুষা মণ্ডল এবং সামসীর সমৃদ্ধা সাহা। রুপো পেয়েছে চাঁচলের উম্মি সালমা সুলতানা। এছাড়াও সামসীর মিম্মিয়ান ওয়াকিধা, আলবি আবির বিশ্বাস, কুশান ঘোষ এবং লিম রাজ রুপো জিতেছে। ব্রোঞ্জ এসেছে চাঁচলের নেহা সাহা ও নিশা সাহার। সামসীর আদ্রিজা মণ্ডল এবং মৌরি মণ্ডলও ব্রোঞ্জ জিতেছে। এই সাফল্যে খুশি সামসী ও চাঁচলের ক্রীড়াপ্রেমীরা।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন দুর্গাপুর-এর এক বাসিন্দা

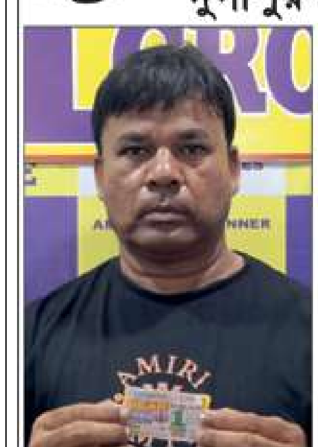

পশ্চিমবঙ্গ, দুর্গাপুর - এর একজন বাসিন্দা সাবির আলী খান - কে 10.06.2026 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 82K 23138 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারির কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি কটি দশ টাকা খরচ করে আমাদের ভাগ্য পরীক্ষা করার আত্মবিশ্বাস জোগায়। এটি সাধারণ মানুষের মধ্যে খুব জনপ্রিয় কারণ অনেকেই এখান থেকে একাধিক পুরস্কার জেতেন। আমি ডিয়ার লটারির উপর ভরসা রেখেছিলাম এবং এখন আমি কোটিপতি হয়েছি। এই বিশেষ উপলক্ষে ডিয়ার লটারিকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়, তাই এর স্বচ্ছতা প্রমাণিত।
* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।